হিন্দুশাস্ত্র

জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড।

শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষাল কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

কলিকাতা।

১৪৮ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি হইতে

প্রকাশিত।

বৈশাখ; ১২৯২।

ভূমিকা

—oo—

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে, আমার সঙ্কলিত "মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের সময়, আমি তাহাতে এই পুস্তক সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলাম; কিন্তু সুবিধামতে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঠিতে না পারায় এই গ্রন্থ প্রকাশে আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়াছে। এই গ্রন্থের মধ্যে আমি আমার নিজের মত কিছুই প্রকাশ করি নাই; মহামান্য আর্য্য পিতৃপুরুষগণ আপনারাই তাঁহাদের আপনাদের লিখিত শাস্ত্র সকলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মত সকলের সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্ত যেরূপ সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এই পুস্তকে আমি কেবল সেইগুলি সংকলন করিয়াছি।

বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্র সকলের মধ্যে মার্জ্জিত ও উন্নত মতের পোষক বস্তু কিছুই নাই; অধিকন্তু তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস যে, শাস্ত্রসকল কেবল ভ্রম ও কুসংস্কারেরই আলয়। এই সকল স্বদেশীয় ভ্রাতাদিগকে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত করাইবার উদ্দেশেই আমি এই শ্রমশীল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। যদি ইহাদ্বারা সেরূপ একটী ভ্রাতারও শ্রদ্ধাভক্তি দেশীয় শাস্ত্র সকলের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহাহইলেই আমি আমার এই পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতা,
বৈশাখ, ১৮০৭ শকাব্দ

সঙ্কলয়িতা

সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

—•০০—

গ্রন্থ			সংকেত
অত্রি সংহিতা ...	...	...	অত্রি. সং.
অধ্যাত্ম রামায়ণ	...	...	অ. রা.
অষ্টাবক্র সংহিতা	...	...	অ. সং.
আত্মবোধ ...	...	...	আ. বো.
ঈশোপনিষদ্ ...	...	...	ঈশা. উপ.
উত্তরগীতা ...	...	...	উ. গী.
ঐতরেয় উপনিষদ্	...	...	ঐত. উপ.
কঠোপনিষদ্ ...	...	...	কঠ. উপ.
কণাদ সূত্র বা বৈশেষিক দর্শন	...	...	কণাদ
কল্কি পুরাণ ...	...	...	ক. পু.
কুলার্ণব তন্ত্র ...	...	...	কু. ত. (বা) কুলার্ণব
কেনোপনিষদ্ বা তলবকারোপনিষদ্	...	...	কেন. উপ.
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	...	...	গীতা. (বা) গী.
গৌতম সংহিতা	...	...	গৌ. সং. (বা) গৌ. স
চৈতন্যচরিতামৃত	...	...	চৈ. চ.
ছান্দোগ্যোপনিষদ্	...	...	ছা. উপ.
জৈমিনিকৃত মীমাংসা দর্শন ...	...	...	জৈ. মী. দ.
জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র	...	...	জ্ঞা. স. ত.
তৈত্তিরীয়োপনিষদ্	...	...	তৈত্তিরীয়
দক্ষ সংহিতা ...	...	..	দক্ষ.
নির্ব্বাণ তন্ত্র ...	...	...	নি, ত,

ন্যায় সূত্র	…	…	ন্যায়.
পঞ্চদশী	…	…	প. দ.
পরাশর সংহিতা	…	…	প. সং.
পাতঞ্জল দর্শন	…	…	পা. দ.
পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন …	…	…	পূ. প্র. দ.
পৃচ্ছিলা তন্ত্র …	…	…	পৃ. ত.
প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক	…	…	প্র. চ. না.
প্রসাদ প্রসঙ্গ …	…	…	প্র. প্র.
শ্রীমদ্ভাগবত …	…	…	ভা.
মণিরত্নমালা …	…	…	ম. র. মা.
মনু সংহিতা …	…	…	মনু.
মহানাটক	…	…	ম. না.
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র	…	…	ম. নি. ত.
মহাভারত …	…	…	ম. ভা.
,, আদিপর্ব্ব	…	…	,, আ. প.
,, মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়		…	,, মো. ধ.
,, সভাপর্ব্ব	…	…	,, স. প.
মহাবাক্য রত্নাবলী	…	…	ম. বা. র.
মাণ্ডুক্যোপনিষদের গৌড়পাদীয় কারিকা…			মা. উ. গৌ. কা.
মুণ্ডকোপনিষদ্	…	…	মু. উ.
মুণ্ডমালা তন্ত্র …	…	…	মু. মা. ত.
যোগবাশিষ্ঠ …	…	…	যো. বা.
,, উৎপত্তি প্রকরণ		…	,, উ. প্র.
,, উপশম প্রকরণ		…	,, উপ. প্র.
,, মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ		…	,, মু. ব. প্র.
যোগিনী তন্ত্র।	…	…	যো. ত.
রঘুনন্দন (স্মার্ত্ত) কৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব স্মৃতি			র. ন.
রামানুজাচার্য্য প্রণীত বেদান্ত তত্ত্বসার		…	রা. বে. ত. সা.

ললিত বিস্তর	ল. বি.
বরদা তন্ত্র	ব. ত.
বাঙ্গালা সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ	বা. স. দ. স.
বামন পুরাণ	বা পু.
বাল্মিকীয় রামায়ণ	বা. রা.
বিবেক চূড়ামণি	বি. চূ.
বিষ্ণু পুরাণ	বি. পু.
বিষ্ণু সংহিতা বা বিষ্ণু স্মৃতি	বি. সং. (বা) বি. স.
বৃহদারণ্যকোপনিষদ্	বৃহদারণ্যক
বেদান্ত সার (সদানন্দ যোগীন্দ্র প্রণীত) ...	বে. সা.
বেদান্তসারের অধিকরণমালা ...	বে. সা. অ.
বেদান্ত সূত্র	বে. সূ.
শঙ্খ সংহিতা বা শঙ্খ স্মৃতি	শ. সং. (বা) শং. সং.
ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য ...	শা. ভা.
শান্তি শতক	শা. শ.
শিব সংহিতা	শি. সং. (বা) শি. স.
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্	শ্বেতাশ্বতর
সংস্কৃত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ ...	স. স. দ. স. (বা) সং. স. দ. সং.
সাঙ্খ্যপ্রবচন ভাষ্য	সা. প্র. ভা.
সাঙ্খ্য সূত্র	সাং. সূ.
হনুমানচন্দ্র নাটক	হ. চ. না.
হরিভক্তি বিলাস	হ. ভ. বি.
হরি বংশ	হ. ব.

সূচী পত্র

—oo—

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮ (টীকা)	৬	শ্লষয়	ঋষয়
৫০	১২	তদ্বক্ষে	তদ্ব্রহ্ম
৫৩	১৩	গরুড়	গারুড়
৬১	১০	তচ্ছত্রং	তচ্ছুভ্রং
৮১	৮	বারে	বা অরে
৮৫	১০	বস্তু	যস্তু
৯০	১২	গুরুপ্রোক্তাদনু-ষ্ঠানচ্ছান্নৈঃ	গুরুপ্রোক্তাদনু-ষ্ঠানাচ্ছন্নৈঃ
১১৯	২	যত্তীর্থবুদ্ধির্জলে	যত্তীর্থবুদ্ধিঃ জলে
১৩৬ (টীকা)	৪ ও ৬	আত্মানং	আত্মজ্ঞং
১৯২	২৪	বি. চু.	বি. চূ.
১৯৮	৬	তপস্তপ্তা	তপস্তপ্ত্বা

হিন্দুশাস্ত্র।

জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড।

আমাদিগের দেশের প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্র সকলে ধর্ম্ম ও সাধন-সম্বন্ধে যে সমস্ত বিভিন্ন প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়, মহামান্য আর্য্যশাস্ত্রকারগণ সে সমস্তগুলিকে দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার মত বা উপদেশগুলির মধ্যে যে এক প্রকার যোগ বা সম্বন্ধ নিবদ্ধ আছে, ইহাও তাঁহারা অনেক স্থলে বলিয়া গিয়াছেন। যথা,—ভগবান শিব এক স্থলে পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—

নানা তন্ত্রে পৃথক্ চেষ্টা ময়োক্তা গিরিনন্দিনি।
ঐক্যজ্ঞানং যদা দেবি তদা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥

মু. মা. ত. ৬ পটল।

হে পার্ব্বতি! আমি অধিকারি-ভেদে নানা তন্ত্রে নানাপ্রকার সাধন ও পূজা উপাসনাদির বিধি দিয়াছি। সাধক যখন সেই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থাসকলের মধ্যেও একতা দর্শনকরে, তখনই তাহার সিদ্ধিপ্রাপ্তি হয়।

প্রথমতঃ যাঁহারা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানবান্ ও চিন্তাশীল, যাঁহাদিগের বুদ্ধি সূক্ষ্ম বস্তু ধারণ করিতে সক্ষম এবং যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে যাঁহাদের সম্যক্ শ্রদ্ধা বা তৃপ্তি না জন্মে, তাঁহাদিগের জন্য শাস্ত্রকারেরা আপনাদিগের বিশ্বাসানুযায়ী তত্ত্বজ্ঞানরূপ মহাসত্য-সকলের উপদেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ যাঁহাদিগের জ্ঞান অপেক্ষাকৃত

অল্প বা যাঁহারা এ সম্বন্ধে সম্যক্ বিচারবিহীন*, তাঁহাদিগেরও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকেও তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা কতকগুলি স্থুল ভাবের পূজা, উপাসনা বা অনুষ্ঠান প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

প্রথমোক্ত সবল অধিকারী ব্যক্তিদিগের জন্য যে শাস্ত্র উপদেশ করা হইয়াছে, তাহার নাম জ্ঞানকাণ্ড শাস্ত্র; আর শেষোক্ত দুর্ব্বল অধিকারী ব্যক্তিদিগের জন্য যে শাস্ত্র লিখিত হইয়াছে, তাহার নাম কর্ম্মকাণ্ড শাস্ত্র।

কর্ম্মকাণ্ডোজ্ঞানকাণ্ড ইতি ভেদোদ্বিধামতঃ।
ভবতি দ্বিবিধোভেদোজ্ঞানকাণ্ডস্য কর্ম্মণঃ॥

শি. সং. ১। ২০।

ভগবান্ শিব বলিলেন,—

জ্ঞানকাণ্ড এবং কর্ম্মকাণ্ড ভেদে শাস্ত্রে দুই প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানকাণ্ড এবং কর্ম্মকাণ্ড, ইহাদের প্রত্যেকে আবার দুই দুই ভাগে বিভক্ত।

---

* উন্নত ও গভীর বিষয় সকল সর্ব্বদা মনের মধ্যে বিচার করিতে অভ্যাস করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। মনুষ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা চিন্তাশীল নহেন, তাঁহারা একপ্রকার মনুষ্যের মধ্যে পরিগণিতই নহেন, একথা আমাদিগের দেশের শাস্ত্রকারেরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। যিনি চিন্তাশীল নহেন তিনি সহস্র প্রকার বিদ্যায় বিভূষিত হইলেও অজ্ঞান মধ্যে পরিগণিত।

টমাস্ কারলাইল্ তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"It is not books alone, or by books chiefly that a man becomes in all points a man."

Treasury of modern Biography, p. 293.

আমেরিকা দেশীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহাত্মা এমারসন্ বলিয়াছিলেন,—

"The man who thinks is the king; all else are journeymen."

AN EVENING WITH EMERSON.

By David Macrae, in "The Americans at Home."

বেদস্তাবৎ কাণ্ডদ্বয়াত্মকঃ।
তত্র পূর্ব্বস্মিন্ কাণ্ডে নিত্যনৈমিত্তিককাম্যনিষিদ্ধ-
রূপং চতুর্বিধং কর্ম্ম প্রতিপাদ্যং॥

তৈত্তিরীয় সংহিতা ১।১।১।

সমগ্র বেদ দুই ভাগে বা দুই কাণ্ডে বিভক্ত। তন্মধ্যে পূর্ব্বকাণ্ডে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ এই চারি প্রকার কর্ম্মের বিষয় বর্ণিত আছে।

অত উত্তরকাণ্ড আরব্ধব্যঃ। আত্যন্তিকপুরুষার্থ-
সিদ্ধিশ্চ দ্বিবিধা। সদ্যোমুক্তিঃ ক্রমমুক্তিশ্চেতি। তস্মাদু-
ত্তরকাণ্ডে ব্রহ্মোপদেশ-ব্রহ্মোপাস্তিশ্চেত্যুভয়ং প্রতি-
পাদ্যতে।

তৈত্তিরীয় সংহিতা, প্রথম কাণ্ড,
প্রথম প্রপাঠক, প্রথম অনুবাক্।

অনন্তর উত্তর কাণ্ডে সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি রূপ দুই প্রকার আত্যন্তিক পুরুষার্থসিদ্ধির বিষয় নির্ণয় করা হইয়াছে; একারণ উত্তর কাণ্ডে ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ এবং ব্রহ্মোপাসনা এই দুইটী বিষয় প্রতি-পন্ন করা হয়।

দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো নিবৃত্তৌ চ বিভাষিতঃ॥

বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ্ভাষ্যে
শঙ্করাচার্য্যধৃত বচন।

বেদে দুই প্রকার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। (১) প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড, এবং (২) নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ড। এই কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে কর্ম্মকাণ্ড বিনাশী অর্থাৎ অনিত্য ফল দানকরে এবং জ্ঞানকাণ্ড অবিনাশী অর্থাৎ অনন্ত ফলের প্রদাতা। যথা,—ভগবান্ ব্যাস শুকদেবকে কহিয়াছিলেন,—

কর্ম্মবিদ্যাময়াবেতৌ ব্যাখ্যাস্যামি ক্ষরাক্ষরৌ।

ম. ভা. মো. ধ. ৬৭।৩।

নশ্বর কর্ম্ম এবং অবিনশ্বর জ্ঞান এই দুইয়ের বিষয় আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি।

ক্ষরাক্ষরৌ নশ্বরানশ্বরৌ মার্গৌ ইতি শেষঃ।

টীকাকার।

জ্ঞান শব্দে শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানকেই বুঝায়।

অনেক প্রকার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, বা অনেক প্রকার ভাষা শিক্ষা করিলেই যে মনুষ্য প্রকৃত জ্ঞানি-পদবাচ্য হইয়া থাকেন, তাহা নহে। তবে ভাষা শিক্ষা বা শাস্ত্র অধ্যয়ন যে প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্তির পরম সহায়, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।* যাহা হউক, মহামান্য আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞান শব্দে যাহা বুঝিতেন, তাহাই এক্ষণে সংক্ষেপে দেখান যাইতেছে।—

সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং
শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্।
সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা
তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম্॥

বি. পু. ৬।৫।৮৭।

যাহাদ্বারা সকল প্রকার দোষ-বিহীন, শুদ্ধ, সকলের শ্রেষ্ঠ ও নির্ব্বিকার পরমেশ্বরকে জানা যায়, দেখা যায় বা লাভ করা যায়, তাহার নাম জ্ঞান। এতদ্ব্যতীত অপর যাহা কিছু তাহা অজ্ঞানপদবাচ্য।

---

* Knowledge is not always a training of man's mind,
For one may know much, and remain very foolish and very weak;
But knowledge of each subject is needful to sound judgment.
Newman's "Theism"—"Object of Teaching," p. 47.

একত্ববুদ্ধিমনসোরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
আত্মনোব্যাপিনস্তাত জ্ঞানমেতদনুত্তমং॥

ম. ভা. মো. ধ. ৬৬। ২।

ব্যাস কহিলেন,—বৎস! বুদ্ধি মনঃ ও ইন্দ্রিয়সমুদায়কে বাহ্যবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাতে লীন করাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান বলিয়া জানিও।

ব্রহ্মবিদ্যাসমা বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাসমা ক্রিয়া।
ব্রহ্মবিদ্যাসমং জ্ঞানং নাস্তি নাস্তি কদাচন॥

মু. মা. ত. ১১ পটল।

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন,—ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিও যে, ব্রহ্মবিদ্যার তুল্য বিদ্যা নাই, ব্রহ্মবিদ্যার তুল্য ক্রিয়া নাই এবং ব্রহ্মবিদ্যার তুল্য জ্ঞান নাই, নাই, নাই।

নিরালম্বোপনিষদে এইরূপ লিখিত আছে,—

কো বিদ্বান্।—বিদ্বান্ কে?

সর্ব্বান্তরস্থং সচ্চিদ্রূপং পরমাত্মানং যো বেত্তি স বিদ্বান্।

সর্ব্বভুতের অন্তরে স্থিত সৎস্বরূপ ও চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে যিনি জানেন তিনিই বিদ্বান্।

ভগবান্ শঙ্করস্বামী বলিয়াছেন,—

বোধোহি কঃ—যস্তু বিমুক্তিহেতুঃ।
জ্ঞাতে তু কস্মিন্ বিদিতং জগৎ স্যাৎ—
সর্ব্বাত্মকে ব্রহ্মণি পূর্ণরূপে॥

ম. র. মা.

জ্ঞান কি?—যাহা মুক্তিলাভের কারণ।

কি জানিলে জগতের সমস্ত জানা হয়?—

সর্ব্বভুতান্তরাত্মা পূর্ণ পুরুষ ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই জগতের সমস্ত জানা হয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥
জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥

গী. ১৩। ১১—১২।

অধ্যাত্মজ্ঞান অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞানেতে নিষ্ঠা এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য যে মোক্ষ তাহারই যে আলোচনা তাহাকে প্রকৃত জ্ঞান শব্দে কহাযায়; এবং ইহারই যে অন্যথা তাহাই অজ্ঞানপদবাচ্য। ১১।

তিনিই সেই জ্ঞেয়বস্তু যাঁহাকে জানিলে মনুষ্যগণ অমৃত লাভকরে; তাঁহার বিষয় আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর; তিনি অনাদি, এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বলিয়া অসৎ, অথচ আছেন বলিয়া সৎ নামে উক্ত হইয়া থাকেন। ১২।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—

অনাদ্যন্তাবভাসাত্মা পরমাত্মেহ বিদ্যতে।
ইত্যেব নিশ্চয়ঃ স্ফারঃ সম্যক্ জ্ঞানংবিদুর্বুধাঃ॥

যো. বা. উপ. প্রকরণ।

পরমাত্মা এই জগতের প্রত্যেক স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এবং এই জগৎ পরমার্থতঃ তাঁহার শক্তির প্রতিবিম্ব স্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে, এইরূপ যে সুস্পষ্ট নিশ্চয়, তাহাকেই পণ্ডিতেরা সম্যক্ জ্ঞান বলিয়া জানেন।

এই জ্ঞান পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে দুইপ্রকার। পরোক্ষজ্ঞান অপরোক্ষজ্ঞান অপেক্ষা যদিও অনেক নিকৃষ্ট এবং সাধনাদিবিহীন, তথাচ তাহাকেও শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান শব্দে বলা হইয়াছে। যথা,——

শাস্ত্রোক্তেনৈব মার্গেণ সচ্চিদানন্দনির্ণয়াৎ।
পরোক্ষমপি তজ্জ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং ন তু ভ্রমঃ॥

প. দ. ৯।১৯।

(সাধনাদি ব্যতীত) কেবল মাত্র শাস্ত্রোক্তবচনপ্রমাণের দ্বারা সচ্চিদানন্দ স্বরূপের যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা পরোক্ষজ্ঞান হইলেও তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া স্বীকৃত হয়। উহা ভ্রমজ্ঞান নহে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সাত্ত্বিক, রাজসিক, এবং তামসিক ভেদে তিন প্রকার জ্ঞানের কথা বলিয়াছিলেন; যথা,—

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং॥

গী. ১৮। ২০।

যিনি পৃথক্ পৃথক্ রূপে অবস্থিত পরস্পর বিভক্ত পদার্থ সকলের মধ্যেও অবিভক্ত রূপে অবস্থিত এক পরমাত্মার অব্যয়ভাব নিরীক্ষণ করেন, তাঁহার সেই জ্ঞানকে তুমি সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিও।

পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং॥

গী. ১৮। ২১।

যিনি এই পৃথিবীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নানাভাবের পদার্থ সকলে পরমাত্মাকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে নানাভাবে জানেন, তাঁহার সেই জ্ঞানকে রাজসিক জ্ঞান কহা যায়।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকং।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতং॥

গী. ১৮। ২২।

হে অর্জ্জুন! আর প্রতিমা প্রভৃতি এক একটী মাত্র পদার্থেই পরমেশ্বর সম্পূর্ণ রূপে আছেন, অতএব ইনিই পরমেশ্বর, এইরূপ নিশ্চয়-যুক্ত অথচ অবাস্তবিক এবং অযৌক্তিক ও সঙ্কীর্ণ যে জ্ঞান তাহারই নাম তামসজ্ঞান।

জ্ঞানের বিপরীত যে অজ্ঞান বা অবিদ্যা তাহার অর্থ পাতঞ্জলদর্শনে এইরূপ লিখিত আছে; যথা,—

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতি-
রবিদ্যা।

পা. দ. সাধনপাদ, ৫ম সূত্র।

অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্ম পদার্থের উপর যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মরূপ জ্ঞান হওয়ার নাম অবিদ্যা।—অর্থাৎ যে বস্তুর যাহা প্রকৃত স্বরূপ নহে তাহাতে তদ্বোধক জ্ঞান হওয়ার নামই অবিদ্যা।

এই সূত্রের টীকায় ভগবান্ বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন যে, অনিত্য দেবতাগণকে নিত্য জ্ঞান করাও অবিদ্যার কার্য্য।

কর্ম্মকাণ্ড কাহাদের জন্য ?

কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান কেবল অজ্ঞানাবস্থার লোকদিগের জন্য; যথা,—

ভগবান্ ব্যাস শুকদেবকে কহিয়াছিলেন ;—

কর্ম্মত্বেকে প্রশংসন্তি স্বল্পবুদ্ধিরতানরাঃ।

ম. ভা. মো. ধ. ৬৭। ৯।

বৎস! অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরাই কেবল কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকে।

যে তু বুদ্ধিং পরাং প্রাপ্তা ধর্ম্মনৈপুণ্যদর্শিনঃ।
ন তে কর্ম্ম প্রশংসন্তি কূপং নদ্যাং পিবন্নিব॥

ম. ভা. মো. ধ. ৬৭।১০।

নদীজলপায়ী ব্যক্তি যেমন কূপের সমাদর করে না, সেইরূপ যাঁহারা উৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ করিয়া সুনিপুণরূপে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে সক্ষম হন, তাঁহারা কদাচ কর্ম্মের প্রশংসা করেন না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

অনন্তং কর্ম্ম শৌচঞ্চ তপোযজ্ঞস্তথৈবচ।
তীর্থযাত্রাদিগমনং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি॥

উ.গী. ২। ৩৮।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! যে পর্য্যন্ত মনুষ্যেরা তত্ত্ব জানিতে না পারে, সেই পর্য্যন্তই তাহারা অনন্ত কর্ম্মকাণ্ডের এবং শৌচ, তপ, যজ্ঞ ও তীর্থ যাত্রাদি বিষয়ের অনুষ্ঠান করে।

ভগবান্ শিব পার্ব্বতীকে কহিয়াছিলেন,—

অজ্ঞানঞ্চ ক্রিয়ামূলং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি।
তত্ত্বে সমুদ্গতে কিঞ্চিৎ ক্রিয়ায়াং নাস্তি বাসনা॥

নিগমকল্পদ্রুম, ২য় পটল।

হে পার্ব্বতি! অজ্ঞানই ক্রিয়ার মূল। মনুষ্যগণ যে পর্য্যন্ত তত্ত্ব অবগত হইতে না পারে, সেই পর্য্যন্তই তাহারা ঐ সকল অজ্ঞানসম্ভূত কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত থাকে। তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে, আর তাহারা ক্রিয়া অনুষ্ঠানের বাসনা করে না।

স্বস্ববর্ণাশ্রমাচারনিরতাঃ সর্ব্বমানবাঃ।
ন জানন্তি পরং তত্ত্বং বৃথা নশ্যন্তি পার্ব্বতি॥

কু.° ত. ৫।১।৭১।

হে পার্ব্বতি! অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্ন মনুষ্যসকল ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া কেবল নিজ নিজ বর্ণাশ্রমাচারে রত থাকিয়া বৃথা নষ্ট হইতেছে; অর্থাৎ ধর্ম্মজীবনসম্বন্ধে মৃততুল্য থাকিয়া তাহারা বৃথা ক্লেশভোগ করিতেছে।

কর্ম্মকাণ্ডস্য মাহাত্ম্যং বুদ্ধ্বা যোগী ত্যজেৎ সুধীঃ
পুণ্যপাপদ্বয়ং ত্যক্ত্বা জ্ঞানকাণ্ডে প্রবর্ত্ততে॥

শি. স. ১। ৩২।

যোগী এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরা কর্ম্মকাণ্ডের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া উহাকে পরিত্যাগ করেন, এবং পাপ পুণ্য উভয় ত্যাগ করিয়া জ্ঞান-কাণ্ডে প্রবৃত্ত হন।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥

মনু। ১২। ৯২।

উত্তম দ্বিজ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকথিত যাবদীয় কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র আত্মজ্ঞানলাভ, ইন্দ্রিয়সংযমন এবং বেদাভ্যাসে যত্নবান্ হন।

কর্ম্মণা ত্বধমঃ প্রোক্তঃ প্রসাদঃ শ্রবণাদিভিঃ।
মধ্যমো জ্ঞানসম্পত্ত্যা প্রসাদস্তূত্তমোত্তমঃ॥

পু. প্র. দ. ১। ১। ১। ভাষ্যে ধৃত নারদীয় বচন।

কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানদ্বারা বিষ্ণুর (অর্থাৎ ঈশ্বরের) অধম অর্থাৎ সামান্য প্রসাদ লাভ হয়; শ্রবণমননিদিধ্যাসনাদি জ্ঞানসাধনের দ্বারা তাঁহার মধ্যম প্রসাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়; আর জ্ঞানসম্পত্তি লাভ হইলে, তাহাদ্বারা তাঁহার সর্ব্বোত্তম প্রসাদ সম্ভোগকরা ঘটে।

কর্ম্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য কি?

কর্ম্মকাণ্ডসমূহের একমাত্র উদ্দেশ্য কেবল চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানহীন সাধারণ মনুষ্যগণকে ক্রমশঃ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভের জন্য উপযুক্ত করা। যথা,—

শ্রুতিস্তমেব বেদার্থবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি ব্রহ্মচর্য্যেণ দানেন শ্রদ্ধয়া যজ্ঞেনানশনেন চেতি তমাত্মসাক্ষাৎকারং।

(মলমাসতত্ত্বে মুমুক্ষু কৃত্য নামক প্রস্তাবে শ্রীরঘুনন্দন স্মার্ত্তধৃতবচন।)

বেদে কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণগণের বেদার্থবিচার, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, দান, যজ্ঞ, অনশন প্রভৃতি কর্ম্মসকলের একমাত্র উদ্দেশ্য কেবল সেই পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা।

আর কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান জন্য স্বর্গাদি ফললাভের কথা যে শাস্ত্রে লিখিত আছে, সে কেবল অজ্ঞান মনুষ্যগণের ধর্ম্মপথে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিবার নিমিত্ত প্রলোভন মাত্র। যথা,—

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতুমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥

(মলমাসতত্ত্বে মুমুক্ষুকৃত্য নামক প্রস্তাবে স্মার্ত্তধৃত একাদশ স্কন্ধের বচন।)

বেদোক্ত কার্য্য যাহা করিবে তাহা অনাসক্তচিত্তে সম্পন্ন করিয়া তাহার ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিবে। এই রূপ নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া মনুষ্য কর্ম্মহইতে বিরত হইতে পারিলে, তবে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নতুবা স্বর্গসুখাদি নানা প্রকার ফলশ্রুতির কথা শাস্ত্রে যাহা বর্ণিত আছে তাহা অজ্ঞান লোকদিগের ধর্ম্মবিষয়ে আসক্তি উৎপাদনের নিমিত্ত প্ররোচনা মাত্র।

"যথা ভৈষজ্যে ঔষধে রুচ্যুৎপাদনং।"

র. ন.

পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ডলড্ডুকান্।
পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি তিক্তমপ্যতিবালকঃ॥

স্মার্ত্তধৃতবচন।

বিজ্ঞ পিতা যেপ্রকার বালক পুত্রকে নিম্বাদি তিক্ত ঔষধ সেবন করাইবার পূর্ব্বে মোদকাদির প্রলোভন দেখাইয়া, তাহাকে তদ্‌বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন, বেদাদি শাস্ত্রসকলও সেইরূপ বহুবিধ কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলের উল্লেখ করিয়া ধর্ম্ম ও মুক্তিবিষয়ে অজ্ঞান মনুষ্যগণের রুচি উৎপাদন করেন মাত্র।

অত্র তিক্তনিম্বাদিপানস্য ন খলু খণ্ডাদিলাভএব প্রয়োজনং, কিন্ত্বারোগ্যং। তথা বেদোঽপ্যবান্তরফলৈঃ প্রলোভয়ন্ মোক্ষায়ৈব কর্ম্মাণি বিধত্তে।

র. ন.

এস্থলে লড্ডুক যেমন তিক্ত ঔষধ সেবনের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু আরোগ্য লাভই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন, বেদাদি শাস্ত্র সকলও সেইরূপ জ্ঞানহীন সাধারণ মনুষ্যগণকে স্বর্গাদি লাভের বা জন্মান্তরে অধিকতর ধনপুত্রাদি লাভের প্রলোভন দেখাইয়া, ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে মুক্তির পথে আকর্ষণ করিবার নিমিত্তই কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ভগবান্ মহেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাদি বহুবিধ কর্ম্মের ব্যবস্থা লিখিয়া তৎপরেই বলিয়াছেন, যে,—

অতো বহুবিধং কর্ম্ম কথিতং সাধনান্বিতং।
প্রবৃত্তয়েঽল্পবোধানাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে॥

ম. নি. তন্ত্র, ১৪।১০৬।

এই যে সাধনযুক্ত বহুপ্রকার কর্ম্মের কথা বলা হইল, এসমস্ত কেবল অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণকে দুশ্চেষ্টাসকল হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্ম্মপথে তাহাদিগের রুচি বা প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিবার নিমিত্ত।

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

অতঃ কর্ম্মবিধানানি প্রোক্তানি চিত্তশুদ্ধয়ে।
নাম রূপং বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং ময়া॥

ম. নি. ত. ৮।২৮৬।

জ্ঞানপ্রাপ্তির পূর্ব্বে মনুষ্যগণের চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তই আমি কেবল কর্ম্মকাণ্ডের নিয়মসকলের বিষয় বলিয়াছি এবং কেবল সেই উদ্দেশেই বহুবিধ নাম ও রূপের (অর্থাৎ দেবমূর্ত্তি সকলের) কল্পনা করিয়াছি।

ভগবান্ শঙ্করস্বামী বলিয়াছেন,—

চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম নতু বস্তূপলব্ধয়ে।
বস্তুসিদ্ধির্ব্বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মকোটিভিঃ ॥

বি. চূ. ১১।

কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করা হয় মাত্র, কিন্তু বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা হয় না। বস্তুসিদ্ধি কেবল বিচার অর্থাৎ জ্ঞানালোচনাদ্বারাই হয়, কোটি কোটি কর্ম্মের দ্বারাও হয় না।

শ্রীমান্ সদানন্দ যোগীন্দ্র বিরচিত বেদান্তসার নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

"এতেষাং নিত্যাদীনাং বুদ্ধিশুদ্ধিঃ পরং প্রয়োজনং।

বে. সা.

বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করাই কেবল নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মকাণ্ডের মুখ্য উদ্দেশ্য।

অয়মেব ক্রিয়াযোগো জ্ঞানযোগস্য সাধকঃ।
কর্ম্মযোগং বিনা জ্ঞানং কস্যচিন্নৈব দৃশ্যতে ॥ *

স্মার্ত্তধৃতবচন।

এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগেরই সাধক। কর্ম্মযোগব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির জ্ঞান জন্মিয়াছে, এরূপ দেখাযায় না।

বেদান্তে উক্ত হইয়াছে যে, বর্ণাশ্রমাচারবিহীন ব্যক্তিগণেরও তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

---

* সোঽপি দুরিতক্ষয়দ্বারা ন সাক্ষাৎ।

র. ন.

কর্ম্মদ্বারা যে আপনাহইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়, তাহা নহে; তবে কর্ম্মদ্বারা দুরিতক্ষয় অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধ হইলে, মনুষ্য জ্ঞান-প্রাপ্তির উপযুক্ত হয় মাত্র।

"অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ"

বে. সূ. ৩। ৪। ৩৬।

অন্তরা অর্থাৎ আশ্রমের ক্রিয়া বিনাও জ্ঞান জন্মে, এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

রৈক বাচক্নবী প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচারবিহীন ব্যক্তিগণেরও জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছিল, এরূপ নিদর্শন বেদে আছে।

অপি চ স্মর্য্যতে।

বে. সূ. ৩। ৪। ৩৭।

স্মৃতিতেও আশ্রমধর্ম্মবিনা জ্ঞান জন্মে এরূপ নিদর্শন আছে।

নাস্ত্যনাশ্রমিণো জ্ঞানমস্তি বা নৈব বিদ্যতে।
ধীশুদ্ধ্যর্থাশ্রমিত্বস্য জ্ঞানহেতোরভাবতঃ॥
অস্ত্যেব সর্ব্বসম্বন্ধি জপাদেশ্চিত্ত শুদ্ধিতঃ।
শ্রুতা হি বিদ্যা রৈক্বাদেরাশ্রমে ত্বতিশুদ্ধতা॥

বে. সা. অ. ৩। ৪৯ অধিকরণ।

অনাশ্রমী ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব হয় কি না? এই কথায় পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন যে, চিত্তশুদ্ধিজনক আশ্রমকর্ম্মের অভাবহেতু জ্ঞান সম্ভব হয় না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, আশ্রমনিরপেক্ষ জপাদি কর্ম্মের চিত্তশুদ্ধিজনকত্বহেতু রৈক-গার্গ্যাদির ন্যায় অনাশ্রমী অর্থাৎ আশ্রমকর্ম্মাদিরহিত ব্যক্তিগণেরও জ্ঞান সম্ভব হয়। তবে যে শাস্ত্রে আশ্রমধর্ম্মের উল্লেখ আছে, তাহাদ্বারা অতিশুদ্ধিতা লাভ হয়।

তস্মাদনাশ্রমিণোঽপি সম্ভবত্যেব জ্ঞানং।

টীকাকার।

বেদান্ত দর্শনের ১ম অধ্যায়ের ১ম পাদের ১ম সূত্রের ভাষ্যে দেখা যায় যে, ভগবান্ শঙ্করস্বামী ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের অনন্তর যে মনুষ্যের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, নতুবা হয় না, এরূপ বলেন নাই।

বেদান্ত দর্শনের প্রথম সূত্র এই যে,—

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

বে. সূ. ১। ১। ১।

এই সূত্রটীর মধ্যে অথ, অতঃ এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, এই তিনটী বাক্য আছে।

অথ শব্দে এখানে অনন্তর।

অতঃ শব্দে হেতু, অর্থাৎ যে হেতু বেদে কথিত আছে যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাব্যতিরেকে পরার্থ লাভ হয় না, সেই হেতু।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা শব্দে ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা।

যাহা হউক, এক্ষণে অথ শব্দে যে অনন্তর, তাহা কিসের অনন্তর? বেদাধ্যয়ন বা কর্ম্মকাণ্ডের অনন্তর যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নহে, তাহা তিনি এইরূপে বলিয়াছেন যথা,—

স্বাধ্যায়নন্তর্য্যন্তু সমানং। নন্বিহ কর্ম্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষঃ, ন।

শা. ভা. ১।১।১।

স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠের অনন্তর যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় নতুবা যে হয় না তাহা নহে। এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন, যে কর্ম্মকাণ্ডের অববোধানন্তর কি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়?—উত্তরে বলিতেছেন যে না তাহাও নহে। কারণ, দেখাযায় যে কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানাদির পূর্ব্বেও বেদান্ত-অধ্যায়ী ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। যথা,—

ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসো-পপত্তেঃ।

শা. ভা. ১।১।১।

ধর্ম্মজিজ্ঞাসার* পূর্ব্বেও বেদান্তাধ্যায়ী ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়।

---

* শঙ্করাচার্য্য এবং জৈমিনি প্রভৃতির মতে ধর্ম্মজিজ্ঞাসাশব্দে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড বুঝায়।

ধর্ম্মজিজ্ঞাসাই যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্পূর্ণ কারণ নহে তাহা বুঝাইবার জন্য শঙ্কর আরও অনেক কথার অবতারণা করিয়াছেন; সে সমস্ত বিষয়ের বাহুল্য রূপে বর্ণনা করিবার এখানে ততদুর আবশ্যকতা নাই এজন্য ছাড়িয়া দিলাম।

জ্ঞান যোগ এবং কর্ম্মযোগের অধিকারী নিরূপণ।

বেত্তু যোগী নিজানন্দং মূঢ়স্যাত্রাস্তি কা গতিঃ ॥ ১ ॥
তর্হি ব্রূহি স মূঢ়ঃ কিং জিজ্ঞাসুর্ব্বা পরাঙ্মুখঃ ॥ ৩ ॥
উপাস্তিং কর্ম্ম বা ব্রূয়াদ্বিমুখায় যথোচিতং।
মন্দপ্রজ্ঞস্তু জিজ্ঞাসুমাত্মানন্দেন বোধয়েৎ ॥ ৪ ॥

প. দ. আত্মানন্দ ১-৪।

যোগীরা আত্মানন্দ উপভোগ করিবেন, কিন্তু মুর্খদিগের কিরূপ গতি হইবে? তাহারই এক্ষণে বিচার করিতেছেন।

ভগবান্ জৈমিনি যে কর্ম্মকাণ্ড বেদের মীমাংসা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহার সেই মীমাংসা (অর্থাৎ পূর্ব্ব-মীমাংসা) দর্শনের ১ম সূত্রই এই যে"অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা"এখানে অথ শব্দের অর্থ বেদাধ্যয়নানন্তর। ধর্ম্মজিজ্ঞানা অর্থে বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রাপ্তির ইচ্ছা। যদিও শঙ্কর এবং জৈমিনি ধর্ম্ম শব্দে কেবল কর্ম্মকেই লক্ষ্য করিয়াছেন কিন্তু বৈশেষিকদর্শনপ্রণেতা মহর্ষি কণাদ ধর্ম্মশব্দে জ্ঞান এবং কর্ম্ম উভয়কেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কণাদ দর্শন ১ম অধ্যায়, ১ আহ্নিক, ১ম, ২য়, ও ৩য় সূত্র দেখ।

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বল দেখি সে মূঢ় কি ধর্ম্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসু? অথবা জিজ্ঞাসায় পরাঙ্মুখ?

যদি সেই মূঢ় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা বিষয়ে পরাঙ্মুখ হয় তবে তাহাকে তথাবিধ উপাসনা বা কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ করিবে। আর যদি সে ব্যক্তি মূর্খ এবং জড়বুদ্ধি হইয়াও জিজ্ঞাসু হয়, তবে তাহাকে আত্মানন্দবিচাররূপ ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিবে।

নিবৃত্তং কর্ম্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ।
জিজ্ঞাসায়াং সংপ্রবৃত্তো নাদ্রিয়েৎ কর্ম্মচোদনাং॥

ভা· ১১।১০।৪।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মৎপরায়ণ হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, এবং কাম্য কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইয়া থাক তাহা হইলে শাস্ত্রীয় কর্ম্মবিধিতে যাহাই বলুক না কেন, তুমি আর কর্ম্মের আদর করিও না।

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগোন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাং॥

ভা· ১১।২০।৭।

যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে দুঃখবুদ্ধি করেন, এবং কর্ম্মকাণ্ডের ফলেরও প্রত্যাশী না হয়েন তাঁহাদিগের পক্ষে জ্ঞানযোগই ব্যবস্থা। আর যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের ফলকামী এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে আনন্দিত হন, তাঁহাদিগের পক্ষে কর্ম্মযোগই ব্যবস্থা।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

ভা· ১১।২০।৯।

সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিবে যেপর্য্যন্ত তাহাতে দুঃখ-বুদ্ধি অর্থাৎ বিরক্তি না জন্মে, অথবা যেপর্য্যন্ত আমার কথা শ্রবণ-মননাদিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ প্রবৃত্তি না হয়।

ভগবান্ ব্যাস শুকদেবকে কহিয়াছিলেন,—

এবং হ্যেতেন মার্গেণ যুঞ্জানোহ্যেকমন্ততঃ।
অপি জিজ্ঞাসমানোহি শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥

ম. ভা. মো. ধ. ৬২। ৮।

যোগযুক্ত হইয়া একমাত্র পরব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া দূরে থাকুক, জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হইলেও স্বকর্ম্মত্যাগজনিত দোষে আর লিপ্ত হইতে হয় না।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে যাহারা কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, অথচ তাহাতে অনভ্যাসবশতঃ এবং বিষয়বৈরাগ্যের অভাবপ্রযুক্ত তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না, তাহাদিগের কিরূপ গতি হইয়া থাকে? তাহারা কি কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হয় না?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তেহ্যবশোহপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥

গী. ৬।৪০, ৪৪।

হে পার্থ, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে পাতিত্য এবং পরলোকেও নরকভোগ নাই। যেহেতু শুভকর্ম্মকারীর কখন কোন দুর্গতি হয় না। ৪০।

যাঁহারা যোগে প্রবৃত্ত হইয়া দোষবশতঃ তাহা হইতে ভ্রষ্ট হন, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মের উপার্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞানের সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া অভ্যাসবশতঃ পরজন্মে আবার মোক্ষের প্রতি অধিকতর যত্ন আরম্ভ করেন। আর যাঁহারা যোগ কি তাহা না জানিয়াও কেবল জিজ্ঞাসু হন অর্থাৎ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ

বেদকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডে আর তাঁহাদের অধিকার থাকে না। ৪৪।

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥
ভা. ১১। ২১। ২।

নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহাকেই গুণ বলা হইয়াছে; আর ইহার বিপরীত হওয়াকেই দোষ কহা যায়, এইমাত্র শাস্ত্রের নির্ণয় জানিবে।

অতএব কর্ম্মকাণ্ডের অধিকারী অজ্ঞব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগকরত ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করা যে প্রকার দোষাবহ, জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে অজ্ঞের অনুষ্ঠিত কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে বাস করাও সেইরূপ দোষাবহ।

সাধারণতঃ বর্ত্তমান সময়ের মনুষ্যগণ বিষয়াসক্ত ও দুর্ব্বলচিত্ত, এজন্য পরব্রহ্মের উপাসনা বর্ত্তমান সময়ের লোকদিগের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চাস্বরূপ, এইরূপ আপত্তি আজিকালি অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভগবান্ শিব বর্ত্তমান সময়ের সেই সমস্ত চঞ্চলমতি ও দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিদিগের উদ্ধারের জন্যই পরব্রহ্মের উপাসনা বিশেষ করিয়া ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

কলৌ পাপযুগে ঘোরে তপোহীনেঽতিদুস্তরে।
নিস্তারবীজমেতাবৎ ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনম্॥
সাধনানি বহূক্তানি নানা তন্ত্রাগমাদিষু।
কলৌ দুর্ব্বলজীবানামসাধ্যানি মহেশ্বরি॥
অল্পায়ুষঃ স্বল্পবৃত্তা অন্নাধীনাসবঃ প্রিয়ে।
লুব্ধা ধনার্জ্জনে ব্যগ্রাঃ সদা চঞ্চলমানসাঃ॥
সমাধাবস্থিরধিয়ো যোগক্লেশাসহিষ্ণবঃ।
তেষাং হিতায় মোক্ষায় ব্রহ্মমার্গোঽয়মীরিতঃ॥

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
ব্রহ্মদীক্ষাং বিনা দেবি কৈবল্যায় সুখায় চ ॥

ম. নি. ত. ৩। ১২২—১২৬।

অতি দুস্তর, তপস্যাদিবিহীন, ঘোর পাপযুগ কলিতে ব্রহ্মমন্ত্রের সাধনই একমাত্র নিস্তারের বীজস্বরূপ। ১২২।

হে মহেশ্বরি! আমি নানা তন্ত্র ও আগমাদিতে যে বহুপ্রকার সাধনের কথা বলিয়াছি, কলির দুর্ব্বল জীবদিগের পক্ষে সে সমস্ত অসাধ্য। ১২৩।

হে প্রিয়ে! কলিতে মনুষ্যগণ অল্পায়ু, স্বল্পরত্ত, অন্নগত প্রাণ, লোভী, অর্থোপার্জ্জনে ব্যগ্র ও সর্ব্বদা চঞ্চলমতি হইবে। ১২৪।

সমাধিতে তাহাদের বুদ্ধি স্থির থাকিবেনা, যোগক্লেশও তাহারা সহ্য করিতে পারিবে না; সুতরাং তাহাদিগের হিতের নিমিত্ত ও মোক্ষের নিমিত্ত এই ব্রহ্মমার্গ নিরূপিত হইয়াছে। ১২৫।

হে দেবি! আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি, কলিতে ব্রহ্ম-দীক্ষাব্যতিরেকে কৈবল্য সুখ অর্থাৎ মুক্তিলাভের দ্বিতীয় উপায় নাই, নাই, নাই *। ১২৬।

---

* যদিও ভগবান্ শিব দুর্ব্বল অধিকারী ব্যক্তিদিগের জন্য তন্ত্র বিশেষে লিখিয়াছেন,—

"কলৌ কালী কলৌ কালী নান্যদেব কলৌ যুগে ॥"

পৃ. ত. ২য় পটল।

কালীই কেবলী কলিযুগের দেবতা, কলিযুগে কেবল কালী; অন্যান্য দেবতা কলিযুগে নাই।

কিন্তু এই কালীর উপাসনায় যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তিলাভ হইবে না; উহাদ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পাইয়া তবে যে মুক্তি হইবে ইহা তিনি স্পষ্টরূপে কহিয়া গিয়াছেন। যথা,—

শাস্ত্রমাত্রেই একবাক্যে কি জানিতে বা কি করিতে বলেন ?

অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চবিঘ্নাঃ ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্ ॥ ১ ।

উত্তরগীতা—৩ । ১ ।

শাস্ত্র অসংখ্য, জানিবার বিষয়ও অনেক, কিন্তু আমাদিগের জীবিতকাল অতি অল্প এবং তাহাও বহুবিঘ্নসঙ্কুল; অতএব হংসগণ যে প্রকার জলভাগ পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধভাগ গ্রহণ করে, মনুষ্যগণেরও সেইরূপ একমাত্র কেবল সারপদার্থের উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞেয়োঽক্ষরসন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপিচঞ্চলম্ ।
বিহায় সর্ব্বশাস্ত্রাণি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাম্ ॥

উ. গী. ৩ । ৪ ।

শ্রীআদ্যা কালিকা মন্ত্রাঃ সিদ্ধমন্ত্রাঃ সুসিদ্ধিদাঃ ।
সদা সর্ব্বযুগে দেবি কলিকালে বিশেষতঃ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্নোতি শ্রীমদাদ্যা প্রসাদতঃ ।
ব্রহ্মজ্ঞানযুতো মর্ত্ত্যো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥

ম. নি. ত. ৭ম উল্লাস ।

শ্রীআদ্যা কালিকা মন্ত্র সর্ব্বযুগে সর্ব্ব সময়ে বিশেষতঃ কলিকালে সিদ্ধমন্ত্রস্বরূপ হয়, এবং ইহাতে সাধককে উত্তম সিদ্ধি দান করে। এই আদ্যাকালিকা মন্ত্রের প্রসাদে সাধক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে এবং সেই ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইলে তবে মনুষ্য জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

হে অর্জ্জুন! জীবনকে অতিশয় চঞ্চল জানিয়া সেই অবিনাশী পুরুষকে সত্যবস্তুরূপে অবগত হও এবং সমস্ত শাস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই যে সত্যবস্তু তাঁহারই উপাসনা কর।

আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রমতং তথা॥
যস্মিন্ যাতি সর্ব্বমিদং জাতং ভবতি নিশ্চিতং।
তস্মিন্ পরিশ্রমঃ কার্য্যঃ কিমন্যৎ শাস্ত্রভাষিতং॥

শি. সং. ১।১৮।

সমুদায় শাস্ত্র দর্শন করিয়া এবং পুনঃ পুনঃ উত্তমরূপে তাহার বিচার করিয়া এই মাত্র নিশ্চয় করা হইয়াছে এবং যোগ শাস্ত্রের ও ইহাই মত যে,—

যাঁহাতে সমুদয় পদার্থ গমন করে, এবং যাঁহাতে জম্মে, তাঁহাতেই পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য, শাস্ত্রলিখিত অন্যান্য বিষয় নিষ্প্রয়োজন।

চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরং।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য চৈতন্যন্তুসমাশ্রয়েৎ॥

শি. সং. ১।৪৯।

একমাত্র চৈতন্য-স্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই এই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে অতএব অপর যাহা কিছু সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই চৈতন্য-স্বরূপকেই সম্যক্ প্রকারে আশ্রয় কর।

সংত্যজ্য হৃদ্‌গৃহেশানং দেবমন্যং প্রয়ান্তি যে।
তে রত্নমভিবাঞ্ছন্তি ত্যক্তহস্তস্থকৌস্তুভাঃ॥

যো. বা. উপ প্রকরণ।

অন্তর্যামী হৃদয়গৃহের দেবতাকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য দেবতার অনুগত হয়, সেই ব্যক্তি হস্তস্থিত কৌস্তুভমণি * ত্যাগ করিয়া অন্য রত্ন ইচ্ছা করে।

---

* সমুদ্রমন্থনের সময় ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব প্রভৃতির

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং॥

গী. ১৮। ৬১-৬২।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! পরমেশ্বর প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং তিনিই প্রত্যেক ব্যক্তিকে বা জীবকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় নানা কার্য্যে ব্যাপৃত করেন। হে ভারত। সমস্ত হৃদয়ের সহিত তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর, তাঁহার অনুগ্রহে তুমি উৎকৃষ্ট শান্তিরূপ মুক্তি এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাস্ত বিষ্ণুং পশ্যেদ্ধৃদিস্থিতং॥
অশব্দমরসস্পর্শমরূপং গন্ধবর্জ্জিতং।
নির্দুঃখমসুখং শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥

শ. সং. ৭ম অধ্যায়।

আপনার দেহকে অরণি এবং ওঁকারকে উত্তরারণি করত ধ্যানরূপ মথন ক্রিয়া সম্পাদন করিলে হৃদয়স্থিত বিষ্ণুকে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বিষ্ণুর শব্দ নাই, রস নাই, রূপ নাই, গন্ধ নাই অর্থাৎ তিনি অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মবস্তু, সুখদুঃখের অতীত ও শুদ্ধ স্বরূপ।

ন্যায় কৌস্তুভ মণিও সমুদ্র হইতে উঠিয়াছিল। যথা, সমুদ্র মন্থন-সম্বন্ধে রামচন্দ্রের প্রতি বিশ্বামিত্রের উক্তি,—

উচ্চৈঃশ্রবা হয়শ্রেষ্ঠো মণিরত্নঞ্চ কৌস্তুভম্।
উদতিষ্ঠন্নরশ্রেষ্ঠ তথৈবামৃত মুত্তমম্॥

বা. রা. বালকাণ্ড ৪৫। ৩৯।

হে নরশ্রেষ্ঠ! অনন্তর অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, মণিরত্ন কৌস্তুভ এবং অত্যুত্তম অমৃত উত্থিত হইল।

শুভাশুভপরিত্যক্তঃ সংশান্তাশাবিসূচিকঃ।
নষ্টেষ্টানিষ্টদৃষ্টিস্তং সচ্চিন্মাত্রপরোভব ॥

যো. বা. উপ. প্রকরণ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রামচন্দ্র! শুভ ও অশুভ ত্যাগপূর্ব্বক আশা-ব্যাধির শান্তি কর। এবং ইষ্ট অনিষ্ট দর্শন ত্যাগ করিয়া সত্য স্বরূপ ও চৈতন্য-স্বরূপ পরব্রহ্মপরায়ণ হও।

ন বিস্মরতি সর্ব্বত্র যথা সর্ব্বত্রগোগতিং।
ন বিস্মরতি নিশ্চেত্যং চিন্মাত্রং প্রাজ্ঞধীস্তথা।

যো. বা. উপ. প্রকরণ।

যেমন সর্ব্বগত বায়ু সর্ব্বত্র গমন বিস্মৃত হয় না, সেইরূপ জ্ঞানীর মতি বিষয়রহিত শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্মকে কখন বিস্মৃত হয় না।

দেবমণ্ডলী।

আমাদিগের শাস্ত্রে অনেকসংখ্যক দেবতার নাম ও রূপের উল্লেখ আছে। কিন্তু এ বিষয়ে সকল শাস্ত্রের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায় না। প্রাচীনতম শাস্ত্র সকলের মধ্যে কোথাও তিনটী, কোথাও তেত্রিশটী এবং কোথাও বা ছত্রিশটী মাত্র দেবতাসংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণ * এবং তন্ত্র শাস্ত্রেই দেবতার সংখ্যা

* সাধারণ ব্যক্তিগণ যাহাতে সহজভাবে বেদের স্থূল মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে ভগবান্ ব্যাসদেব সুললিত ভাষায় উপাখ্যানাদির সহিত এক খানি পুরাণ সংহিতা প্রণয়ন করেন, কিন্তু এক্ষণে যে অষ্টাদশ মহাপুরাণ বা উপপুরাণ সকল প্রচলিত আছে ইহার এক খানিও বেদব্যাসের প্রণীত নহে। ব্যাসদেব একখানিমাত্র পুরাণ সংহিতা প্রণয়ন করিয়া তাঁহার সূতজাতীয় শিষ্য লোমহর্ষণকে

অধিক। যাহাহউক কালক্রমে দেবতার সংখ্যা ৩৩ কোটিতে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্যদিগের সহিত দেবতাগণের যে প্রকার চাক্ষুষ সম্বন্ধ কিছু দেখা যায় না, পূর্ব্বকালে সেরূপ ছিল না।* তখন

তাহা শিক্ষা দেন। লোমহর্ষণের নিকট হইতে বেদব্যাসপ্রণীত ঐ আদি মূল পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করিয়া অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, নামক লোমহর্ষণের শিষ্যত্রয় প্রত্যেকে এক এক খানি পুরাণ সংহিতা প্রণয়ন করেন। ঐ তিন খানি পুরাণ সংহিতাই আদি-গুরু ব্যাসপ্রণীত মূল পুরাণ সংহিতা অবলম্বন করিয়া রচিত। এই শেষোক্ত তিন খানির নাম অকৃতব্রণ সংহিতা, সাবর্ণি সংহিতা, ও শাংশপায়ন সংহিতা। এই চারি খানি মূল পুরাণ সংহিতাই এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে যে সমুদায় পুরাণ ও উপপুরাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা ঐ পুরাণ চতুষ্টয়ের অবলম্বনে লিখিত মাত্র। বেদব্যাসের শিষ্য প্রশিষ্যগণ সময়ে সময়ে ঐ সংহিতাচতুষ্টয় অবলম্বন করিয়া নানাবিধ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহারা গুরুভক্তিবশতঃ নিজ নিজ নাম প্রকাশ না করিয়া আদিগুরু ব্যাসদেবের নামেই সমুদায় পুরাণ প্রচার করেন। এক্ষণকার প্রচলিত সকল পুরাণেই বেদব্যাস-প্রণীত মহাপুরাণ সংহিতার পঞ্চলক্ষণই অল্প বা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। বি. পু. ৩। ৬। ১৬—২৬ শ্লোক দেখ।

পরন্তু পুরাণ সমুদায়ের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা এই যে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান সংক্ষিপ্ত ভাবে আছে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান পরিত্যক্ত বা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোন কোন অংশে সমুদায় পুরাণেই আদি পুরাণ সংহিতার শ্লোক অবিকল আছে। এতদ্ব্যতীত কালসহকারে পরবর্ত্তী শাস্ত্রব্যবসায়িগণকর্ত্তৃক অনেক অংশ রূপান্তরিত হইয়াও দাঁড়াইয়াছে। অধিক কি এখনও পর্য্যন্ত অনেক অধ্যাপক আপন আপন মত বজায় বা স্বার্থ সিদ্ধির অভিপ্রায়ে পুঁথির মধ্যে অনেক সংযোগ বিয়োগ করিয়া থাকেন।

ঋষিরা ও রাজারা সর্ব্বদাই স্বর্গে যাতায়াত করিতেন; দেবতারাও মনুষ্যদিগের নিকট সর্ব্বদা আসিতেন, কথা কহিতেন, উপদেশ দিতেন, কন্যাপ্রার্থী হইতেন, কখনও কখনও স্বয়ম্বর স্থলে উপস্থিত থাকিতেন, * অধিক কি মনুষ্যদিগের সহিত উভয় প্রকার বৈবাহিক সম্বন্ধেই তাঁহারা আবদ্ধ হইতেন। ইন্দ্রাদি ক্ষুদ্র দেবতাগণের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদিরও কোন প্রকার ত্রুটি দেখিলে ঋষিরা সামান্য মনুষ্যের ন্যায় তাঁহাদিগকে কথায় কথায় শাপ দিতেন। † ক্ষত্রিয় রাজারাও সময়ে সময়ে স্বর্গে যাইয়া তথাকার সিংহাসন অধিকার করিতেন।

---

* দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় দেবতারা কন্যাপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন। "পার্ব্বতীকে বিবাহ করিবার জন্য প্রথমতঃ ভগবান্ শিব এবং তৎপরে মহর্ষিশ্রেষ্ঠ ভৃগু কন্যাপ্রার্থী হইয়া হিমালয়ের নিকট গমন করেন। হিমাচল অগ্রে রুদ্রদেবকে কন্যা সম্প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এজন্য ভৃগুর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না; ভৃগু হিমালয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাৎ করেন যে, অদ্য হইতে আর তুমি রত্নভাজন হইবে না," ইত্যাদি। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩৪৩ অধ্যায়—অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণের বালকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ সর্গে লিখিত আছে যে, বায়ু এক সময় রাজা কুশনাভের কন্যাগণের পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াও যখন তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলেন, তখন ক্রোধবশতঃ তাহাদিগের দেহ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। পরে ব্রহ্মদত্ত নামক রাজার সহিত এই কন্যাগণের বিবাহ হয়; এবং তাহাদিগের দেহও আরোগ্য হইয়াছিল। শাস্ত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেখা যায়।

† মনু কহিয়াছেন,—

লোকানন্যান্ সৃজেয়ুর্যে লোকপালাংশ্চ কোপিতাঃ।
দেবান্ কুর্য্যুরদেবাংশ্চ কঃ ক্ষিণ্বংস্তান্ সমৃধ্নুয়াৎ॥

মনু ৯। ৩১৫।

দেবতারাও অনেক সময় ক্ষত্রিয় রাজাদিগের বাহুবলের সাহায্য প্রার্থী হইতেন।* ঋষিরা দেবতাগণের পৌরহিত্য কার্য্য করিতেন, শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। এতদ্ব্যতীত, দুই চারি জন দেবতাভিন্ন প্রায় সমস্ত দেবতাগণই আমাদিগের পূর্ব্বপিতামহ মহর্ষি কশ্যপের সন্তানরূপে কথিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বকালের মনুষ্যদিগের সহিত দেবতাদিগের অপর কোনরূপ বিশেষ পার্থক্যভাব দেখাযায় না। পার্থক্যের মধ্যে এই যে মনুষ্যেরা হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে ভারতক্ষেত্রে বাস করিতেন, দেবতারা হিমালয়ের উত্তরপার্শ্বস্থ দেশ বিশেষে অবস্থিতি করিতেন। †

যাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে স্বর্গাদি অন্যান্য লোকসকল সৃষ্টি করিতে পারেন, যাঁহারা লোকপালগণেরও সৃষ্টি করিতে সমর্থ, যাঁহারা দেবতাগণকে কথায় কথায় অদেব করিয়া থাকেন, সেই ব্রাহ্মণদিগকে পীড়া দিয়া কে সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে?

* বোধ হয়, অনেকেই অবগত আছেন যে, শম্বরাসুরের সহিত দেবতাদিগের যখন যুদ্ধ হয়, রাজা দশরথ সেই দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতাপক্ষের সাহায্য করিতে গিয়া আহত হওয়ায় কৈকেয়ী তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন; এবং সেই সময় হইতেই রাজা দশরথ তাঁহাকে দুইটী বর দিতে প্রতিশ্রুত থাকেন। বা. রা. অযোধ্যাকাণ্ড, নবম সর্গ দেখ।

† মহাত্মা পাণ্ডু যৎকালে অরণ্যে অবস্থিতি করেন, সেইসময় একদিন অমাবস্যা তিথিতে ঋষিগণকে কোন স্থানে যাইতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনারা কোথায় যাইবেন?" ঋষিরা কহিলেন,— "অদ্য ব্রহ্মলোকে সমস্ত দেবতা, পিতৃ, ও ঋষিগণ একত্রিত হইবেন; আমরা সেই উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়া আসিতে যাইতেছি।" পাণ্ডু সেই কথা শুনিয়া স্ত্রীগণের সহিত শতশৃঙ্গ পার হইয়া উত্তরদিকৃস্থ সেই ব্রহ্মলোকে যাইবার জন্য হঠাৎ উত্থিত হইলেন। ঋষিরা পাণ্ডুকে কহিলেন,—"আপনি কি স্ত্রীগণকে লইয়া তথায় যাইতে পারিবেন? ক্রমাগত উত্তরমুখে অনেক দূর চলিতে হইবে; অনেক পর্ব্বত পার হইতে হইবে; কত দুর্গ, পর্ব্বত, দেশ অতিক্রম করিতে হইবে;

ভারতবাসিগণ তাঁহাদিগকে বিশেষ সম্মান করিতেন এবং আপনাদিগের যজ্ঞের নির্দ্দিষ্টভাগ তাঁহাদিগকে অর্পণ করিতেন। দেবতারাও আবার আপনারা মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। মনুষ্যদিগের

পথসকল অসম বা বন্ধুর; সেখানে সর্ব্বদা হিম ঋতু প্রবল; মৃগপক্ষীরা পর্য্যন্ত সেখানে যাইতে পারে না। বিশেষতঃ রাজকন্যাদ্বয় সেখানে কিরূপে যাইবেন? রাজন্! আপনি যাইবেন না।" যথা,—

সম্প্রয়াতানৃষীন্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডুর্বচনমব্রবীৎ।
ভবন্তঃ ক্ব গমিষ্যন্তি ব্রূত মে বদতাং বরাঃ॥ ৬॥

ঋষয় ঊচুঃ।

সমবায়ো মহানদ্য ব্রহ্মলোকে মহাত্মনাম্।
দেবানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
বয়ং তত্র গমিষ্যামো দ্রষ্টুকামাঃ স্বয়ম্ভুবম্॥ ৭॥
পাণ্ডুরুত্থায় সহসা গন্তুকামো মহর্ষিভিঃ।
স্বর্গপারং তিতীর্ষুঃ স শতশৃঙ্গাদুদঙ্মুখঃ।
প্রতস্থে সহ পত্নীভ্যামব্রুবংস্তঞ্চ তাপসাঃ॥ ৮॥
উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তঃ শৈলরাজমুদঙ্মুখাঃ।
দৃষ্টবন্তো গিরৌ রম্যে দুর্গান্ দেশান্ বহূন্ বয়ম্॥ ৯॥
বিমানশতসম্বাধাং গীতস্বরনিনাদিতাম্।
আক্রীড়ভূমিং দেবানাং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং তথা॥ ১০॥
উদ্যানানি কুবেরস্য সমানি বিষমাণি চ।
মহানদীনিতম্বাংশ্চ গহনান্ গিরিগহ্বরান্॥ ১১॥
সন্তি নিত্যহিমা দেশা নির্ব্বৃক্ষমৃগপক্ষিণঃ।
সন্তি ক্বচিন্মহাদর্য্যো দুর্গাঃ কেচিদ্দুরাসদাঃ॥ ১২॥
নাতিক্রমেত পক্ষী যান্ কুত এবেতরে মৃগাঃ।
বায়ুরেকো হি যাত্যত্র সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ॥ ১৩॥
গচ্ছন্ত্যৌ শৈলরাজেঽস্মিন্ রাজপুত্র্যৌ কথং ত্বিমে।
ন সীদেতামদুঃখার্হে মাগমো ভরতর্ষভ॥ ১৪॥

ম. ভা. আদিপর্ব্ব, সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়, ১২০ অধ্যায়।

মধ্যে অমর অতি অল্প লোকই ছিলেন, কিন্তু দেবতারা সমুদ্র মন্থনের পর সুধা পানকরিয়া সকলেই দীর্ঘজীবন বা কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী পরমায়ু লাভ করিয়াছিলেন, * এজন্য সচরাচর তাঁহাদিগকে অমর শব্দে কহা হইত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা কেহই অমর নহেন; অন্যান্য জীবদিগের ন্যায় তাঁহাদিগকেও শাস্ত্রে বিনাশিরূপে সর্ব্বত্র উল্লেখ করা হইয়াছে; যথা,—পরাশর লিখিয়াছেন,—

শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যেহহং শৃণ্বন্তু ঋষয়স্তথা।
কল্পে কল্পে ক্ষয়োৎপত্তৌ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥

প. সং. ১। ১৯।

ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র আর্য্য জাতির আদিম নিবাসস্থল-নির্ণয় উপলক্ষে এই রূপ লিখিয়াছেন,—

"The Hindus when dwelling in the valley of the Five Waters, pointed to the north as their heaven."

Dr. Rajendra Lala Mitra's
Indo Aryans. Vol. II. p. 437.

"The Greeks point towards the east for the abode of their gods, and so do the Romans ; and this would suggest the idea that they came to Europe from the east, for the nations of antiquity believed themselves to be the descendants of their gods, and consequently it may fairly be taken for granted that the country of their gods was likewise the country of their original ancestors. * * * * the Parsis who are likewise the descendants of the same race, point to the east, * * * *"

Dr. Rajendra Lala Mitra's
Indo Aryans. Vol. II. p. 436—7. *The Primitive Aryans.*

* পূর্ব্বং কৃতযুগে রাম দিতেঃ পুত্রা মহাবলাঃ।
অদিতেশ্চ মহাভাগা বীর্য্যবন্তঃ সুধার্ম্মিকাঃ॥
ততস্তেষাং নরব্যাঘ্র বুদ্ধিরাসীম্মহাত্মনাম্।
অমরাবিজ্বরাশ্চৈব কথং স্যামোনিরাময়াঃ॥
তেষাং চিন্তয়তাং তত্র বুদ্ধিরাসীদ্বিপশ্চিতাম্।
ক্ষীরোদমথনং কৃত্বা রসং প্রাপ্স্যাম তত্র বৈ॥

বা. রা. বালকাণ্ড ৪৫।১৫—১৭।

হে পুত্র! তুমি শ্রবণকর এবং ঋষিগণ আপনারাও শ্রবণ করুন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইঁহাদিগের প্রতি কল্পে কল্পে ক্ষয় অর্থাৎ বিনাশ এবং কল্পে কল্পে উৎপত্তি বা জন্ম হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইঁহারা অবিনাশী বা নিত্য নহেন।

ইন্দ্রাদি দেবতা সকলকে শাস্ত্রে ত্রিদশ শব্দে কহা হইয়া থাকে। কিন্তু ত্রিদশ শব্দের অর্থ মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেব্যাদূত সম্বাদে ৫ম শ্লোকের টীকায় এইরূপ লিখিত আছে; যথা, "ত্রিদশা; তিস্রো জন্ম-যৌবনবিনাশলক্ষণা দশা যেষাং," ইতি। জন্ম যৌবন ও বিনাশরূপ দশা ত্রয় বিশিষ্ট যাঁহারা তাঁহারা ত্রিদশ। 92273

কাল ভৃগুকে তৎপ্রতি শাপপ্রদানে উদ্যত দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—

সংসারাবলয়ো গ্রস্তা বিশীর্ণা রুদ্রকোটয়ঃ।
ভুক্তানি বিষ্ণুবৃন্দানি ক্ব ন শক্তা বয়ং মুনে॥

যো. বা. স্থিতি প্রকরণ।

হে মুনে! আমি সংসার সমূহ গ্রাস করিয়াছি, কোটি কোটি রুদ্রকে নষ্ট করিয়াছি, দল দল বিষ্ণু খাইয়াছি * কাহাকে নাশ করিতে আমরা অশক্ত?

বিশ্বামিত্র কহিলেন,—হে রামচন্দ্র! পূর্ব্বে সত্যযুগে দিতি ও অদিতির মহাবল, মহাভাগ, মহাবীর্য্য, মহানুভব ও সুধার্ম্মিক পুত্রগণ একত্র হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কিসে, কি উপায়ে আমরা অজর, অমর ও অরোগ হইতে পারিব। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের মনে এইরূপ প্রতীতি জন্মিল যে, ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিতে পারিলে, নিশ্চয়ই আমরা রস অর্থাৎ অমৃত প্রাপ্ত হইব।

এ পর্য্যন্ত দেবতা ও অসুরদিগের মধ্যে কোনরূপ বিবাদের চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই, সমুদ্র মন্থনের পর হইতেই তাঁহাদিগের মধ্যে ভয়ঙ্কর জ্ঞাতি বিরোধ জন্মে। এই অমৃত লইয়াই বিবাদ আরম্ভ হয়। বাল্মীকি রামায়ণ বালকাণ্ড ৪৫। ৩৯—৪১ শ্লোক দেখ।

* ব্রহ্মা বিষ্ণুও দুই, এক জন নহেন; শাস্ত্রে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মা, লক্ষ লক্ষ বিষ্ণু এবং লক্ষ লক্ষ শিবের উল্লেখ আছে। অনন্ত চিৎ গগনে

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্বা বা ভূতজাতয়ঃ।
নাশমেবানুধাবন্তি সলিলানীব বাড়বং॥

যো. বা. বৈরাগ্য প্রকরণ।

যেমন বাড়বাগ্নিতে জল বিনষ্ট হয় সেইরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এবং অন্যান্য যাবতীয় দেবতা, মনুষ্য বা প্রাণী, ইহাঁরা সকলেই কালেতে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন,—

জায়তে চ ক্ষিতৌ বৃক্ষো যথা পৃথ্ব্যাং বিলীয়তে।
তোয়াত্তু বুদ্বুদং জাতং যথা তোয়ে বিলীয়তে।
জলদে তড়িদুৎপন্না লীয়তে চ যথা ঘনে।
তথা ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ কালিকায়াঃ প্রজায়তে।
তথা প্রলয়কালে তু পুনস্তস্যাং প্রলীয়তে॥

নির্ব্বাণতন্ত্র।

অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতি এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন, পালন এবং নিধন উপলক্ষে এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের অস্তিত্ব কল্পনা করা হইয়াছে ; যথা,—

প্রত্যহং পরমেশানি ব্রহ্মাণ্ডা বহবোঽভবন্।
তন্মধ্যে স্থাপয়েৎ ব্রহ্মা তত্রৈব কমলাপতিং॥
শিবং বহুবিধাকারং তত্রৈব স্থাপয়েত্ততঃ।
এবং হি পরমেশানি নানাশক্তিং প্রবিন্যসেৎ॥
প্রতিব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তু ব্রহ্মাদিদেবতাত্রয়ং।
এবং ব্রহ্মাদয়ো দেবা ইন্দ্রাদ্যাস্ত্রিদিবেশ্বরাঃ॥
স্তুতিভক্তিপরাঃ সর্ব্বে দীনভাবৈঃ সদা স্থিতাঃ।
লক্ষং লক্ষং মহেশানি তত্রৈব মুররীধরঃ॥
শতলক্ষং তত্র রুদ্রো ব্রহ্মা লক্ষশতং প্রিয়ে।
এবং ব্রহ্মাণ্ডং বিবিধং নিত্যং সৃজতি নির্গুণং॥

প্রাণতোষিণীধৃত তন্ত্রবচন।

" বৃক্ষ সকল যেমন পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় আবার পৃথিবীতেই বিলীন হইয়া থাকে, জল বুদ্বুদ সকল যেমন জলেই উৎপন্ন হয় আবার জলেই বিলীন হয়, বিদ্যুৎ সকল যেমন মেঘেতে উৎপন্ন হইয়া মেঘেতেই বিলীন হয়, ব্রহ্মাদি দেবতাসকলও সেইরূপ কালিকা অর্থাৎ ব্রহ্মের সৃষ্টি শক্তিতে উৎপন্ন হইয়া প্রলয়কালে আবার সেই ব্রহ্মশক্তিতেই বিলীন হইয়া থাকেন।

পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তদেতদখিলং জগৎ।

তত্রাপ্যাসন্নদূরত্বাদ্ বহুত্বস্বল্পতাময়ঃ॥

বি. পু.।১।২২।৫৫।

পরব্রহ্মেরই শক্তিতে এই সমস্ত জগৎ। নৈকট্য এবং দূরত্ব অনুসারে পরব্রহ্মের শক্তি কোন জীবে অল্প বিকশিত এবং কোন জীবে বা অধিক মাত্রায় বিকশিত হয় মাত্র।

৫৬ এবং ৫৭ শ্লোকে এই বিষয়টী আরও পরিষ্কার করিয়া লিখিত হইয়াছে। যথা,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদিতেই সেই শক্তি অধিক মাত্রায় বিকশিত, অন্য দেবতাগণে তদপেক্ষা অল্প, দক্ষাদি প্রজাপতিগণে তদপেক্ষা অল্প, প্রাকৃত মনুষ্যে তদপেক্ষা অল্প, মৃগ পক্ষীতে আরও অল্প, সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা প্রভৃতিতে ক্রমান্বয়ে আরও অল্প অল্প পরিমাণে বিকশিত, কিন্তু পূর্ণতা এই সৃষ্ট জীবদিগের মধ্যে কাহাতেও নাই। সেই শক্তির পূর্ণ বিকাশ কেবল পর ব্রহ্মে।

মনুষ্যদিগের ন্যায় দেবতাদিগেরও পরস্পরের মধ্যে অনেক সময় বিবাদ উপস্থিত হইত।

বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থ যে শ্রীবৎসচিহ্নের কথা শুনা যায়, তাহা আর কিছুই নয়, মহাদেবের ত্রিশূলের আঘাতচিহ্ন *। মহাদেবের কণ্ঠ নীলবর্ণ হওয়া-সম্বন্ধে দুই প্রকার মত দেখা যায়। সমুদ্র-মন্থনের পর বিষপান করিয়া তাঁহার কণ্ঠ নীল হইয়াছে, ইহাও দেখা যায়; আবার বিষ্ণু ক্রোধভরে হস্তদ্বারা তাঁহার কণ্ঠধারণ করায়, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়াছিল, এরূপ বর্ণনাও মহাভারতাদি প্রাচীন শাস্ত্র

---

* ম. ভা. শান্তিপর্ব্ব ৩৪৩ অধ্যায়।

সকলের মধ্যে আছে। *। শিব ক্রোধভরে ব্রহ্মার একটী মস্তক ছিন্ন করিয়া সেই পর্য্যন্ত কপালী শব্দে অভিহিত হন, এবং তৎপাপক্ষয়ের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন।

পাতঞ্জল দর্শনের কৈবল্যপাদের ২য় ও ৩য় সূত্রে এবং তাহার ভাষ্য ও বৃত্তিসমূহে এইরূপ লিখিত আছে যে, মনুষ্যগণ সাধনাতে সিদ্ধ হইলে, এই পৃথিবীতে থাকিয়াই মনুষ্যজাতির পরিবর্ত্তে দেবজাতিরূপে পরিণত হইয়া থাকেন এবং এবিষয়ের উপমাস্বরূপ তাঁহারা ভগবান্ শিবের সহচর নন্দীশ্বরনামা মুনি প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।"

পা. দ. ৪। ২।

প্রকৃতির আপূরণ দ্বারা সিদ্ধব্যক্তিদিগের জাত্যন্তর প্রাপ্তি ঘটে, অর্থাৎ এই পৃথিবীতে থাকিয়া এই জন্মেই তাঁহারা মানবজাতিত্ব পরিত্যাগ করিয়া দেবজাতিত্ব প্রাপ্ত, অর্থাৎ দেবজাতিরূপে পরিণত হয়েন।

এই সূত্রের অবতরণিকায় বৃত্তিকার ভোজরাজ এইরূপ লিখিয়াছেন,—

নমু নন্দীশ্বরাদিকানাং জাত্যাদিপরিণামেঽস্মিন্নেব জন্মনি দৃশ্যতে, তৎ কথং, জন্মনি জন্মান্তরাভ্যস্তস্য সমাধেঃ কারণত্বমুচ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ জাত্যন্তরপরিণামঃ ইত্যাদি।

পা. দ. ৪। ২ সূত্রের ভোজবৃত্তির অবতরণিকা।

নন্দীশ্বর প্রভৃতির এই জন্মেই মনুষ্যজাতি হইতে দেবজাতিতে পরিণত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সমাধি অভ্যাসের বলেও কি প্রকারে এরূপ হইয়া থাকে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্তই বলিলেন যে, প্রকৃতির আপূরণদ্বারাই এরূপ হয় †।

---

* মহাদেবের কণ্ঠদেশে নারায়ণের হস্তচিহ্ন আছে, এজন্য তাঁহাকে শ্রীকণ্ঠ কহা হয়। ম. ভা. শান্তিপর্ব্ব।

† পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত এবং অনুবাদিত পাতঞ্জল দর্শনে ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় এইরূপ

ভগবান্ বাচস্পতি মিশ্র এই সূত্রের টীকায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—
"তত্র কায়েন্দ্রিয়াণামন্যজাতীয়পরিণতানাং জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ। মনুষ্যজাতিপরিণতানাং কায়েন্দ্রিয়াণাং যো দেবতির্য্যগ্জাতিপরিণামঃ স খলু প্রকৃত্যাপূরাৎ কায়স্য হি প্রকৃতিঃ পৃথিব্যাদীনি ভূতানি ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ প্রকৃতিরস্মিতা তদবয়বানুপ্রবেশ আপূরঃ তস্মাস্তবতি।" ইত্যাদি।

ভগবান্ ব্যাসদেবও ইহার পরবর্ত্তী সূত্রের ভাষ্যে এই কথার প্রসঙ্গে ঠিক্ এই ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন; এবং উপমাস্থলে ঐ নন্দীশ্বরাদিরই উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—
"অত্র নন্দীশ্বরাদয় উদাহার্য্যাঃ।" ইত্যাদি।

লিখিয়াছেন; যথা,—"সিদ্ধিলিপ্সু যোগীর যোগ যখন অত্যন্ত তীব্র হয়, যোগী বা তাপস্ তখন অন্য জাতি হইয়া যান। অর্থাৎ তিনি তখন মনুষ্যত্ব হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার সেই মানবদেহ ও মানবমন তখন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া দেবদেহে ও দেবমনে পরিণত হয়। নন্দীশ্বর নামক জনৈক মনুষ্যবালক উৎকৃষ্ট তপঃপ্রভাবে শিবপার্ষদ (দেবতা) হইয়াছিলেন। ইত্যাদিবিধ শাস্ত্রসংবাদে যে তপঃপ্রভাবে জাত্যন্তরপরিণাম হওয়ার কথা আছে, তাহা অসম্ভব নহে।"

"প্রকৃতির আপূরণ বা অনুপ্রবেশ কাষ্ঠশরীরে প্রস্তরীয় উপাদান প্রবেশের তুল্য; সুতরাং এক শরীরে অন্য শরীরীয় উপাদান প্রবেশরূপ পরিণাম হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। মানবাস্থিসকল কালে প্রকৃতির আপূরণে প্রস্তর হইয়াছে, এবং কাষ্ঠ ও পাথর হইয়াছে, ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইংরাজ পণ্ডিতেরা ঐরূপ হওয়াকে "Fossilized" বলেন, আমরা না হয় "প্রকৃতির আপূরণ" বলিলাম। কাষ্ঠশরীরে যদি প্রস্তরীয় উপাদানের অনুপ্রবেশ হইতে পারে, কারণ থাকিলে অবশ্যই মনুষ্যশরীরে দৈব-উপাদানের আপূরণ হইতে পারিবে।" ইত্যাদি।

প্রকৃত দেবতা কয় জন ?

স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ৩। ১০। ৪ শ্রুতি।

যিনি এই পুরুষের মধ্যে আছেন এবং যিনি সূর্য্যে আছেন, তিনি এক, অর্থাৎ এক পরমেশ্বরই সর্ব্বত্র বিরাজিত।

সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদ্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ এক এব জনার্দ্দনঃ ॥

বি. পু. ১। ২। ৬১।

এক ভগবান্ জনার্দ্দনই সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকরণ হেতু ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

রক্ষকো বিষ্ণুরিত্যেবং ব্রহ্মা সৃষ্টেস্তু কারণং।
সংহারে রুদ্র ইত্যাদি সর্ব্বং মিথ্যেতি নিশ্চিনু ॥

ম. বা. র.

ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং রুদ্র সংহারকর্ত্তা, এইরূপ যে কল্পনা, ইহা মিথ্যা বলিয়া জানিও।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগু‍র্ণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ-এক ইহাস্য ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ।

ভা. ১। ২। ২৩।

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ! একমাত্র পরম পুরুষ পরমেশ্বরই, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য, সত্ত্ব, রজ, ও তমোনামক প্রাকৃতিক গুণত্রয়-সহযোগে হরি, বিরিঞ্চি ও হর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন *।

---

* সৃষ্টির প্রথম সূচনা হইতে উহার শেষ পরিণতি পর্য্যন্ত পরমেশ্বর সর্ব্বক্ষণই নিয়ন্তারূপে উহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, এক্ষণে আছেন

এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিং।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতং॥

মনু ১২। ১২৩।

এই পরমাত্মাকে কেহ অগ্নিরূপে উপাসনা করেন, কেহ মনু বা প্রজাপতি-রূপে উপাসনা করেন, কেহ তাঁহাকে ইন্দ্র, কেহ বা প্রাণরূপে কহেন এবং কেহ কেহ বা সনাতন ব্রহ্মরূপে তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন।

আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বমাত্মন্যবস্থিতং।

মনু ১২। ১১৯।

পরমাত্মাই সকল দেবতা। অর্থাৎ এক পরমাত্মাকেই ইন্দ্রাদি দেবতারূপে কর্ম্মকাণ্ড বেদে বর্ণনা করা হইয়াছে মাত্র। (পরমাত্মা ভিন্ন আর দেবতা নাই) এই পরমাত্মাতেই সমুদয় দেবতার দেবত্ব অবস্থিত আছে, জানিবে *।

এবং পরেও থাকিবেন, সুতরাং সৃষ্টির প্রধান প্রধান পরিবর্ত্তন উপলক্ষে এবং সর্গভেদে তিনি নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যথা,—সৃষ্টির অতীতরূপে তিনি ব্রহ্ম; সৃষ্টিশক্তির সহিত ঈশ্বর; সৃষ্টির প্রথম বিকাশে মহত্তত্ত্ব, ব্রহ্মা, বা হিরণ্যগর্ভ; জলব্যাপিরূপে নারায়ণ বা বৈরাজ পুরুষ; আমাদিগের দেহে ক্ষেত্রজ্ঞ, আত্মা অন্তরাত্মা বা পরমাত্মা; সমগ্রসৃষ্টিসংসারব্যাপিরূপে বিরাট পুরুষ; ইহার পালকরূপে তিনি বিষ্ণু বা ঈশ্বর এবং সংহার বা প্রলয় উপলক্ষে তিনি রুদ্র বা মহাকাল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত সৃষ্টির অতীত এবং সৃষ্টিশক্তির সহিত জড়িতরূপে এই উভয়-ভাবব্যঞ্জক নামও তাঁহার অনেক আছে; যথা,—পূর্ণব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর ইত্যাদি।

* জ্যোতিঃ শান্তমনন্তমদ্বয়মজং তত্তদ্ গুণোন্মীলনাৎ
ব্রহ্মেত্যচ্যুত ইত্যুমাপতিরিতি প্রস্তূয়তেঽনেকধাঃ।

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন, ।

কেচিদ্বদন্তি স ব্রহ্মা কেচিদ্বিষ্ণুঃ প্রকথ্যতে ।
কেচিদ্রুদ্রো মহাপূর্ব্ব একদেবো নিরঞ্জনঃ ॥

প্রাণতোষিণীধৃত তন্ত্রবচন ।

সেই এক মাত্র নিষ্কলঙ্ক পুরাণ পুরুষকেই কেহ ব্রহ্মারূপে কহেন, কেহ বিষ্ণুরূপে কহেন এবং কেহ মহারুদ্ররূপে অভিহিত করিয়া থাকেন।

মহারুদ্রঃ স এবাত্মা মহাবিষ্ণুঃ স এব হি ।
মহাব্রহ্মা স এবাত্মা নামমাত্রবিভেদকঃ ॥

নি. ত.

সেই পরমাত্মাই মহারুদ্র, সেই পরমাত্মাই মহাবিষ্ণু এবং সেই পরমাত্মাই মহাব্রহ্মা। একই আত্মার কেবল তিনটী স্বতন্ত্র নাম মাত্র।

একমূর্ত্তিস্ত্রিনামানি ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।
নানাভাবে মনোযস্য তস্য মোক্ষো ন বিদ্যতে ॥

তন্ত্র বচন।

তৈস্তৈরেব সদাগমৈঃ শ্রুতিসখৈর্নানাপথপ্রস্থিতৈ-
র্গম্যোঽসৌ জগদীশ্বরো জলনিধিরিবাবাং প্রবাহৈরিব ॥

প্র. চ. না.

জন্মবিহীন, শান্ত, অনন্ত, অদ্বিতীয়, জ্যোতিঃস্বরূপ জগদীশ্বরকে বিবিধ গুণ-অনুসারে কোথাও বা ব্রহ্মা, কোথাও বা বিষ্ণু এবং কোথাও বা উমাপতি ইত্যাদি-রূপে অনেক প্রকারে স্তব করা হইয়াছে; কিন্তু নানাপথগামী জল-প্রবাহ সকলের যেমন একমাত্র সমুদ্রই গম্যস্থান, সেই রূপ (বেদসম্মত) সৎশাস্ত্রসকল যে ভাবে যত প্রকারে লোকসকলকে ধর্ম্ম সাধনের পথে যাইতে উপদেশ করুন না কেন, শেষে সেই একমাত্র জগদীশ্বরকেই কেবল তাঁহারা মানবের গম্য ও লক্ষ্য স্থানরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

একমাত্র দেবতারই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনটী নাম। সুতরাং সেই একমাত্র দেবতাকে যিনি নানারূপ করিয়া ভাবেন, তাঁহার মোক্ষ লাভ হয়না।

একং ব্রহ্মৈবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বত্র কথিতং ময়া।
উপাধিভাবভেদেন নানাত্বং ভজতে সতি।
একং পূজয়তে যস্তু সর্ব্বানর্চ্চয়তি স্ম সঃ॥

ব. ত.

আমি সর্ব্বত্রই বলিয়াছি যে, পরমেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় দেবতা। ভাবভেদে সেই একমাত্র দেবতাই নানারূপে কথিত হন *। যিনি সেই একের পূজাকরেন, তাঁহার সকলেরই পূজাকরা হয়।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া শেষে বলিয়াছিলেন,—

"আমি বেদাগমপুরাণে করিলাম কত খোঁজ-তালাসি।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার এলোকেশী॥"

প্রসাদপ্রসঙ্গ। ৬৯।

---

* যংশৈবাঃ সমুপাসতে শিবইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো-
বৌদ্ধা বুদ্ধইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং যো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ।

হ. চ. না. ৪ শ্লোক।

ভক্তজনের বাঞ্ছিতফলপ্রদানকর্ত্তা এই একমাত্র ত্রৈলোক্যনাথ হরিকে শৈবেরা শিবরূপে উপাসনা করেন, বেদান্তাধ্যায়ী ব্যক্তিগণ ব্রহ্মরূপে চিন্তাকরেন এবং প্রমাণপটু বৌদ্ধগণ বুদ্ধরূপে পূজা করিয়া থাকেন; নৈয়ায়িকেরা তাঁহাকে কর্ত্তানামে ডাকেন, জৈনধর্ম্মাবলম্বীরা তাঁহাকে অর্হৎরূপে পূজাকরেন, এবং মীমাংসকেরা তাঁহাকে কর্ম্মরূপে ভাবেন। ইত্যাদি।

তাঁহার অপর একটী সঙ্গীতে আছে,—

"বুঝে ভার দেয় না যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ।
ও মা! যে জন পাঁচেরে এক করে ভাবে, তার হাতে মা কোথায় বাঁচ॥" *

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

গী. ৯। ২৩-২৪।

হে কৌন্তেয়! যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্য দেবতার ভজনা করে, বাস্তবিক পক্ষে তাহারা অন্য দেবতার পূজাকরে না, তাহারা তদ্দারা অবিধিপূর্ব্বক আমারই পূজাকরে। (কারণ, আমাভিন্ন আর অন্য দেবতা নাই)। ২৩।

---

* রামপ্রসাদের শ্যামা বা কালী এবং ব্রহ্মজ্ঞদিগের ব্রহ্ম প্রায় একই বস্তু। যথা,—তিনি একস্থানে বলিয়াছেন,—

"মন! তোমার এ ভ্রম গেল না।
তুমি কালী কেমন (মা কেমন), তা চিন্‌লে না॥
ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কিরে, তাও জান না।"

ইত্যাদি।

তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি॥"

প্র. প্র.। ৩২।

আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। আমা ভিন্ন আর কোন ভোক্তা বা প্রভু নাই।— তবে তাঁহারা আমার প্রকৃত তত্ত্বদ্বারা আমাকে জানিতে না পারিয়া অন্যরূপে পূজাকরে এই জন্য তাহারা মুক্তি প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া, জন্মমরণরূপ স্রোতে পতিত হয় * ।২৪।

গীতার ৭ম অধ্যায়ের ২০ হইতে ২৪ পর্য্যন্ত পাঁচটী শ্লোকেও অবিকল এই ভাব ব্যক্ত আছে।

শিব ও শক্তি পৃথক্ নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে যে আদিতে একমাত্র জ্ঞানময় পরমেশ্বর বিরাজিত ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি † অর্থাৎ জগৎ সৃজন শক্তি তাঁহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত ছিল ‡। পরে যখন তিনি সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন তখন

---

* তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব ভাবের উপাসনা কিরূপ, তাহাও তিনি গীতার ৭ম অধ্যায়ের ২৪ ও ২৫ এর শ্লোকে বলিয়াছেন,—মনুষ্যাকার বা অন্য-আকারাদিবিশিষ্ট যে তাঁহার অবতাররূপ, তাহা তাঁহার প্রকৃত ভাব নহে। সে রূপের উপাসনাদ্বারা মুক্তিলাভ হয় না; তাহাতেও সেই অন্য দেবতার উপাসনার ন্যায় অন্তবৎ ফল লাভ হয় মাত্র। (অবতারবাদ-নামক প্রস্তাব দেখ।)

† আমার "মুক্তি" নামক পুস্তকে 'প্রকৃতি এবং মায়া' শীর্ষক প্রস্তাব দেখ।

‡ কল্কিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে;

লয়ে লীনে ত্রি জগতি ব্রহ্ম তন্মাত্রতাং গতং।
নিরুপাধৌ নিরালোকে সিসৃক্ষুরভবৎ পরঃ॥
ব্রহ্মণ্যপি দ্বিধাভূতে পুরুষঃ প্রকৃতিঃ স্বয়ং।
তস্যাঃ সংজনয়ামাস মহান্তং কালযোগতঃ॥

ক. পু. ২।৫।১৩-১৪।

সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার জ্ঞান এবং শক্তি দুইটী স্বতন্ত্র বস্তুরূপে পরিণত হইল অর্থাৎ তাঁহার যে শক্তি তাঁহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবেছিল তাহার বিকাশ হইল। পৃথক্ রূপে বর্ণনায় সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের জ্ঞানকে পুরুষরূপে এবং তাঁহার সেই সৃজনী শক্তিকে প্রকৃতি রূপে বর্ণনা করাহয়। বস্তুতঃ শক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে তাঁহার শক্তি যে একটী সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু তাহা নহে। বিষ্ণুপুরাণ ও পঞ্চদশী নামক গ্রন্থে অগ্নি এবং অগ্নির দাহিকা শক্তির সহিত পরমেশ্বর এবং পরমেশ্বরের সৃজনী শক্তির উপমা দেওয়া হইয়াছে। যথা,—

নিস্তত্ত্বা কার্য্যগম্যাস্য শক্তির্ম্মায়াগ্নিশক্তিবৎ ॥
নহি শক্তিঃ ক্বচিৎ কৈশ্চিৎ বুধ্যতে কার্য্যতঃ পুরা ॥

প. দ. ভূতবিবেক। ৪২।

পরমেশ্বরের যে এই জগৎসৃজনশক্তি যাহাকে মায়া (মহামায়া) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয় উহা অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায়

সৃষ্টির পুর্ব্বে অথবা প্রলয় কালে যখন ত্রিলোকের কিছুই বর্ত্তমান থাকেনা, যখন দিগ্‌দেশ কাল প্রভৃতির কোন চিহ্ন থাকেনা, তখন কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র অবস্থিত থাকেন। পরে তিনি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন। ১৩।

সৃষ্টি করিতে ইচ্ছাকরিয়া ব্রহ্ম আপনি পুরুষ এবং প্রকৃতি এই দুইভাগে বিভক্ত হন। পরে কাল সহকারে তাঁহাহইতে মহান্ অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। ১৪।

কালস্বভাবকর্ম্মাত্মা সোঽহঙ্কার স্ততোঽভবৎ।
ত্রিবৃৎ বিষ্ণু-শিব-ব্রহ্ম-ময়ঃ সংসারকারণম্॥

ক. পু. ২।৫।১৫।

সেই মহত্তত্ত্ব হইতে কাল, স্বভাব ও কর্ম্ম-বিশিষ্ট অহংকারতত্ত্ব উৎপন্ন হইল। এই অহংকারতত্ত্ব সংসারকারণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিভাব বিশিষ্ট।

নিস্তত্ত্বা ; অর্থাৎ অগ্নি হইতে অগ্নির দাহিকা শক্তির যে প্রকার স্বতন্ত্র সত্তানাই সেইরূপ পরমেশ্বর হইতে পরমেশ্বরের শক্তিরও নিজের স্বতন্ত্র সত্তানাই। এবং কেবল কার্য্যের দ্বারাই সেই শক্তির সত্তা অনুভব করা যায়। কার্য্যব্যতীত কখনও শক্তির অনুভব বা প্রকাশ হইতে পারেনা। (সুতরাং জগৎ সৃজনের পুর্ব্বে যে শক্তি জ্ঞানময় পরমেশ্বরের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত বা নিহিত ছিল, জগৎ সৃজনরূপ কার্য্য-উপলক্ষে কেবল তাহার বিকাশ বা প্রকাশ হইল মাত্র ; ইহারই নাম পরমেশ্বরের স্বরূপের দুইভাগ হওয়া বা দুইটী পৃথক্ বস্তু রূপে তাঁহার পরিণত হওয়া।)

বিষ্ণুপুরাণ ১।৩।২ শ্লোকে লিখিত আছে,—

ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥

পরাশর কহিলেন, হে তপোধন! অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় পরমেশ্বরের শক্তি তাঁহারই অন্তর্গত।

এইশ্লোকের টীকায় ভগবান শ্রীধরস্বামী নিম্নলিখিত শ্রুতিবচনটী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন ;—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চবিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্যশক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ ॥
মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্ ॥

পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সমস্ত উৎপন্ন হয়, তাঁহাকে খাটিয়া করিতে হয় এ প্রকার কার্য্য তাঁহার কিছুই নাই, তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি করণও কিছু নাই, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও বৃহৎ ; তাঁহার সমান ও কেহ নাই এবং তাঁহা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই। তাঁহার শক্তিও বহুপ্রকার শ্রবণ করাযায়। জ্ঞান ও বলের ক্রিয়া তাঁহার স্বাভাবিক। তাঁহার মায়ারই নাম প্রকৃতি এবং তিনিই সেই মায়ার পরিচালক মায়িক পুরুষ পরমেশ্বর।

শ্রীধরস্বামী স্বয়ং এইরূপ লিখিয়াছেন,—

ব্রহ্মণঃপুনস্তাঃ স্বভাবভূতাঃ স্বরূপাদভিন্নাঃ শক্তয়ঃ।

ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে ব্রহ্মের শক্তি অভিন্ন, উহা তাঁহার স্বাভাবিক।

বৈশেষিক দর্শনের ১।২।১২ সূত্রের গঙ্গাধর কবিরত্নকৃত ভারদ্বাজ-বৃত্তিভাষ্যে নিম্নলিখিত বায়ুপুরাণের বচনটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে; যথা,—

যথা শিবস্তথা দেবী * যথা দেবী তথা শিবঃ।
মানয়োরন্তরং বিদ্যাচ্চন্দ্রচন্দ্রিকয়োর্যথা॥

চন্দ্র এবং চন্দ্রের জ্যোৎস্নার যেরূপ পরস্পরের পৃথক সত্তা হইতে পারে না, শিব এবং দেবীর অর্থাৎ শিবশক্তিরও সেইরূপ পরস্পর হইতে পৃথক্ সত্তা আছে কখনও এমন মনে করিও না।

শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন।

পূ. প্র. দ. ২।৩।৯ সূত্রের ভাষ্যে
মধ্বস্বামিধৃত ভাগবত তন্ত্রের বচন।

শক্তিমান্ হইতে শক্তি কখনও বিভিন্ন থাকিতে পারে না।

---

* দেবী শব্দে এখানে ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি বা মায়া। রূপক-ভাবে দেবীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

আমার "মুক্তি" নামক গ্রন্থে 'প্রকৃতি বা মায়া' শীর্ষক প্রস্তাব দেখ।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চিতি রূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা॥

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, ৫।

পরমেশ্বরের এই বিশ্বসৃজন শক্তিকে শাস্ত্রে অনেকগুলি নামে অভিহিত করা হয়; যথা,—আদ্যাশক্তি, শক্তি, প্রকৃতি, স্বভাব, প্রধান, অব্যক্ত, মায়া, অবিদ্যা, যোগমায়া ইত্যাদি।

জ্ঞানক্রিয়াচিকীর্ষাভিস্তিসৃভিঃ স্বীয়শক্তিভিঃ।
শক্তিমানীশ্বরঃ শশ্বদ্বিশ্বং ব্যাপ্যাবতিষ্ঠতি॥

কণাদ ১।২।১২ সূত্রের গঙ্গাধর কবিরত্নকৃত
ভারদ্বাজ বৃত্তিভাষ্যে বায়ুপুরাণের বচন।

জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি এই ত্রিবিধ প্রকার শক্তির সহিত শক্তিমান্ পরমেশ্বর অবিচ্ছেদে এই বিশ্বকে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

যদিও বিশদরূপে বুঝাইবার অভিপ্রায়ে পরমেশ্বরের শক্তিকে ত্রিবিধ শক্তিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, বস্তুতঃ উহা একই শক্তি।

আদ্যা সৈকা পরাশক্তিশ্চিন্ময়ী শিবসংশ্রয়া।

কণাদ ১।২।১২ সূত্রের ভারদ্বাজ বৃত্তিভাষ্যে
গঙ্গাধর কবিরত্নধৃত বায়ুপুরাণের বচন।

আদ্যা অর্থাৎ মূলশক্তি বা পরাশক্তি এক এবং অতিসূক্ষ্ম, উহা পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে।

উপরে যে প্রকার জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি ভেদে এক আদিশক্তিকে তিন ভাগে বিভাগ বা তিনপ্রকারে বর্ণনা করা হইয়াছে, সেইরূপ ঐ এক আদি শক্তিকে বিশ্বের সৃজন, পালন ও লয় উপলক্ষে আবার অন্যরূপ তিন ভাগে বিভাগ করিয়া বর্ণনা করা হয়। যথা,—সৃজনকার্য্য উপলক্ষে সৃজনী শক্তি, পালন কার্য্য উপলক্ষে পালনী শক্তি এবং সংহার কার্য্য উপলক্ষে সংহারিণী শক্তি। উক্ত সৃজনী শক্তি ও পালনী শক্তিকে ব্রাহ্মী শক্তি, বৈষ্ণবী শক্তি ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। ইতি পূর্ব্বে "দেবতা কয় জন?" নামক প্রস্তাবেও দেখান হইয়াছে যে, এই এক শক্তির এক একটী বিভাগ বা কার্য্য অনুসারে তদুপহিত চৈতন্য পরমেশ্বরকেও অনেক প্রকারে বর্ণনা করা হইয়া থাকে।

শাস্ত্রকারগণ দুর্ব্বলাধিকারী ব্যক্তিদিগের জন্য উপন্যাস ও রূপক বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া এই সমস্ত বিভিন্ন নামবিশিষ্ট এক মূল বা আদি শক্তি ও তদুপহিত একমাত্র চৈতন্য-স্বরূপ মহান্ আত্মাকে বিভিন্ন প্রকার দেবী ও দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ তাঁহারা আপনারাই আবার প্রত্যেক স্থানে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, এ সমস্ত যাহা কিছু সকলই সেই এক পরমাত্মার বর্ণনা, বস্তুতঃ কেবল সংজ্ঞাভেদমাত্র।

শিবসংহিতা নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে ;—

রজোগুণাধিকা বিদ্যা জ্ঞেয়া বৈ সা সরস্বতী।
যচ্চিৎস্বরূপী ভবতি ব্রহ্মা তদুপধায়িকা॥
ঈশাদ্যাঃ সকলাদেবা দৃশ্যতে পরমাত্মনি।
শরীরাদি জড়ং সর্ব্বং সা বিদ্যা তত্তথা তথা॥

শি. সং. ১। ৮২-৮৩।

পরব্রহ্মের যে রজোগুণাধিকা অবিদ্যা অর্থাৎ শক্তি (রজোগুণে কার্য্য সৃষ্টি করা, সুতরাং রজোগুণাধিকা শক্তি শব্দে এখানে তাঁহা সৃজনী শক্তি) তাহাকেই সরস্বতী-রূপে জানিও এবং যে চিৎস্বরূপ অথবা চৈতন্যরূপী দেবতা সেই শক্তির পরিচালন করেন, তাঁহাকে ব্রহ্মা শব্দে কহা হয়, জানিবে। ৮২।

যে প্রকার অনন্ত পরমাত্মার একটী ক্ষুদ্র কার্য্য-উপলক্ষে ব্রহ্মা ও সরস্বতীর বর্ণনা হইয়াছে, সেইরূপ শিবাদি সমস্ত দেবতার ভাব বা বর্ণনাই সেই এক পরমাত্মাতে দেখা যায় এবং আমাদিগের এই দেহাদি যাবতীয় জড় সৃষ্টি সমস্তই সেই এক অবিদ্যা বা ব্রহ্মশক্তিরই কার্য্য। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কিছুই নাই। ৮৩।

সা মায়া পালিনী শক্তিঃ সৃষ্টিসংহারকারিণী।

জ্ঞা. স. ত.

পরমেশ্বরের সেই এক মায়া বা মূলশক্তিই এই জগতের সৃজনী শক্তি, পালনী শক্তি ও সংহারিণী শক্তিরূপে কার্য্য করে।

বামন পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

তত্র তত্র স্থিতো বিষ্ণুস্তত্তচ্ছক্তীঃ প্রবোধয়ন্।
এক এব মহাশক্তিঃ কুরুতে সর্ব্বমঞ্জসা॥

বেদান্ত সূত্রে ২।৩।১১ মাধ্ব-
ভাষ্যে বামন পুরাণের বচন।

সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বত্র অবস্থিত থাকিয়া জগতের সকল কার্য্যে আপনার শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অতএব সেই এক মহাশক্তি কর্ত্তৃকই এই জগতের সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্য্য সম্পাদিত হয়।

স্রষ্টা পাতা চ সংহর্ত্তা স একো হরিরীশ্বরঃ।

বেদান্তে ২।৩।১৩ সূত্রের ভাষ্যে
মধ্বস্বামিধৃত স্কন্দ পুরাণের বচন।

সেই এক পরমেশ্বর হরিই এই জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা; তদ্ভিন্ন আর কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা বা পালন কর্ত্তা নাই।

কর্ত্তা সর্ব্বস্য বৈ বিষ্ণুরেক এব ন সংশয়ঃ॥

বেদান্ত ২।৩।১১ সূত্রের ভাষ্যে
মধ্বস্বামিধৃত ভবিষ্যপুরাণের বচন।

এই বিশ্বকার্য্যের একমাত্র কর্ত্তা বিষ্ণু, আর দ্বিতীয় কর্ত্তা কেহ নাই ইহা সুনিশ্চয়।

পরমেশ্বর কিং স্বরূপ ?

বেদান্ত দর্শনের প্রথম সূত্রই এই যে "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"। অনন্তর, ব্রহ্ম কে ? এই বিষয়টী বুঝাইবার জন্য দ্বিতীয় সূত্রে কহিলেন,

"জন্মাদ্যস্য যতঃ।"

'অস্য' অর্থাৎ এই বিশ্বের 'জন্মাদি' অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ এই তিন কার্য্যই যাঁহা হইতে হয় তিনিই ব্রহ্ম।

বেদেও এইরূপ কথিত আছে; যথা,—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।

তৈত্তিরীয়োপনিষদ ৩।১।২ শ্রুতি।

যাঁহা হইতে এই সমস্ত সৃষ্ট বস্তু উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে স্থিতি করে, এবং প্রলয় হইলে সমস্ত বস্তু যাঁহাতে প্রবেশ করে তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা কর, (তাঁহারই বিষয় জিজ্ঞাসা কর) তিনিই ব্রহ্ম। (তন্ত্রাদি অপরাপর শাস্ত্রেও ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ কথিত হইয়া থাকে।)

পরব্রহ্মের এইরূপ যে লক্ষণ ইহার নাম তটস্থ লক্ষণ। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর একটী লক্ষণ আছে; তাহার নাম স্বরূপ লক্ষণ। পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ সম্বন্ধে বেদে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

"সত্যংজ্ঞান মনন্তংব্রহ্ম"

তৈত্তিরীয় ২।১।৩।

পরব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, ইত্যাদি।

সত্যংজ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং
যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।

শ্রুতি।

তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু। তিনি আনন্দরূপে ও অমৃতরূপে প্রকাশ পান; তিনি শান্তিস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ এবং অপাপবিদ্ধ।

সত্যংজ্ঞানমনন্তঞ্চেত্যস্তীহব্রহ্ম লক্ষণং॥

প. দ. পঞ্চকোশ বিবেক, ২৮।

সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, প্রভৃতি এই কয়েকটী ব্রহ্মের লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ লক্ষণ।

ভগবান্ শিব পরব্রহ্মের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ॥
নির্ব্বিকারো নিরাধারো নির্ব্বিশেষো নিরাকুলঃ।
গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ॥
গূঢ় সর্ব্বেষু ভুতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতঃ॥
লোকাতীতো লোকহেতুরবাঙ্মনসগোচরঃ।
স বেত্তি বিশ্বং সর্ব্বজ্ঞস্তং ন জানাতি কশ্চন॥
তদধীনং জগৎসর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তদালম্বনতস্তিষ্ঠেদবিতর্ক্যমিদং জগৎ॥
তৎ সত্যতামুপাশ্রিত্য সদ্বদ্ভাতি পৃথক্ পৃথক্।
তেনৈব হেতুভুতেন বয়ংজাতা মহেশ্বরি॥
কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ।

ম. নি. ত. ২।৩৪—৪০।

সেই পরমেশ্বরই কেবল একমাত্র সৎ অর্থাৎ নিত্য, এবং তিনিই কেবল একমাত্র সত্যবস্তু। তিনি অদ্বিতীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি স্বপ্রকাশ, সর্ব্বদা পূর্ণ অর্থাৎ অখণ্ড এবং সচ্চিদানন্দলক্ষণ-বিশিষ্ট। ৩৪।

তিনি নির্ব্বিকার অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপের কখনও অন্যথাভাব হয় না, তাঁহার কোন আধার নাই, তিনি নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ ভেদ-রহিত, এবং আকুলতাশূন্য। তিনি শীতোষ্ণসুখদুঃখাদি বা সত্ত্বরজঃ-প্রভৃতি প্রাকৃতিক গুণের অতীত, তিনি সকলের শুভাশুভ কার্য্য-

মাত্রের সাক্ষী, সকলের প্রাণস্বরূপ, সকল পদার্থের অবলোকয়িতা, এবং সকল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। ৩৫।

তিনি সকল পদার্থে গূঢ়রূপে অবস্থিত, সর্ব্বত্রব্যাপনশীল এবং আদ্যন্তশূন্য, তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ সকলকে প্রকাশ করেন অথচ তিনি নিজে ইন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত। ৩৬।

তিনি বিশ্বের অতীত অথচ বিশ্বের কারণ, তিনি বাক্যমনের অতীত, তিনি বিশ্বের সমস্ত বিষয়ই জানিতেছেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানে না। ৩৭।

এই সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরেরই অধীন, এবং তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থিতি করিতেছে। ৩৮।

তাঁহার সত্যতাকে আশ্রয় করিয়া যাবদীয় বস্তু পৃথক্ পৃথক্ সত্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। হে মহেশ্বরি! আমাদিগের সকলেরই জন্মের কারণ তিনি। ৩৯।

অধিক কি সমস্ত বস্তুরই একমাত্র কারণ সেই পরমেশ্বর। ৪০।

তিনি বাক্যমনের অগোচর, তাঁহাকে কেহই জানে না—এ কথার অর্থ ইহা নহে যে তাঁহার বিষয় মনুষ্য কিছুই জানিতে পারে না, বা তাঁহার জ্ঞানলাভসম্বন্ধে মনুষ্যের চিন্তা এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। মনুষ্যকে যতদূর জানিবার অধিকার তিনি দিয়াছেন, মনুষ্য তাঁহার বিষয় ততদূরই জানিতে পারে। তবে তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহার সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত ভাব মনুষ্য পরীক্ষা করিতে পারে না। তাহা যদি পারিত, তাহা হইলে ত মনুষ্য নিজেই ব্রহ্ম অপেক্ষাও অধিক হইয়া উঠিত। তাহা হইলে আর ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব থাকিত না।

অসামান্যধীশক্তিসম্পন্ন, পণ্ডিত, প্রাচীন ও বিজ্ঞ পিতার সমস্ত জ্ঞান, বুদ্ধি, ও বিদ্যার পরীক্ষা এককালে লইতে ইচ্ছা করা বালক পুত্রের পক্ষে যেরূপ অসম্ভব, পিতা পরমেশ্বরের সম্বন্ধে আমাদিগেরও সেইরূপ ইচ্ছা করা তদ্রূপ বা তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণে অধিক অসম্ভব। কিন্তু যদিও পিতার সমস্ত জ্ঞানের পরিচয় বা পরীক্ষা পুত্র একদিনে বা দুইদিনে প্রাপ্ত না হয়, তথাচ সে তাহার পিতাকে

পিতা বলিয়া জানিতেও পারে, পিতা বলিয়া ডাকিতেও পারে, পিতৃভাবে তাঁহার প্রতি হৃদয়ের প্রেমভক্তিও অর্পণ করিতে পারে; তাহাতে তাহার কিছুমাত্র বাধা হয় না। বরং, আমার পিতার জ্ঞান শক্তি এই পর্য্যন্ত, ইহা জানা অপেক্ষা আমার পিতার অসীম জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ইহা জানিলে পিতার চরণে মস্তক আরও অধিক অবনত হয়, হৃদয় আরও অধিক বিনীত ভাব ধারণ করে এবং শ্রদ্ধাভক্তির পরিমাণের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ভগবান্ শিব যদিও পরমেশ্বরকে বাক্যমনের অতীত বলিয়াছেন, তথাচ তিনি আবার সেই স্থানেই এবং তাহার পরের অধ্যায়ে পরমেশ্বরকে জ্ঞেয়রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

তব স্নেহেন বক্ষ্যামি মম প্রাণাধিকং পরম্।
জ্ঞেয়ং ভবতি তদ্বক্ষ্যে সচ্চিদ্বিশ্বময়ং পরম্॥

ম. নি. ত. ৩।৬।

হে পার্ব্বতি! আমি তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ এ সকল গভীর বিষয় বলিতেছি; সেই সৎস্বরূপ, চৈতন্য-স্বরূপ বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরকে জানা যায়।

এ প্রকারের শ্লোক ভগবান্ শিব অনেক বলিয়াছেন, তাহার দুই একটীর এই গ্রন্থের মধ্যেও স্থান বিশেষে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বেদেতেও অবিকল এই ভাব ব্যক্ত করা আছে; যথা,—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন *॥

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২য় বল্লী,
৪র্থ অনুবাক্, ১ম শ্রুতি।

---

* কুতশ্চন ইতি বা পাঠঃ। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ব্রহ্মানন্দ বল্লী, ৯ অনুবাক্, ১ম শ্রুতি দেখ।

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে, অর্থাৎ যিনি বাক্যমনের অতীত, সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে মনুষ্য আর কখন কোন বস্তু হইতে ভয় প্রাপ্ত হয় না।

দেখুন একটী শ্লোকেরই উপরের পংক্তিতে লিখিলেন যে, তিনি বাক্যমনের অগোচর, আবার ঠিক্ তাহার নিম্ন ছত্রেই লিখিলেন, তাঁহাকে জানিলে আর কিছুতে ভয় হয় না।

অতএব ব্রহ্মকে জানা যায় না—এ কথা কেবল তাঁহার অনন্ত ভাব প্রকাশের জন্য লেখা মাত্র, বস্তুতঃ তাঁহাকে জানা যায়।

বেদে আরও লিখিত আছে,—

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ ॥

এই পরমাত্মাই একমাত্র জানিবার যোগ্য, ইনি আমাদিগের মধ্যেই সর্ব্বদা স্থিতি করিতেছেন। তাঁহার পর জানিবার যোগ্য আর কিছুই নাই।

বেদে এরূপ উক্তিও আছে যে, 'আমি সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি'। যথা,—

বেদাহমেব পুরুষং মহান্তং। ইত্যাদি।

পঞ্চদশীতে এইরূপ লিখিত আছে ; যথা,—

অবেদ্যোঽপ্যপরোক্ষোঽতঃ স্বপ্রকাশো ভবত্যয়ং।

প. দ. ৩।২৮।

যদিও তাঁহার অনন্তভাব সম্পূর্ণরূপে জানা যায় না, তথাচ তিনি সাধকদিগের প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া থাকেন ; এবং এইজন্যই তাঁহাকে স্বপ্রকাশ শব্দে অভিহিত করা হয়।

ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দমিতি বাজসনেয়িনঃ।
পঠন্ত্যতঃ স্বপ্রকাশং সুখং ব্রহ্মৈব নেতরৎ ॥

প. দ. যোগানন্দ ৬১।

বাজসনেয় উপনিষদে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ও স্বপ্রকাশ-রূপে কথিত হইয়াছেন, তিনি ভিন্ন নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ আর কোন বস্তু কোথাও নাই।

('নিরাকার পরমেশ্বরকে জানা যায় কি না?' শীর্ষক প্রস্তাব দেখ।)

সাকার উপাসনা।

পরমেশ্বর যে স্বরূপতঃ নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী, ইহা শাস্ত্র মাত্রেরই সিদ্ধান্ত। বিষয়বিশেষে শাস্ত্রসকলের মধ্যে যদিও কিছু না কিছু ভিন্নমত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এ বিষয়টীতে শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে কাহাকেও কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে দেখা যায় না। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে পরমেশ্বরকে আকাশরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বেদান্তসূত্রকার ভগবান্ ব্যাস বেদান্ত দর্শনে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ।

বে. সূ. ১। ১। ২২।

আকাশের সহিত পরব্রহ্মের সাদৃশ্য আছে এইজন্য বেদে ব্রহ্মকে আকাশরূপে কহা হইয়াছে। বাজসনেয় সংহিতোপনিষদে তাঁহার এইরূপ বর্ণনা আছে,—

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং। ইত্যাদি।

ঈশা. উপ. ৮ শ্রুতি।

পরমেশ্বর আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, পরিশুদ্ধ অর্থাৎ জ্যোতিঃ-স্বরূপ, কায়াবিহীন, অক্ষত, এবং স্নায়ু অর্থাৎ শিরা সম্পর্করহিত। অকায় এবং অস্নাবির এই উভয় কথা থাকাতে ভগবান্ শঙ্কর

স্বামী অর্থ করিয়াছেন যে, প্রথমটীতে অর্থাৎ 'অকায়' শব্দে সূক্ষ্ম শরীর নিষেধ করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়টীতে অর্থাৎ 'অস্নাবির' কথাতে স্থূল দেহ নিষেধ করা হইয়াছে। যথা,—"অকায় অশরীরো লিঙ্গশরীর বর্জ্জিতইত্যর্থঃ। অস্নাবিরমব্রণমিত্যাভ্যাং স্থূলশরীরপ্রতিষেধঃ।"

যাহাহউক পরমেশ্বরকে যদিও সকল স্থানেই নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপি রূপে বলা হইয়াছে, এবং যদিও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিমাত্রেই চিরকাল সেই ভাবে তাহার পূজা বা উপাসনাদি করিয়া আসিতেছেন, তথাচ সূক্ষ্ম বিষয় সকলের ধারণা করিতে যাঁহারা অক্ষম এ প্রকার দুর্ব্বলাধিকারী ব্যক্তিদিগের উপকারের নিমিত্ত শাস্ত্রকারগণ কল্পিত দেবমূর্ত্তিবিশেষেরও পূজা-উপাসনাদির ব্যবস্থা দিয়াছেন। যথা,—

অমূর্ত্তে চেৎ স্থিরো ন স্যাৎ ততোমূর্ত্তিং বিচিন্তয়েৎ।

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত
গরুড় পুরাণের বচন।

যদি অমূর্ত্তি অর্থাৎ আকারবিহীন সূক্ষ্ম পরমেশ্বরে মনের স্থিরতা করিতে না পায় তাহাহইলে মূর্ত্তি চিন্তাকরিবে।

ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং তাঁহার স্মৃতিতে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

অথ নিরাকারে লক্ষ্যবন্ধং কর্ত্তুং ন শক্নোতি তদা পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশমনোবুদ্ধ্যাত্মাব্যক্তপুরুষাণাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং ধ্যাত্বা তত্র তচ্চ লক্ষ্যস্তৎ পরিত্যজ্য পরমপরং ধ্যায়েৎ। এবং পুরুষধ্যানমারভেত। তত্রাপ্যসমর্থঃ স্বহৃদয়পদ্মস্যাবাঙ্মুখস্য মধ্যে দীপবৎ পুরুষং ধ্যায়েৎ। তত্রাপ্যসমর্থোভগবন্তং বাসুদেবং কিরীটিনং কুণ্ডলিনমঙ্গদিনং শ্রীবৎসাঙ্কং বনমালাবিভূষিতোরস্কং সৌম্যরূপং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং চরণমধ্যগতভুবং ধ্যায়েৎ।

বিষ্ণুসংহিতা ৯৭ অধ্যায়।

যদি কেহ নিরাকার পুরুষে লক্ষ্য স্থির করিতে না পারেন, তবে তিনি প্রথমতঃ পৃথিবী চিন্তা, পরে জল চিন্তা, তদনন্তর তেজঃ বায়ু ও আকাশ চিন্তা, শেষে মন বুদ্ধি জীবাত্মা ও অব্যক্ত প্রকৃতি অর্থাৎ পরমেশ্বরের যে শক্তি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহার চিন্তা এবং সর্ব্বশেষে প্রকৃতির অতীত যে পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বর তাঁহার চিন্তা আরম্ভ করিবেন।

যদ্যপি এভাবেও ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মচিন্তন অভ্যাস করিতে অসমর্থ হন তাহাহইলে আপনার হৃদয়পদ্মের মধ্যে দীপবৎ পুরুষকে চিন্তা করিবেন।

যদ্যপি তাহাতেও অসমর্থ হন তাহাহইলে শেষ পক্ষে কিরীট-কুণ্ডলাদিযুক্ত, শ্রীবৎসচিহ্নিত, বনমালাবিভূষিত, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, চতুর্ভুজ, সৌম্যমূর্ত্তি চিন্তা করিবেন।

প্রতিমা পূজার অধিকারী নিরূপণ সম্বন্ধে ভগবান্ রামচন্দ্র কৌশল্যা-দেবীকে এইরূপ কহিয়াছিলেন,—

তাবন্মামর্চ্চয়েদ্দেবং প্রতিমাদৌ স্বকর্ম্মভিঃ।
যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থিতং চাত্মনি ন স্মরেৎ॥

অ. রা. উত্তরকাণ্ড, ৭ম সর্গ ৭৬ শ্লোক।

আমি যে সর্ব্বব্যাপী বা সর্ব্বভূতশায়িরূপে সকল স্থানে ও সকল বস্তুতে এবং অন্তর্যামী ও পরমাত্মারূপে সকলের আত্মাতে চিরকাল অবস্থিত আছি যে পর্য্যন্ত মনুষ্যগণ অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আমাকে সেই ভাবে ভাবিতে না পারিবে, সেই পর্য্যন্ত তাহারা আমাকে প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করিবে। আমাকে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্যামিরূপে জানিতে পারিলে আর তাহাদের প্রতিমাপূজার অধিকার থাকিবে না। যথা,—

যাবৎ সর্ব্বভূতস্থিতং মামাত্মনি ন স্মরেৎ স এবাহমিতি ন জানীয়াৎ তাবদেব পূজাদাবধিকারো ন তদূত্তরং। ইতি টীকাকার।

কপিল দেবও ভগবানের অবতাররূপে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহার জননীকে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

মৃদাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্নবেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষবস্থিতং॥

ভা. ৩।২৯।২১।

যে পর্য্যন্ত মনুষ্যগণ সর্ব্বভূতশায়ী ঈশ্বররূপী আমাকে আপনাদিগের হৃদয়ে এবং সর্ব্বভূতে সমান রূপে অবস্থিত বলিয়া জানিতে না পারিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে রত থাকিয়া মৃত্তিকাদিনির্ম্মিত প্রতিমাদিতে আমার অর্চ্চনা করিবে।

এই কথা বলিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই কপিলদেব তাঁহার জননীকে বলিয়াছিলেন যে, যাঁহারা পরমেশ্বরের নিরাকার ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মা ও ঈশ্বর রূপে তিনি সর্ব্বকালে সর্ব্বভূতে অবস্থিত আছেন ইহা যাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা যদি ঈশ্বরের সে ভাব পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিমাদির পূজায় নিযুক্ত হন, তাহাহইলে তাঁহারা কেবল তদ্দ্বারা বিড়ম্বিত হন মাত্র। যথা,—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনং॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

ভা. ৩।২৯।১৮-১৯।

আমি সকল ভূতের আত্মস্বরূপ হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে অবস্থিত থাকি, আমার সেই সর্ব্বভূতশায়ী আত্মরূপী ভাবকে অবজ্ঞা করিয়া যদি কেহ অন্য প্রকারে প্রতিমাদিতে আমার পূজা করে, তাহা হইলে সে বিড়ম্বিত হয়। ১৮।

সকল ভূতে আত্মা ও ঈশ্বররূপে আমার অর্চ্চনা না করিয়া মূর্খতাবশতঃ সে ভাবের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া যে প্রতিমা পূজা করে সে ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করে। ১৯।

সাকার উপাসনা যে কেবল নিরাকার উপাসনায় অক্ষম, অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের জন্যই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ভগবান্ শিবও বলিয়াছেন ; যথা,—

এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং॥

ম. নি. ত. ১৩। ১৩।

এই গুণ অনুসারে নানাপ্রকার রূপ অর্থাৎ সাকার মূর্ত্তি অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের জন্য কল্পনা করা হইয়াছে।

প্রতিমাপূজাসম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন,—

অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্॥

উ. গী. ৩। ৮।

যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডপরায়ণ সাধারণ দ্বিজাতিবর্গ অগ্নিকে দেবতা জ্ঞান করিয়া পূজা করেন। মুনি অর্থাৎ মননশীল ব্যক্তিগণ আপনাদিগের হৃদয়ে পরমাত্মাকে বিরাজিত জানিয়া পূজা করেন। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ প্রতিমাকে দেবতা জ্ঞান করে। আর সমদর্শী ব্যক্তিগণ সকল স্থানে, প্রত্যেক পদার্থেই পরমেশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন *।

অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবামনীষিণাং।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা॥

রঘুনন্দনস্মৃতি। আহ্নিকতত্ত্বে,
দেবপূজাপ্রকরণে, শাতাতপবচন।

---

* অগ্নৌ ক্রিয়াবতাং বিষ্ণুর্যোগিনাং হৃদয়ে হরিঃ।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র বিদিতাত্মনাম্॥

ব্রহ্ম পুরাণ।

সামান্যবুদ্ধি মনুষ্যগণের জলেতে দেবতাবুদ্ধি হয়, অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের আকাশেতে দেবতাবুদ্ধি হয়, মূর্খ ব্যক্তিদিগের কাষ্ঠলোষ্ট্রাদি-নির্ম্মিত প্রতিমাতে দেবতাবুদ্ধি হয়। এবং যোগশীল ব্যক্তিদিগের আত্মাতে দেবতাবুদ্ধি হইয়া থাকে।

যাঁহারা দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত সাকার পূজাদিতে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারাও যাহাতে ক্রমশঃ নিরাকার উপাসনার উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারেন তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ক্রটি করিবেন না। শাস্ত্রকারগণ এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহার দুই একটী মাত্র আমি এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। যথা,—

স্থূলে নির্জ্জিতমাত্মানং শনৈঃ সূক্ষ্মং ধিয়া নয়েৎ।

বি. পু. ২। ১। ৩৫ শ্লোকের টীকায় স্বামিধৃত বচন।

স্থূলচিন্তারত আত্মাকে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি দ্বারা সূক্ষ্ম বস্তুতে লইয়া যাইবে *।

---

* সাকার দেবমূর্ত্তি সকলের চিন্তা হইতে নিরাকারের উপাসনায় যাইতে হইলে মধ্যে প্রায় অনেকের আবার একটী নিজের মনগড়া সাকার আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে; সে সাকারটীরও কিছু দিন সেবা না করিলে প্রায় নিরাকার ভাব অনেকের আসে না। সেই জন্য আমি নিজের জীবনের পরীক্ষায় এ বিষয়ে যাহা দেখিয়াছি তাহাই সংক্ষেপে লিখিতেছি মাত্র।

আমি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে নিরাকার পরব্রহ্মের পূজা ও ব্রহ্মোপাসনার যারপরনাই প্রশংসা পাঠ করিয়া যৎকালে সর্ব্ব প্রথম নিরাকারপূজায় প্রবৃত্ত হইতে চেষ্টা করি, তখন ঈশ্বরের চিন্তা করিতে যাইলেই স্বর্গোপরিস্থ এক জন পবিত্রমূর্ত্তি পক্ককেশ বৃদ্ধকে মানসচক্ষে বা কল্পনাচক্ষে দেখিতে পাইতাম। তাঁহাকেই ঈশ্বর বোধে আমি সে সময় ভক্তিভরে মনে মনে প্রণাম করিতাম। এইরূপ অবস্থাতেই আমার কিছু দিন অতিবাহিত হইয়া যায়, পরে এক সময় এক খানি

যাঁহারা তত্ত্ব বিচার দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্ত না হইয়া অজ্ঞান অবস্থাতেই পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য ষড়ঙ্গযোগ অভ্যাসে প্রবৃত্ত হন এবং কোন প্রকার স্থূল মূর্ত্তির চিন্তা করেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রকারগণ ক্রমে ক্রমে এইরূপে সূক্ষ্মধ্যানের পথে অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন। যথা,—

ততঃ শঙ্খগদাচক্রশার্ঙ্গাদিরহিতো বুধঃ।
চিন্তয়েদ্ভগবদ্রূপং প্রশান্তং সাক্ষসূত্রকম্॥

সদ্গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারিলাম যে, আমি এখনও নিরাকার উপাসনায় পৌঁছিতে পারি নাই, এখনও স্থূল ভাবের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছি, এখনও নিরাকার সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে দূর স্বর্গোপরে স্থূলভাবে রাখিয়া দিয়াছি, তাঁহাকে নিকটে বা প্রাণে আনিতে পারি নাই, এবং তাঁহার প্রকৃত উপাসনার ভাবও প্রাপ্ত হই নাই। যাহাহউক অল্পদিন পরেই পরমেশ্বরের কৃপায় আমি নিরাকার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলাম। ক্রমে তাঁহার কৃপায় নিরাকার উপাসনা নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়া গেল। জীবন ধন্য বোধ করিলাম, কৃতার্থ হইলাম।

অতএব যে সকল ভ্রাতা নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে যাইয়া আমার ন্যায় প্রথমতঃ বৃদ্ধমূর্ত্তি বা অন্য কোন পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা যেন নিরাশ হইয়া, অথবা কাহারও কথায় ভুলিয়া তাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত না হন; সেই ভাবেই তাঁহারা অগ্রসর হউন, সেই মূর্ত্তিকেই তখন প্রণাম করুন, এবং সদ্গ্রন্থ বা উন্নত উপাসনাশীল ব্যক্তির সাহায্যে নিরাকার উপাসনার ভাব বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করুন; নিরাকারের উপাসনায় তাঁহারা অতি সহজেই সক্ষম হইবেন। বিশ্বগুরু পরমেশ্বর আপনিই দেখা দিবেন। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, তাহাতে কত আনন্দ, কত তৃপ্তি এবং কত কৃতার্থতা। কিন্তু কথা এই যে, প্রকৃত ভক্তি চাই, প্রাণগত পিপাসা ও অনুরাগ চাই; নতুবা কিছুতেই কিছু হইবে না।

সা যদা ধারণা তদ্বদবস্থানবতী ততঃ।
কিরীটকেয়ুরমুখৈর্ভূষণৈ রহিতং স্মরেৎ ॥
তদেকাবয়বং দেবং চেতসা হি পুনর্ব্বুধঃ।
কুর্য্যাত্ততোঽবয়বিনি প্রণিধানপরোভবেৎ ॥

বি. পু. ৬।৭।৮৬—৮৮।

প্রথমতঃ শঙ্খ, চক্র, ধনুঃ এবং কিরীট কেয়ূরাদির সহিত ভগবন্মূর্ত্তির চিন্তা করিতে বলিয়া পরে বলিতেছেন যে, উক্তপ্রকার ধারণা স্থিরতরা হইলে সর্ব্বপ্রথমে কেবল শঙ্খ, চক্র ও ধনুঃ প্রভৃতি বিরহিত, প্রশান্ত, অক্ষমালাধারী ভগবন্মূর্ত্তি চিন্তা করিবে। ৮৬।

পরে যখন এইরূপ শঙ্খ চক্রাদি বিরহিত অথচ কিরীট কেয়ূর সংযুক্ত ভগবন্মূর্ত্তির ধারণা স্থিরতরা হইবে, তখন কিরীট কেয়ূর প্রভৃতি ভুষণ-রহিত ভগবন্মূর্ত্তি ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইবে। ৮৭।

এইরূপে ক্রমশঃ ভগবানের সমুদায় অঙ্গের ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া কেবল একটীমাত্র অঙ্গ (যথা, মুখ বা চরণ) ধ্যান করিবে, পশ্চাৎ অবয়ব চিন্তা একেবারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবয়বী অর্থাৎ নিরাকার পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইবে *। ৮৮।

---

* তদ্রূপপ্রত্যয়ায়ৈকা সন্ততিশ্চান্যনিস্পৃহা।
তদ্ধ্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষড়্ভির্নিষ্পাদ্যতে নৃপ ॥
তস্যৈব কল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যঃ।
মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যঃ সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে ॥

বি. পু. ৬।৭।৮৯-৯০।

হে রাজন্! যখন নিরবচ্ছিন্ন একমাত্র পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান প্রবাহিত হইতে থাকে এবং মন বিষয়ান্তরে ধাবমান না হয় তখন তাহাকে ধ্যান শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। এই প্রণালীতে ধ্যান অভ্যাস ষড়ঙ্গযোগের দ্বারা সাধিত হয়। ৮৯।

ভগবান্ শিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন,—

সূক্ষ্মধ্যানপ্রবোধায় স্থূলধ্যানং বদামি তে।

ম. নি. ত.।

সূক্ষ্ম অর্থাৎ অরূপ নিরাকারের ধ্যান শিক্ষা দিবার নিমিত্তই আমি তোমাকে স্থূল ধ্যান অর্থাৎ মূর্ত্তি বিশেষের ধ্যানের কথা বলিতেছি। নতুবা স্থূল ধ্যানের অপর কোন আবশ্যকতা নাই।

নিরাকার পরমেশ্বরকে জানা যায় কি না?

ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।১।১ শ্রুতি।

ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি শ্রেয়োলাভ করেন।

যদর্চ্চিমদ্যদণুভ্যোঽণু যস্মিন্ লোকানিহিতালোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদ্বাঙ্মনঃ। তদেতৎ সত্যং
তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সৌম্য বিদ্ধি॥ ২॥

মু. উ. ২।২।২। শ্রুতি।

যিনি দীপ্তিমান্, যিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, এবং পৃথিব্যাদি লোক সকল ও লোকবাসী জীব সকল যাঁহাতে নিহিত রহিয়াছে, তিনিই অক্ষয় ব্রহ্ম, তিনিই প্রাণ, তিনিই বাক্যমন অর্থাৎ বাক্য মনের কারণ, তিনিই সত্য, তিনিই অমৃত, তিনিই জানিবার যোগ্য। অতএব হে প্রিয়! তাঁহাকে জান।

এইরূপে এই ধ্যান যখন কল্পনাবিহীন হয় অর্থাৎ মনের দ্বারা যখন ভগবানের স্বরূপ ভাব গ্রহণ করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া হয় তখনই তাহাকে সমাধি বলে। ৯০।

অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষ-
মোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্য-
বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ॥

মু. উ. ২।২।৫। শ্রুতি।

এই পরব্রহ্মেতে স্বর্গ মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষ এবং প্রাণের সহিত মন ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান আছে। এই আত্মাকে জান, অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর, ইনিই অমৃতের সেতু।

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদোবিদুঃ॥

মু. উ. ২।২।৯। শ্রুতি।

হৃদয়ের অভ্যন্তরে জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ জ্ঞানালোকসম্পন্ন পরম কোষ মধ্যে নির্ম্মল, কলা বা অংশ রহিত অর্থাৎ নিরবয়ব, শুদ্ধ ও জ্যোতির জ্যোতিঃ পরব্রহ্ম স্থিতি করিতেছেন, আত্মবিৎ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে জানেন।

ইতিপূর্ব্বে "পরমেশ্বর কিং স্বরূপ?" শীর্ষক প্রস্তাবে দেখান হইয়াছে, এবং পুনর্ব্বার দেখান যাইতেছে যে, যদিও পিতা পরমেশ্বরকে আমরা জানিতে পারি, যদিও পুত্রভাবে তিনি আমাদিগের নিকট সর্ব্বদাই তাঁহার আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছেন, তথাচ তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আমাদের বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে আমরা কখনও সমর্থ নহি। সামবেদীয় তলবকারোপনিষদে অর্থাৎ কেনোপনিষদে এ বিষয়টী অতি পরিষ্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—শিষ্য আচার্য্যের মুখে ব্রহ্মের লক্ষণ সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হাঁ আমি ব্রহ্মকে এক্ষণে জানিয়াছি" এবং তিনি যে ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন নিম্নলিখিতরূপে তাহার পরিচয়ও দিলেন; যথা,—

নাহং মন্যে সুবেদেতি নোন বেদেতি বেদ চ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নোন বেদেতি বেদ চ॥

কেন উপ. ১০ শ্রুতি।

এমত মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি। ইহাও মনে করি না যে, তাঁহাকে আমি জানি না। কারণ আমাদিগের মধ্যে যিনি বলেন যে, আমি তাঁহাকে জানি না, তিনিই তাঁহাকে জানেন। তাঁহাকে জানি না আর তাঁহাকে জানি এই বাক্যের তাৎপর্য্য আমারদিগের মধ্যে যে শিষ্য জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে জানি না এইটীই আমাদের তাঁহাকে জানা। ইহার পরই একাদশ শ্রুতিতেও ঐ ভাব আবার প্রকাশ করিলেন; যথা,—

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।

ইত্যাদি।

কেন উপ ১১ শ্রুতি।

যিনি এরূপ মনে করেন যে, আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিতে পারি নাই, তিনিই সত্য মনে করেন আর যিনি মনে করেন, আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, তিনি তাঁহাকে জানিতে পারেন নাই।

এই শ্রুতি বচনগুলির যেন কেহ বিপরীত অর্থ গ্রহণ না করেন, উহা কেবল ব্রহ্মের অনন্তভাবপ্রকাশক বচনমাত্র *। ইহার অব্যবহিত

---

* অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে এই কথা বলিয়াছিলেন,—

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥

গী. ১০।১৫।

হে পুরুষোত্তম! হে দেবদেব! হে ভূতগণের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, হে জগৎপতে! তুমি আপনিই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে জান; অন্য

পরবর্ত্তী অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রুতিতেই আবার স্পষ্টরূপে বলিলেন যে, তাঁহাকে জানা যায়। অধিক কি ত্রয়োদশ শ্রুতিতেই আবার একেবারে এতদূর পর্য্যন্ত বলিলেন যে, ইহলোকে থাকিতে থাকিতে তাঁহাকে না জানিলে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়। যথা,—

> ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
> ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
> ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
> প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥

কেন উপ. ১৩ শ্রুতি।

কেহ তোমাকে সেরূপে জানেন না।১৫। (অতএব তোমার তত্ত্ব তুমি আপনিই বল, আমি সেইরূপে তোমার ভাবনা করিব।) ১৬ ও ১৭ শ্লোক।

ভগবান্ রামানুজাচার্য্য তাঁহার "বেদান্ততত্ত্বসার" নামক গ্রন্থের শেষভাগে নিম্নলিখিত বচনটী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন ;—

> সগুণো নির্গুণো বিষ্ণুর্জ্ঞানগম্যোহ্যসৌ স্মৃতঃ।
> ন হি তস্য গুণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈর্মুনিগণৈরপি।
> বক্তুং শক্যাবিযুক্তস্য সত্ত্বাদ্যৈরখিলৈর্গুণৈঃ॥

রা. বে. ত. সা.।

ভগবান্ বিষ্ণু অর্থাৎ পরমেশ্বর সগুণ এবং নির্গুণ উভয়ই, অর্থাৎ তিনি সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃতও আছেন, অথচ সৃষ্টির অতীত হইয়া আপনার সচ্চিদানন্দস্বরূপেও অবস্থিত আছেন। তাঁহাকে জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমস্ত মুনি একত্রিত হইলেও সত্ত্বাদি গুণসমূহের অতীত সেই পরমেশ্বরের সকল প্রকার গুণ বা স্বরূপ তন্ন তন্ন করিয়া বলিতে পারেন না।

আমেরিকা দেশীয় মহাত্মা থিওডোর পার্কার এসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন ; যথা,—

যদি ইহলোকে থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মকে জানিতে পার তবে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে, আর ইহলোকে থাকিয়া যদি তাঁহাকে না জানিতে পার তবে মহতী হানি হইবেক। ধীর ব্যক্তিরা তাঁহাকে প্রত্যেক পদার্থে অবস্থিত জানিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হন এবং অমরত্ব লাভ করেন।

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো-
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

কঠ উপ. ৬।৯।

তাঁহার স্বরূপ চক্ষুর গোচর নহে, তাঁহাকে কেহ চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না। তিনি হৃদ্গত সংশয়রহিত বুদ্ধিদ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

মনু কহিয়াছেন,—

প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামণীয়াংসমণোরপি।
রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাত্তং পুরুষং পরং॥

মনু ১২।১২২।

There must be many qualities of God not at all known to men, some of them not at all knowable by us; because we have not the faculties to know them by. Man's consciousness of God and God's consciousness of Himself must differ immeasurably. For no man can ever have an exhaustive conception of God,—one I mean which uses up and comprises the whole of God. We have scarcely an exhaustive conception of any thing. Certain properties and forces of things we know; the substance of things is almost, if not quite, beyond our ken. But we may have such an idea of God as, though incomplete, is perfectly true, and comprises no quality which is not also a quality of God. Then our idea of God is true as far as it goes, only it does not describe the whole of God. * * * It is enough for us to know of the infinite what is knowable to finite man.

"Theism, Atheism and Popular theology"—By Theodore Parker.

Speculative Theism, Regarded as a theory of the universe. p. 107.

যিনি আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত সকল পদার্থের শাসনকর্ত্তা, যিনি অণু অপেক্ষাও অণু, অর্থাৎ নিরাকার সূক্ষ্ম পদার্থ, যিনি সুবর্ণরূপ অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ, বিজ্ঞান প্রকাশমাত্র, যিনি স্বপ্নধীগম্য অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, কেবল মনদ্বারা দর্শনীয়, এবম্বিধ শ্রেষ্ঠ পুরুষ যে পরমাত্মা তাঁহাকে অবগত হও *।

স্বপ্নধীগম্যং দৃষ্টান্তোঽয়ং স্বপ্নধীসদৃশজ্ঞানগ্রাহ্যং যথা স্বপ্নধী-শ্চক্ষুরাদিবাহ্যেন্দ্রিয়োপরমে মনোমাত্রেণ জন্যতে এবমাত্মধীরূপ। ইতি টীকাকার কুল্লুক ভট্ট।

যো ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবত্যেষ ইতি শ্রুতিং।
শ্রুত্বা তদেকচিত্তঃ সন্ ব্রহ্ম বেত্তি ন চেতরৎ॥

পা. দ. ৭।২৪০।

---

* মনু আরও লিখিয়াছেন,—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥

মনু ১।৯৬-৯৭।

জড়ভূত সকল অপেক্ষা কীটাদি প্রাণী শ্রেষ্ঠ, প্রাণিসকলের মধ্যে বুদ্ধিজীবী জীবগণ শ্রেষ্ঠ, অন্য সকল প্রকার বুদ্ধিজীবী জীবগণ হইতে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহাদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি আছে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের মধ্যে আবার যাঁহারা কর্ত্তব্যমাত্রের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, আবার সেই সমস্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি-দিগের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মকে জানেন তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন, এই শ্রুতি শ্রবণ করিয়া এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মকেই জানিতে ইচ্ছা কর অন্য বিষয় পরিত্যাগ কর *।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণি স্থিতঃ।

গী. ৫।২০।

মোহবিহীন স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিরা ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মেতেই অবস্থিত থাকেন।

শোভা তস্য মুখে য এবং বেদেতি।
ব্রহ্মবিদইব তে সৌম্য মুখমাভাতি।

শ্রুতি।

---

* আত্মভাবং নয়ত্যেবং তং ব্রহ্মধ্যায়িনং মুনে।
বিকার্য্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা॥

বি. পু. ৬।৭।৩০।

হে মহর্ষে! চুম্বক যে প্রকার আত্মশক্তিদ্বারা বিকারী লৌহকে আকর্ষণ করে, পরব্রহ্ম সেইরূপ তাঁহার ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণকে আপনার ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া লন।

এই শ্লোকের টীকায় ভগবান্ শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন,—

অয়ন্তু দৃষ্টান্তঃ সংযোগমাত্রে নতু তদৈক্যে।

বি. পু. ৬।৬।৩০।

"সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ" নামক গ্রন্থের মধ্যে 'পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনে' এইরূপ লিখিত আছে, "যেমন 'সম্পূজ্য ব্রাহ্মণং ভক্ত্যা শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণো ভবেৎ' এই বাক্যদ্বারা শূদ্র ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণের পূজাকরিলে ব্রাহ্মণের ন্যায় পবিত্রতাদিগুণবিশিষ্ট হয়, এই অর্থই বুঝায় সেইরূপ 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মের অভেদ না বুঝাইয়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মের ন্যায় পবিত্রতাদিগুণসম্পন্ন হন এই অর্থই বুঝাইবে।"

ব্রহ্মকে জানিলে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের মুখে এক প্রকার শোভা দেখিতে পাওয়া যায়।

গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শিষ্য! তোমার মুখ আজ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির মুখের ন্যায় উদ্ভাসিত দেখিতেছি।

নিরাকার পরমেশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায় কি না?

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা-
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ ৭।

মু. উ. ২।২।৭।

যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন ধীর ব্যক্তিরা তাঁহাকে জ্ঞান দ্বারা দর্শন করেন।

এষ সর্ব্বেষু ভুতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥*

কঠ উপ ৩। ১২।

এই আত্মা সর্ব্বভুতে গূঢ়রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, ইনি প্রকাশ পান না, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা একাগ্র সূক্ষ্মবুদ্ধিদ্বারা ইহাঁকে দর্শন করেন।

ন হ্যয়ং চক্ষুষা দৃশ্যো ন চ সর্ব্বৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
মনসা তু প্রদীপেন মহানাত্মা প্রকাশতে ॥

ম. ভা. মো. ধ. ৬৫।১৫।

---

* এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠত্যবিরলঃ সদা।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥
শাং. সং. ৭ম অধ্যায়।

এই পরমেশ্বরকে চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না, তিনি অন্য কোন ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, কেবল মনোরূপ প্রদীপের দ্বারাই সেই মহান্ আত্মাকে দেখা যায়।

মৃগৈর্ম্মৃগাণাং গ্রহণং পক্ষিণাং পক্ষিভির্যথা।
গজানাঞ্চ গজৈরেবং জ্ঞেয়ং জ্ঞানেন গৃহ্যতে॥

ম. ভা. মো. ধ. ৩০।১২।

মনু কহিলেন, বৃহস্পতে! যেরূপ মৃগদ্বারা মৃগ, পক্ষিদ্বারা পক্ষী এবং গজদ্বারা গজ ধৃত হইয়া থাকে সেইরূপ জ্ঞেয় পদার্থ পরমেশ্বর কেবল জ্ঞানদ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকেন।

গৃহ্যতে বশীক্রিয়তে। ইতি টীকাকার। মৃগেণ মৃগইব জ্ঞানেন স্বজাতীয়েন জ্ঞেয়ং।

একস্ত্বমগ্র্যং পরমং পদং যৎ
পশ্যন্তি ত্বাং সুরয়ো জ্ঞানদৃশ্যম্।

বি. পু. ৫।১।৪৫।

ব্রহ্মা কহিলেন, তুমি এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়, তুমি জ্ঞান দৃশ্য অর্থাৎ কেবল জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা তোমাকে দেখা যায়, তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং পরমপদ, পণ্ডিতেরা তোমাকে সেই জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন।

সর্ব্বগং সচ্চিদাত্মানং জ্ঞানচক্ষুর্নিরীক্ষতে।
অজ্ঞানচক্ষুর্নেক্ষেত ভাস্বতং ভানুমন্ধবৎ॥

আ. বো. ৬৪।

অন্ধব্যক্তি যে প্রকার সূর্য্যকিরণ দেখিতে পায় না, অজ্ঞানচক্ষুব্যক্তিগণও সেইরূপ পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে সর্ব্বত্র সর্ব্বগতরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

বোধেঽপ্যনুভবো যস্য ন কথঞ্চন জায়তে।
তং কথং বোধয়েৎ শাস্ত্রং লোষ্ট্রং নরসমাকৃতিং॥

প. দ. ৭।১৯।

জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম যাহার কোন প্রকারে অনুভবগম্য না হয়েন, সেই নরাকৃতিধারী মৃৎপিণ্ডসদৃশ ব্যক্তিকে শাস্ত্রে কি প্রকারে বুঝাইবেন?

জিহ্বা মেঽস্তি ন বেত্যুক্তির্লজ্জায়ৈ কেবলং যথা।
ন বুধ্যতে ময়া বোধো বোদ্ধব্য ইতি তাদৃশী॥

প. দ. ৭।২০।

আমার জিহ্বা আছে কি না ইহা বলা যে প্রকার লজ্জার বিষয়, নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে আমি কোন রূপে জানিতে পারি না ইহা বলাও সেইরূপ অযুক্তিকর।

যাহা চর্ম্মচক্ষে দেখা যায়, তাহাকেই যে কেবল প্রত্যক্ষ দর্শন বলে আর যাহা জ্ঞানচক্ষে দেখা যায় তাহাকে যে প্রত্যক্ষ দর্শন বলে না এরূপ নহে; সাঙ্খ্য দর্শনের ন্যায় নিরীশ্বর শাস্ত্রও প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র এই তিন প্রকার প্রমাণের উল্লেখ স্থলে জ্ঞানচক্ষের দর্শনকে প্রত্যক্ষ দর্শন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন *। যথা,—

* বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাঁচ প্রকার চক্ষুর (অর্থাৎ দর্শন শক্তির) কথা লিখিত আছে; যথা,—

১ম, মাংস চক্ষু।
২য়, ধর্ম্ম চক্ষু। (ইহাকে বোধ হয় শাস্ত্রচক্ষুও বলাযায়।)
৩য়, প্রজ্ঞান চক্ষু।
৪র্থ, দিব্য চক্ষু।
৫ম, বুদ্ধ চক্ষু।

যোগিনামবাহ্যপ্রত্যক্ষত্বান্ন দোষঃ।

সা. প্র. ভা. ১।৯০ সূত্র।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করান তৎকালে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরং।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যৎ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥
নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরং॥

গী. ১১।৭-৮।

হে অর্জ্জুন! স্থাবর জঙ্গম ও পশু মনুষ্যাদি সম্বলিত ব্রহ্মাণ্ড সকল এবং অন্য আর যাহা কিছু তুমি দেখিতে ইচ্ছাকর সে সমস্ত, আমার এই এক বিরাট দেহের মধ্যে দর্শন কর। কিন্তু তোমার এই চর্ম্ম চক্ষুদ্বারা তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না। আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি তাহাদ্বারা তুমি আমার এই ঐশ্বরীয় ব্যাপার দর্শন কর।

এই শ্লোকের টীকায় ভগবান্ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, "অনেনৈব স্বীয়েন চর্ম্মচক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে শক্তোন ভবিষ্যসি। অতো-দিব্যমলৌকিকং জ্ঞানাত্মকং চক্ষুস্তুভ্যং দদামি।"

মুনিরা রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—

বুদ্ধজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে সেই সিদ্ধ অবস্থায় যাহাদ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সব দেখা যায়, বা জানা যায় তাহার নাম বুদ্ধ চক্ষু।

Journal. Royal As. Soc. Vol. V. p 53.

ললিতবিস্তর নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

"বুদ্ধো ভগবান্ পঞ্চচক্ষুঃ সমন্বাগতঃ।"

ল. বি. ১ম অধ্যায়।

সর্ব্বগং নিত্যমেব ত্বাং জ্ঞানচক্ষুর্ব্বিলোকয়েৎ ॥৭১।
যোগিনস্ত্বাং বিচিন্বন্তি স্বদেহে পরমেশ্বরং ॥ ৭২ ।
বিচিন্বন্তো হি পশ্যন্তি চিন্মাত্রং ত্বাং ন চান্যথা ॥৭৪।

অ রা. উত্তরকাণ্ড, ২য় সর্গ।

সর্ব্বব্যাপী, নিত্য একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু যে তুমি তোমাকে জ্ঞান-চক্ষে দর্শন করা যায়। ৭১। যোগিগণ তোমাকে আপনাদের দেহের মধ্যে অন্বেষণ করেন। ৭২। অন্বেষণ করিয়া চৈতন্যস্বরূপ তোমাকে তাঁহারা নিশ্চয় দর্শন করেন। ৭৪।

মহর্ষি অষ্টাবক্র বলিয়াছিলেন,—

সশরীরমহো বিশ্বং পরিত্যজ্য ময়াধুনা।
কুতশ্চিৎ কৌশলাদেব পরমাত্মা বিলোক্যতে ॥

অ. সং ২।৩।

আমি এক্ষণে দেহ এবং জগতের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কোন কৌশল ক্রমে পরমাত্মাকে অবলোকন করিতেছি।

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—

ভীতঃ পান্থইবাহিভ্যঃ পুক্কশেভ্যইব দ্বিজঃ।
দূরে তিষ্ঠতি চিন্মাত্রমিন্দ্রিয়েভ্যোহ্যনাময়ং ॥

যো. বা. উপ. প্রকরণ।

সর্প ভয়ে ভীত পথিক যেমন দূরে পলায়ন করে, চণ্ডাল হইতে দ্বিজ যেমন দূরে সরিয়া যান, সেইরূপ অনাময় (নির্ব্বিকার) চৈতন্য-স্বরূপ পরব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গণ হইতে দূরে অবস্থিতি করেন। অর্থাৎ তিনি কখন ও কোন ব্যক্তির কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর হন না। *

* Material eyes can only behold material things and spiritual eyes can only behold spiritual things.

GREAT HARMONIA, Vol.I. p. 199.

বশিষ্ঠদেব আরও বলিয়াছেন,—

সর্ব্বশক্তিরনন্তাত্মা সর্ব্বভাবান্তরস্থিতঃ।

অদ্বিতীয়শ্চিদিত্যন্তর্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

সর্ব্বশক্তিযুক্ত এক অনন্ত আত্মা সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই অদ্বিতীয় চিৎস্বরূপ পরমেশ্বরকে যিনি অন্তশ্চক্ষুদ্বারা দর্শন করেন, তিনিই সত্য দর্শন করেন।

নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা হয় কি না?

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।

নামরূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে॥

বি· পু· ১।১৯।৭৯।

প্রহ্লাদ কহিলেন, যাঁহার নাম নাই, রূপ নাই, কেবল আছেন এইমাত্র রূপে যাঁহাকে জানা যায়, সেই বিশ্বের মহান্ আত্মাকে বার বার নমস্কার করি।

দ্বয়োর্মধ্যে গতং নিত্যমস্তি নাস্তীতি পক্ষয়োঃ।

প্রকাশনং প্রকাশ্যানামাত্মানং সমুপাস্মহে॥

যো· বা· উপ· প্রকরণ।

অস্তি এবং নাস্তি এই দুই পক্ষের মধ্যস্থিত, নিত্য এবং সকল প্রকাশ্য বস্তুর প্রকাশক যে পরমাত্মা তাঁহাকে আমরা উপাসনা করি।

অশিরস্কমকায়াভমশেষাকারসংস্থিতম্।

অজস্রমুচ্চরন্তং স্বং তমাত্মানমুপাস্মহে॥

যো· বা· উপ· প্রকরণ।

যিনি মস্তকাদি অবয়বরহিত, যিনি প্রত্যেক বস্তুতে সমভাবে অবস্থিত, যিনি "আমি আছি" এই কথা অজস্রবার উচ্চারণ করিতেছেন, আমরা সেই পরমাত্মাকে উপাসনা করি।

তিষ্ঠন্নপি হি নাসীনো গচ্ছন্নপি ন গচ্ছতি।
শান্তোঽপি ব্যবহারস্থঃ কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥
এষ এব সদা তোষ্যঃ স্তুত্যো ধ্যাতব্য এবচ।
জরামরণসম্মোহাদনেনোত্তীর্য্য গম্যতে॥

যো. বা. উপ. প্রকরণ।

যিনি সর্ব্বত্র স্থিত হইলেও কোন বস্তুর সহিত সংযুক্ত নহেন, যিনি সর্ব্বত্রগামী হইয়াও গমনশীল নহেন, যিনি শান্তভাবে থাকিয়াও সৃজন পালনাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, অথচ যিনি সকল কার্য্যেই নির্লিপ্ত,

সেই পরমাত্মাকে সর্ব্বদা তুষ্ট করা এবং তাঁহার ধ্যান ও স্তব করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহা করিলেই জরা মরণ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

গায়ত্রী।

আমরা সেই জগৎপ্রসবিতা দেবতার পরম শক্তি ও জ্ঞান বা উজ্জ্বল আবির্ভাব ধ্যান করি। *

---

* আধারাধেয় সম্বন্ধাৎ গায়ত্রী ব্রহ্মণঃ স্বয়ং।

ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব গায়ত্রী কবচ।

গায়ত্রী পরব্রহ্মের আধার স্বরূপ, এই আধার আধেয় সম্বন্ধপ্রযুক্ত গায়ত্রীকে স্বয়ং ব্রহ্মরূপে বলা হয়।

প্রণব ব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥

রঘুনন্দন, আহ্নিকতত্ত্বধৃত বচন।

"সত্যং জ্ঞানং পরমানন্দরূপ আত্মেত্যেবং নিত্য-দোপাসনং স্যাৎ। নান্যৎ কিঞ্চিৎ সমুপাসীত ধীরঃ।"

পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনে,—৩। ৩। ৬৮ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ মধ্বস্বামিধৃত কমঠ শ্রুতির বচন।

সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, পরমানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরেরই প্রতিদিন উপাসনা করিবেক। জ্ঞানী ব্যক্তি অন্য কাহারও উপাসনা করিবেন না।

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। য আত্মানমেব প্রিয়-মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি ॥

শ্রুতি।

পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। যিনি পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখনও মরণশীল হন না।

তদেতদ্ ব্রহ্ম অপূর্ব্বং এতদমৃতমভয়ং শান্ত উপাসীত।

শ্রুতি।

সেই যে এই ব্রহ্ম ইহাঁর পূর্ব্বে আর কেহ নাই, ইনি অমৃত ও অভয়। শান্ত সমাহিত হইয়া ইহাঁর উপাসনা কর।

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৪ ॥

মু. উ. ২। ২। ৪ শ্রুতি।

প্রণবকে ধনুঃস্বরূপ, আত্মাকে শরস্বরূপ, এবং ব্রহ্মকে লক্ষ্যস্বরূপ করিয়া বলিয়াছেন। প্রমাদশূন্য হইয়া পরব্রহ্মকে বিদ্ধ করতঃ

প্রণব, ব্যাহৃতি, এবং গায়ত্রী এই তিনের দ্বারা সেই পরম ব্রহ্মই উপাসনার বস্তু হয়েন, যাঁহাতে আমাদের আত্মা সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অর্থাৎ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আমরা সকলে জীবিত আছি।

শরের ন্যায় লক্ষ্যের সহিত তন্ময় হইয়া থাকিবে। অর্থাৎ শর যেপ্রকার লক্ষ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেই ভাবে ব্রহ্মেতে অবস্থিতি করিবে।

"পরেণ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ।"

বে. সূ. ৩।৩।৫৪।

পরমেশ্বর এবং তাঁহার ভক্তদিগের সহিত অনুবন্ধ অর্থাৎ প্রীতি, এবং তাদ্বিধ্য অর্থাৎ প্রীত্যনুকূল ব্যাপার এই দুইটীই পরমেশ্বরের মুখ্য উপাসনা।

মধ্বস্বামী এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"পরমাত্মৈব ভক্ত্যা দর্শনং প্রাপ্য মুক্তিং দদাতীতি প্রধান সাধনত্বাৎ ভক্তিঃ করণত্বেনোচ্যতে।"

পূ. প্র. দ. ৩।৩।৫৪।

বেদান্ত দর্শন আরও বলিয়াছেন,—

ভূম্নঃ ক্রতুবৎ জ্যায়স্ত্বং তথা হি দর্শয়তি।

বে. সূ. ৩।৩।৫৮।

কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে যেমন অশ্বমেধাদি যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সকল প্রকার উপাসনার মধ্যে ভূমা মহান্ পরমেশ্বরের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ, ইহা বেদে কহেন।

ঐ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ মধ্বস্বামী নিম্নলিখিত শ্রুতিবচনটী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন ; যথা,—

ভূমৈব দেবঃ পরমোহ্যুপাস্যো-
নৈবাভূমা ফলমেষাং বিধত্তে।

পূ. প্র. দ. ৩।৩।৫৭ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমান্
মধ্বস্বামিধৃত গোপবন শ্রুতির বচন।

ভূমা মহান্ পরমেশ্বরই পরম উপাস্য দেবতা; তাঁহার উপাসনা দ্বারা যে ফল লাভ হয়, অভূমা অর্থাৎ ক্ষুদ্রের উপাসনার দ্বারা সে ফল লাভের আশা নাই।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥

মু. উ. ৩।১।৮।

চক্ষুঃদ্বারা, কি বাক্যদ্বারা, কি অপরাপর ইন্দ্রিয়দ্বারা, কি তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল বিশুদ্ধ-সত্ত্ব ব্যক্তিরা জ্ঞানপ্রসাদে ধ্যান করতঃ সেই নিষ্কলঙ্ক পুরুষকে দেখিতে পান।

সমাসক্তং যথা চিত্তং জন্তোর্ব্বিষয়গোচরে।
যদ্যেবং ব্রহ্মণি স্যাত্তৎ কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥

প. দ. ১১।১১৫।

জীব সকলের অন্তঃকরণ বাহ্য বিষয়ে (অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র ও ধনাদিতে) যে প্রকার আসক্ত হয়, ব্রহ্মেতে যদি ক্ষণকালও সেরূপ নিবিষ্ট হয়, তবে কোন্ ব্যক্তি আর সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত না হয়?

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥

গী. ৬।২৮।

যোগী ব্যক্তি সর্ব্বদা পরমাত্মাতে মনঃসমাধান করতঃ পাপবিহীন হয়েন এবং সুখেতে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ আত্যন্তিক সুখ উপভোগ করেন।

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির যৎকালে মহাপ্রস্থানে যান, তখন হৃদয়ে নিরাকার পরব্রহ্মের ধ্যান ও চিন্তা করিতে করিতে গিয়াছিলেন। যথা,—

উদীচীং প্রবিবেশাশাং গতপূর্ব্বাং মহাত্মভিঃ।
হৃদি ব্রহ্ম পরং ধ্যায়ন্নাবর্ত্তেত যতোগতঃ॥
ভা. ১। ১৫। ৪৩।

মহারাজ যুধিষ্ঠির হৃদয়ে পরব্রহ্মকে ধ্যান করিতে করিতে উত্তর দিকে গমন করিলেন। তাঁহার মহাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই সেই দিকে গমন করিয়াছিলেন। সে পথ অবলম্বন করিলে আর ফিরিতে হইত না।

একদা অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন; যথা,—

অদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি দৃশ্যমেতদ্বিনশ্যতি।
অবর্ণমীশ্বরং ব্রহ্ম কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ॥
উ. গী. ১।৩৫।

হে কেশব! যে ব্যক্তি যে বস্তু কখন দর্শন করে নাই, সে ব্যক্তির পক্ষে সে বস্তুর চিন্তা সম্ভবপর নহে এবং দৃশ্য বস্তু যাহা কিছু সমস্তই বিনশ্বর, অতএব যোগিগণ রূপাদিবিহীন যে পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম, তাঁহার কি প্রকারে ধ্যান করিয়া থাকেন?

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—

ঊর্দ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকং।
সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্তস্য লক্ষণং॥
উ. গী. ১। ৩৬।

ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য সকল স্থানই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ রহিয়াছে; সেই সর্ব্বপূর্ণ পরমাত্মাকে যিনি এতাদৃশ রূপে ধ্যান করেন বা দর্শন করেন, তাঁহাকেই সমাধিপ্রাপ্ত বলিয়া জানিবে *।

ভগবান্ শিব নিম্নলিখিত প্রকারে ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্ম পূজার ব্যবস্থা লিখিয়াছেন ;—

হৃদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহম্
হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
জননমরণভীতিভ্রংসি সচ্চিৎস্বরূপম্
সকলভুবনবীজং ব্রহ্ম চৈতন্যমীড়ে॥
ধ্যাত্বৈবং পরমং ব্রহ্ম মানসৈরুপচারকৈঃ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা ব্রহ্মসাযুজ্যহেতবে॥

ম. নি. ত. ৩।৫০-৫১।

নিরীহ, নির্ব্বিশেষ, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাদির বিদিত, যোগীদিগের ধ্যানগম্য, জন্মমরণভয়হারী, সত্যস্বরূপ এবং জ্ঞানস্বরূপ যে বিশ্ব-কারণ ব্রহ্মচৈতন্য, তাঁহাকে আমি হৃদয় পদ্মে ধ্যান করি। ৫০।

---

* ভগবান্ শিব ব্রহ্মধ্যান সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—
ঈদৃশং তাদৃশং সৌখ্যমিতি বক্তুং ন শক্যতে।
দৃশ্যতে পুলকাদ্যৈশ্চ তদ্‌ব্রহ্মধ্যানমুচ্যতে॥
যৎ সুখং বিদ্যতে ধ্যানে দেহাবেশকরং পরং।
কথিতুং নৈব শক্নোমি প্রবুদ্ধস্তু সমাধিতঃ॥
ব্রহ্মধ্যানামৃতানন্দপরাঃ সুকৃতিনোনরাঃ।
ক্ষণেঽপ্যন্তর্হিতে তস্মিন্ শোচয়ন্তি হতপ্রভাঃ॥

কুলার্ণব, ৫ম খণ্ড, ৭ম উল্লাস।

পরব্রহ্মের এইরূপ ধ্যান করিয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভের নিমিত্ত সাধক পরম ভক্তির সহিত মানসোপচারে * তাঁহার পূজা করিবেন। ৫১।

এতদ্ব্যতীত ভগবান্ শিব নিরাকার পরমেশ্বরের পূজা ও উপাসনা-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহার মধ্যে আমি এস্থলে দুই একটী মাত্রের উল্লেখ করিব, যথা,—

> পূজনে পরমেশস্য নাবাহনবিসর্জ্জনং।
> সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু সাধয়েদ্‌ব্রহ্মসাধনম্॥
> অস্নাতো বা কৃতস্নানো ভুক্তো বাপি বুভুক্ষিতঃ।
> পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্ম্মলমানসঃ॥
>
> ম. নি. ত. ৩।৭৭-৭৮।

পরমেশ্বরের পূজাতে আবাহন বিসর্জ্জন কিছুই নাই, যে কোন স্থানে বা যে কোন কালে পরব্রহ্মের সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে।

স্নান করিয়াই হউক বা না করিয়াই হউক, আহারের পরেই হউক বা পূর্ব্বেই হউক, নির্ম্মলচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা পরমাত্মার পূজা করিবে। ইত্যাদি।

সাধনের প্রয়োজনীয়তা।

ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত একাগ্রচিত্তে কাতরভাবে তাঁহাকে প্রার্থনা করা এবং চিন্তাশীল হইয়া সর্ব্বদা মনের মধ্যে তাঁহার বিষয় বিচারকরাই তাঁহার প্রধান সাধন। এইজন্য শ্রুতিতে বলিয়াছেন,—

---

* গন্ধং দদ্যাম্মহীতত্ত্বং পুষ্পমাকাশমেব চ।
ধূপং দদ্যাদ্বায়ুতত্ত্বং দীপং তেজঃ সমর্পয়েৎ।
নৈবেদ্যং তোয়তত্ত্বেন প্রদদ্যাৎ পরমাত্মনে॥ ৫২॥
ম. নি. ত. ৩।৫২।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো-
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥

মু. উ. ৩য়. মুণ্ডক, ২য়, খণ্ড;
কঠ উপ, ২য় বল্লী।

বহু বাক্যাড়ম্বরদ্বারা, বা মেধাদ্বারা অথবা শ্রবণদ্বারা এই আত্মা লব্ধ হন না, যে সাধকের নিকট ইনি প্রকাশিত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনিই ইহাঁকে লাভ করেন, এবং তাঁহারই নিকট ইনি স্বীয় মূর্ত্তি প্রকাশ করেন। *

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
সাধনাদমলং জ্ঞানং স্বয়ং স্ফুরতি তদ্ধ্রুবম্॥

শি. সং. ৫।১৮০।

যে জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া মনের সহিত বাক্য প্রতিনিবৃত্ত হয়, সাধন করিলে সেই বিশ্বগুরু পরমেশ্বর সাধকের নিকট স্বয়ং প্রকাশিত হন †।

---

* ঈশা তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন;—

Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:

For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.

HOLY BIBLE.
St. MATHEW, VII. 7, 8.

† Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;

If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;

Then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God.

HOLY BIBLE.
PROVERBS, II. 3, 4, 5.

স্বরূপবুদ্ধ্যা যদ্বেদ্যং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে।
লক্ষণৈরাপ্তুমিচ্ছূনাং বিহিতং তত্র সাধনম্॥

ম. নি. ত. ৩।১০।

স্বরূপলক্ষণের দ্বারা বা তটস্থ লক্ষণের দ্বারা একমাত্র ব্রহ্মকেই জানা যায়। যাঁহারা লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের সাধনের বিশেষ প্রয়োজন আছে জানিবে। *

বেদে বলিয়াছেন ;—

আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিবেক, তাঁহার বিষয় শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন (অর্থাৎ ধ্যানকরিতে ইচ্ছা) করিবেক।

ভগবান্ ব্যাস বলিয়াছেন ;—

সহকার্য্যন্তর-বিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ॥

বে. সূ. ৩।৪।৪৭।

যাঁহারা পরমেশ্বরকে দেখিতে ইচ্ছাকরেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বিধি এই যে, তাঁহারা তৎসহকারী বিষয় তিনটী অগ্রে সাধন করিবেন। যথা,—জ্ঞানবান্ লোকের নিকট যাইয়া তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিবেক, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিবেক এবং নিদিধ্যাসন অর্থাৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য সর্ব্বদা ইচ্ছা করিবেক। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এই তিনটীর অনুষ্ঠান বিশেষ প্রয়োজনীয়, সুতরাং ইহাই বিধি।

---

* God gives, to those, who pray to him, increase of spiritual strength.
Newman's Theism.—"Axioms of Religion."

পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনে, ১ম সূত্রের ভাষ্যে নিম্নলিখিত নারদীয় বচনটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে ; যথা,—

শ্রবণং মননঞ্চৈব ধ্যানং ভক্তিস্তথৈব চ।
সাধনং জ্ঞানসম্পত্তৌ প্রধানং নান্যদিষ্যতে।
ন চৈতানি বিনা কশ্চিজ্‌জ্ঞানমাপ কুতশ্চন ॥

শ্রবণ, মনন, ও ধ্যান-অভ্যাস এবং যথোপযুক্তরূপ ভক্তি, এই কয়েকটী জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানরূপ সম্পত্তি লাভের পক্ষে প্রধান সাধন। এই শ্রবণ মননাদি সাধন ব্যতিরেকে কেহ কখনও (ঈশ্বর বিষয়ক) জ্ঞান লাভে সমর্থ হন না।

নিত্যাভ্যসনশীলস্য স্বয়ং বেদ্যং হি তদ্ভবেৎ।
তৎ সূক্ষ্মত্বাদনির্দ্দেশ্যং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥
দক্ষ. ৭।২৬।

সেই সনাতন পরব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু, সুতরাং নির্দ্দেশের বহির্ভূত। কিন্তু নিত্যঅভ্যাসশীল ব্যক্তির সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং বেদ্য অর্থাৎ আপনিই অনুভূত হন।

যস্মাৎ প্রকাশকো নাস্তি স্বপ্রকাশো ভবেত্ততঃ।
স্বপ্রকাশো যতস্তস্মাদাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপকঃ ॥
শি. সং. ১।৫৩।

যেহেতু পরমেশ্বরের প্রকাশক নাই, এজন্য তাঁহাকে স্বপ্রকাশ কহা যায় অর্থাৎ তিনি আপনি আপনাকে সাধকের নিকট প্রকাশিত করেন এবং যেহেতু তিনি স্বপ্রকাশ, এজন্য তাঁহাকে জ্যোতিঃস্বরূপ বলা হয়।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিস্ত্বেবং বিচারেণ বিনা নৃণাং।
আপ্তোপদেশমাত্রেণ ন সম্ভবতি কুত্রচিৎ ॥
প. দ. ৯।৩০।

মনের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার ব্যতিরেকে কেবল শাস্ত্র-উপদেশ দ্বারা কখন কোন ব্যক্তির পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারলাভ হয় না।

বিচার্য্যাপ্যপরোক্ষেণ ব্রহ্মাত্মানং ন বেত্তি চেৎ।
অপরোক্ষ্যাঽবসানত্বাৎ ভুয়ো ভুয়ো বিচারয়েৎ॥

প. দ. ৯। ৩২।

যদি কেহ বিশিষ্টরূপে বিচার করিয়াও পরব্রহ্মকে অপরোক্ষে জানিতে সমর্থ না হয়, তথাপি পরোক্ষ জ্ঞানের অবসানের নিমিত্ত ভূয়োভূয়ঃ বিচার করিবেক।

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাস্তু বিষ্ণুং পশ্যেদ্ধৃদিস্থিতং॥

শং, সং, ৭ম অধ্যায়।

আপনার দেহকে অরণি এবং ওঁকারকে উত্তরারণি * করিয়া ধ্যানরূপ মথন ক্রিয়া সম্পাদন করিলে, ভগবান্ বিষ্ণু অর্থাৎ পরমেশ্বরকে হৃদয়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

নিত্যমন্তর্বিচারস্য পশ্যতশ্চঞ্চলং জগৎ।
জনকস্যেব কালেন স্বয়মাত্মা প্রসীদতি।

যো. বা. উপ. প্রকরণ।

যিনি আপনার মনের মধ্যে সর্ব্বদা বিচারপরায়ণ হন এবং এই জগতের প্রত্যেক বস্তুকে অনিত্য ও ক্ষণস্থায়িরূপে দর্শন করেন, জনকরাজার ন্যায় তাঁহার প্রতিও আত্মা কালক্রমে আপনাহইতে প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

---

* যজ্ঞাদির নিমিত্ত অগ্নি উ[illegible]নের জন্য যে দুই খণ্ড কাষ্ঠক ঘর্ষণ করা হয়, তাহার নাম অর[illegible]
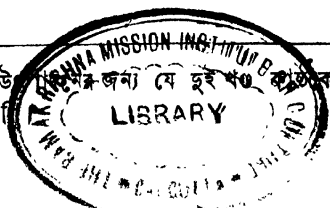
তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

শ্রবণাদিক সাধন করহিঁ ছোড়ী সকল সংসার।
নিৎসাধনরত অনুভূত হোয় ব্রহ্ম পরম বিচার॥

দোঁহা।

সাংসারিক ক্ষুদ্র কামনা সকলকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতির সাধন কর। নিত্যসাধনরত ব্যক্তির পক্ষে বিচারলভ্য পরমেশ্বর আপনিই অনুভূত হইয়া থাকেন।

যখন সহস্র সহস্র নব্য ও প্রাচীন জ্ঞানী পণ্ডিতগণ, এবং ঋষি সকল সাক্ষ্য দিতেছেন যে, নিরাকার পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়, এবং তাঁহার উপাসনাদ্বারা প্রাণমনকে যারপরনাই শীতল করা যায়; অধিক কি, এমন শীতলতা এমন মধুরতা আর ত্রিভুবনের কোন বস্তুতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; তখন বর্ত্তমান সময়ের মলিন, বিষয়চিন্তাপূর্ণ, অস্থিরহৃদয় কোন ভ্রাতা পরীক্ষার ভাবে সন্দেহের সহিত দুই এক বার চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া সেই সাধনের ধন পিতা পরমেশ্বরকে যদি দেখিতে না পাইয়া অন্ধকার বা ঝাপ্‌সা দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে একেবারে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাঁহার পক্ষে যারপরনাই অন্যায় এবং অযুক্তিকর যে, "নিরাকার পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করা যায় না", অথবা "সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দেওয়া আমাদের ঘটে না" ইত্যাদি।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—

"সুলভশ্চায়মত্যন্তং সুজ্ঞেয়শ্চাত্মবন্ধুবৎ।"

যো. বা. উপ. প্রকরণ।

এই পরমাত্মা অতীব সুলভ এবং আত্মবন্ধুর ন্যায় সুজ্ঞেয়।

যাঁহাদিগের এখনও ব্রহ্মদর্শন ঘটে নাই, তাঁহাদিগের যদিও এ সকল কথায় সন্দেহ করিবার কিছু থাকে, যাঁহাদিগের ব্রহ্মদর্শন ঘটি-

য়াছে, তাঁহাদিগের আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই, তাঁহাদিগের সকল সন্দেহ চিরদিনের জন্য দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। বেদে লিখিত আছে ;—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

মু. উ. ২।২।৮ শ্রুতি।

সেই পরাবর পরমেশ্বরকে দেখিলে, হৃদয়ের গ্রন্থি সকল ভেদ হয়, এবং সকল প্রকার সন্দেহ জাল ছিন্ন হয় ; ইত্যাদি।

ধ্যানবিন্দু উপনিষদে এইরূপ লেখা আছে ;—

তৎ পরং চিন্তয়েদ্-বস্তু স যোগী ছিন্নসংশয়ঃ ॥

যে যোগী সেই পরমপুরুষকে চিন্তা করেন, তাহার সকল সন্দেহ বিনষ্ট হইয়াছে।

উপদেশ প্রদানের প্রকৃত অধিকারী কে?

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ।
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং ॥ ১২ ।

মু. উ. ১।২।১২।

নিত্য বিষয় জানিবার নিমিত্ত উপায়ন হস্তে করিয়া শ্রুতিসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবে।

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রে-য়উত্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং ॥

ভা. ১১।৩।২২।

যে ব্যক্তি উত্তম এবং মঙ্গল বিষয় জানিতে ইচ্ছাকরেন, তিনি বেদাদি শাস্ত্রদর্শী এবং ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ, উপশমাশ্রয়ী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণং।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাং॥

ভা. ১১। ২৬। ৩১।

যাঁহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে নৌকা যে প্রকার পরম আশ্রয় স্বরূপ হয়, ঘোরসংসার সাগরে নিমজ্জন ও উন্মজ্জনকারী (জীবগণের) পক্ষে ব্রহ্মবিৎ সাধুসকলও সেইরূপ হয়েন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

গী. ৪। ৩৪।

তত্ত্বদর্শী জ্ঞানবিৎ মহাত্মাগণকে নমস্কারদ্বারা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা-দ্বারা এবং সেবাদ্বারা জ্ঞান লাভ কর; তাঁহারা তোমাকে প্রকৃত জ্ঞানের উপদেশ করিবেন।

তত্ত্বদর্শী শব্দের অর্থ শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন,—"অপরোক্ষানুভব-সম্পন্নঃ", অর্থাৎ যাঁহারা প্রত্যক্ষরূপে ব্রহ্মসত্তা অনুভব বা উপলব্ধি করিতে পারেন।

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ-
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।

কঠ উপ. ২। ৮।

যেহেতু পরমেশ্বরকে অনেকে অনেক প্রকারে চিন্তাকরে, সুতরাং প্রাকৃতবুদ্ধি অশ্রেষ্ঠ মনুষ্যকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে, তিনি সুবিজ্ঞেয় হন না।

ভগবান্ শঙ্কর স্বামী বলিয়াছেন,—

উপসীদেদ্-গুরুং প্রাজ্ঞং যস্মাদ্বন্ধবিমোক্ষণম্।
শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ॥

বি. চূ. ৩৪।

যাঁহাদ্বারা বন্ধনহইতে মুক্ত হওয়া যায়, যিনি প্রাজ্ঞ, বেদজ্ঞ, পাপাচারবিহীন, কামরহিত ও ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ, সেই গুরুরই উপাসনা করিবে।

আপ্তোক্তিং খননং তথোপরি শিলাদ্যুৎকর্ষণং স্বীকৃতং
নিক্ষেপঃ সমপেক্ষতে নহি বহিঃ শব্দৈস্তু নির্গচ্ছতি।
তদ্বদ্ ব্রহ্মবিদোপদেশমননধ্যানাদিভির্লভ্যতে
মায়াকার্য্যতিরোহিতং স্বমমলং তত্ত্বং ন দুর্যুক্তিভিঃ॥

বি. চূ. ৬৭।

গুপ্তধন আবিষ্কার বিষয়ে যে প্রকার বিশ্বস্ত ও জ্ঞানী ব্যক্তির বচন অনুসারে মৃত্তিকাখনন, শিলাদিভেদন ও উৎক্ষেপণ করিলে, তবে কার্য্যসিদ্ধি হয়, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির উপদেশ অনুসারে ধ্যান-চিন্তনাদি করিলে, তবে মায়াকার্য্য তিরোহিত হইয়া নির্ম্মল আত্মতত্ত্ব লাভ হয়। অজ্ঞ বা শঠ ব্যক্তির কুযুক্তি অনুসারে কার্য্য করিলে, কিছুই হয় না।

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মজ্ঞানিগুরুং প্রাপ্য শান্তং নিশ্চলমানসং।
ধৃত্বা তচ্চরণাম্ভোজং প্রার্থয়েদ্ ভক্তিভাবতঃ।

ম. নি. ত.

শান্তপ্রকৃতি, স্থিরমতি, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন গুরু প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার চরণে ধরিয়া ভক্তিভাবে তত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ প্রার্থনা করিবে।

সএব সদ্গুরুঃ সাক্ষাৎ সদসদ্ব্রহ্মবিত্তমঃ।
তস্য স্থানানি সর্ব্বাণি পবিত্রাণি শুভানি চ॥

বিশ্বসার তন্ত্রে গুরুগীতা স্তোত্র।

যিনি সত্যস্বরূপ ও অতিসূক্ষ্ম বস্তু পর ব্রহ্মকে ভালরূপে জানেন, তিনিই সদ্গুরু, তাঁহার পক্ষে সকল স্থানই পবিত্র ও মঙ্গলপ্রদ।

ভগবান্ শিব এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, যাঁহারা পরব্রহ্মে নিষ্ঠাবান্ নহেন এবং যাঁহারা ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান না করেন, তাঁহাদিগের সমগ্র তন্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রকৃত অধিকার পর্য্যন্ত জন্মে নাই। যথা,—

আস্তিকোঽথ শুচির্দ্দক্ষো দ্বৈতহীনো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মবাদী চ ব্রহ্মী ব্রহ্মপরায়ণঃ।
সর্ব্বহিংসাবিনির্মুক্তঃ সর্ব্বপ্রাণিহিতেরতঃ।
সোঽস্মিন্ শাস্ত্রেঽধিকারী স্যাত্তদন্যত্র ন সাধকঃ॥

গন্ধর্ব্ব তন্ত্র, দ্বিতীয় পটল।

যিনি ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস করেন, যিনি পবিত্র স্বভাব ও যিনি পরমার্থতঃ একমাত্র ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন অন্য বস্তুকে প্রকৃত বস্তুরূপে দর্শন করেন না, যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল শান্তভাব ধারণ করিয়াছে, যিনি ব্রহ্মে আস্থাবান্ এবং যিনি ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন, যিনি ব্রহ্মোপাসক ও ব্রহ্মপরায়ণ, যিনি সর্ব্বপ্রকার হিংসায় বিরত এবং সর্ব্বজীবের মঙ্গলেচ্ছু, তিনিই কেবল এই তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত অধিকারিরূপে নিরূপিত হুন, অন্য কেহ হয় না।

ভগবান্ শিব অধিকারিভেদে নানাপ্রকার গুরু ও নানাপ্রকার উপদেশের কথাও বলিয়াছেন। সুতরাং সকল গুলিরই কিছু না কিছু ফলাধিক্য যেমন লিখিতে হয়, তাহাও লিখিয়াছেন। কিন্তু পরব্রহ্ম-বিষয়ক উপদেশেরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য বর্ণন করিয়াছেন। যথা,— তিনি লিখিয়াছেন,—

পশুমন্ত্রপ্রদানে তু মর্য্যাদা দশপৌরুষী।
বীরমন্ত্রপ্রদানে তু পঞ্চবিংশতিপৌরুষী॥
মহাবিদ্যাসু সর্ব্বাসু পঞ্চাশৎপৌরুষী মতা।
ব্রহ্মযোগপ্রদানে তু মর্য্যাদা শতপৌরুষী॥

প্রাণতোষিণীধৃত তন্ত্রবচন।

যে গুরু পশুমন্ত্র অর্থাৎ (তন্ত্রোক্ত পশ্বাচার, বীরাচার ও দিব্যাচার রূপ যে তিন প্রকার সাধন আছে, তাহারই) পশ্বাচারের মন্ত্র প্রদান করেন, তাঁহার মর্য্যাদা দশপৌরুষী; যে গুরু বীরাচার মন্ত্র প্রদান করেন, তাঁহার মর্য্যাদা পঞ্চবিংশতি পৌরুষী; যিনি মহাবিদ্যা (দশ মহাবিদ্যা) মন্ত্র প্রদান করেন, তাঁহার মর্য্যাদা পঞ্চাশৎপৌরুষী; কিন্তু যিনি ব্রহ্মযোগ প্রদান করেন; তাঁহার মর্য্যাদা শত পৌরুষী অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

পঞ্চদশীকর্ত্তা শ্রীমৎ ভারতীতীর্থ মুনি লিখিয়াছেন, যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত নহেন, তাঁহারা নিজেই এখনও শোকের পাত্র; যথা,—

অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বমসঙ্গং তন্ন জানতে।
জীবেশয়োর্ম্মায়িকয়োর্বৃথৈব কলহং যযুঃ॥
জ্ঞাত্বা সদা তত্ত্বনিষ্ঠা নমু মোদামহে বয়ং।
অনুশোচাম এবান্যান্ন ভ্রান্তৈর্ব্বিবদামহে॥

প. দ. চিত্রদীপ ২১৪-২১৫।

যাহারা সকল পদার্থেই নির্লিপ্তরূপে অবস্থিত অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের বিষয় জানে না, তাহারা জীব এবং ঈশ্বরের বিষয় লইয়া কেবল মিথ্যা কলহে প্রবৃত্ত হয় মাত্র। তাহারা ভ্রান্ত, তাহাদিগের সহিত আমরা আর বিবাদ কি করিব? তত্ত্বনিষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে দেখিলে আমাদিগের আনন্দবৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাহাদিগকে (অর্থাৎ সেই সকল ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে) দেখিলে, আমাদের কেবল শোকেরই বৃদ্ধি হয়।

গুরু ব্যতিরেকেও জ্ঞানলাভ হয় কি না?

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—

বৈরাগ্যাভ্যাসশাস্ত্রার্থপ্রজ্ঞাগুরুবচঃ ক্রমৈঃ।
পদমাসাদ্যতে পুণ্যং প্রজ্ঞয়ৈবৈকয়াথবা ॥

যো. বা. উপ. প্রকরণ।

বৈরাগ্য অভ্যাস, শাস্ত্রতাৎপর্য্য-অবগতি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং গুরুবাক্য এই কয়েকটী দ্বারা পুণ্যজনক সেই ব্রহ্মপদ লাভ ঘটে, অথবা কেবল এক বুদ্ধির দ্বারাও তাহা লাভ করা যায়।

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

অস্মিন্ সংসারসংরম্ভে জাতানাং দেহধারিণাং।
অপবর্গক্রমৌ রাম দ্বাবিমাবুত্তমক্রমৌ ॥
একস্তাবদ্‌গুরুপ্রোক্তাদনুষ্ঠানচ্ছানৈঃ শনৈঃ।
জন্মনা জন্মভির্বাপি সিদ্ধিদঃ সমুদাহৃতঃ ॥
দ্বিতীয়ঃ স্বাত্মনৈবাশু কিঞ্চিদুৎপন্নচেতসঃ।
ভবতি জ্ঞানসংপ্রাপ্তিরাকাশফলপাতবৎ ॥

যো. বা. স্থিতি প্রকরণ।

হে রামচন্দ্র! এই পৃথিবীতে উৎপন্ন দেহধারী মনুষ্যদিগের অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ে দুইটি উত্তম নিয়ম আছে জানিবে। তন্মধ্যে একটিতে অল্পে অল্পে গুরুর উপদেশানুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা এক জন্মে বা বহু জন্মজন্মান্তরের পর মনুষ্য সিদ্ধিলাভের উপায়স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, অপরটীতে কিঞ্চিৎ উৎপন্নচিত্ত ব্যক্তি (অর্থাৎ কথঞ্চিৎ শিক্ষিত ব্যক্তি) আকাশহইতে ফল পতনের ন্যায় অতি শীঘ্র আপনাহইতে হৃদয়ে জ্ঞানলাভ করেন।

দৈত্যকুলোদ্ভব ভক্তপ্রধান প্রহ্লাদের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি কাহারও নিকট হইতে কিছুমাত্র উপদেশ প্রাপ্ত না হইয়াও, অধিকন্তু সহস্র প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও, আপনাহইতে হৃদয়ে অতি সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। যথা,—

অনুশাস্তোঽসি কেনেদৃক্ বৎস প্রহ্লাদ কথ্যতাম্।
মমোপদিষ্টং নেত্যেষ প্রব্রবীতি গুরুস্তব॥

বি. পু.। ১। ১৭। ১৯।

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, বৎস প্রহ্লাদ! তোমার গুরু বলিতেছেন যে, "আমি এরূপ উপদেশ দিই নাই," তবে কে তোমাকে এরূপ শিক্ষা দিয়াছে বল।

শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো হৃদিস্থিতঃ।
তমৃতে পরমাত্মানং তাত! কঃ কেন শাস্যতে॥

বি. পু.। ১। ১৭। ২০।

প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ! ভগবান্ বিষ্ণু, যিনি জগদ্বাসী জীবমাত্রেরই হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই আমার উপদেষ্টা। সেই পরমাত্মা ব্যতিরেকে আর দ্বিতীয় উপদেষ্টা কাহার কে আছে?

অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা।

বি. পু. ১। ১৭। ২৬ ও ২৭ শ্লোকের
টীকায় শ্রীধরস্বামিধৃত শ্রুতিবচন।

সকল পদার্থের প্রাণস্বরূপ যে ভগবান্ পরমেশ্বর, তিনিই মনুষ্যগণের একমাত্র অন্তঃপ্রবিষ্ট উপদেষ্টা বা গুরু॥ *

---

* For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.

HOLY BIBLE.
PROVERBS II. 6.

বিষ্ণুপুরাণে মহাত্মা জড়ভরতের উপাখ্যানে (তত্ত্বজ্ঞানবশতঃ জড়ভাবপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ ভরতনামা মুনি বা রাজার আখ্যায়িকাতে) এইরূপ লিখিত আছে,—

সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পন্নঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
অপশ্যৎ স চ মৈত্রেয়! আত্মানং প্রকৃতেঃ পরম্॥

বি. পু. ২।১৩।৩৭।

ন পপাঠ গুরুপ্রোক্তং কৃতোপনয়নঃ শ্রুতম্।
ন দদর্শ চ কর্ম্মাণি শাস্ত্রাণি জগৃহে ন চ॥

বি. পু. ২।১৩।৩৯।

হে মৈত্রেয়! সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ সেই ব্রাহ্মণ (জড়ভরত) প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ আত্মাকে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অথচ তিনি কৃতোপনয়ন হইয়া গুরূপদিষ্ট বেদও অধ্যয়ন করেন নাই, বর্ণাশ্রমের কর্ম্মও কিছু দেখেন নাই, এবং শাস্ত্রাদি পাঠেও প্রবৃত্ত হয়েন নাই।

ইঁহার জ্ঞান প্রাপ্তি বিষয়ে লেখা আছে,—

আত্মনোঽধিগতজ্ঞানঃ।

বি. পু. ২।১৩।৩৮।

ভগবান্ শ্রীধরস্বামী তাহার অর্থ লিখিয়াছেন,—

"স্বস্মাৎ সকাশাৎ প্রাপ্তজ্ঞানঃ", অর্থাৎ আপনার হৃদয় হইতে প্রাপ্তজ্ঞান। *

---

* আমাদিগের দেশের সন্ন্যাসীদিগের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক শ্রেণীর সন্ন্যাসীরা কোন গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন না, তাঁহাদিগকে মনমুখী সন্ন্যাসী কহে। আর যাঁহারা গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে মনমুখী না বলিয়া গুরুমুখী সন্ন্যাসী কহা হয়।—(গুরুমুখ হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হন এজন্য গুরুমুখী, এবং আপনার হৃদয় হইতে জ্ঞানপ্রাপ্ত হন এজন্য মনমুখী শব্দ প্রয়োগ করা হয়।)

ভগবান্ শিব লিখিয়াছেন,—

পূর্ব্বজন্মকৃতাভ্যাসাৎ কুলজ্ঞানং প্রকাশতে।
সুপ্তোত্থিতপ্রত্যয়বদুপদেশাদিকং বিনা॥

কুলার্ণব তন্ত্র ৫ম খণ্ড ২য় উল্লাস।

নিদ্রা হইতে উত্থিত ব্যক্তির প্রত্যয়ের ন্যায়, পূর্ব্বজন্মের অভ্যস্ত কুলজ্ঞান (অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান) * উপদেশাদি ব্যতিরেকেও, আপনা-হইতে সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

---

* অনেকজন্মনামন্তে কৌলজ্ঞানং প্রপদ্যতে।
কৌলজ্ঞানন্তু তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানং যদুচ্যতে॥
জীবঃ প্রকৃতিস্তত্ত্বঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেবচ।
ক্ষিত্যপ্‌তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে॥
ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্ব্বিকল্পং এতেষ্বাচরণঞ্চ যৎ।
কুলাচারঃ স এবাদ্যো ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ॥

কুলার্চ্চনদীপিকাধৃত তন্ত্রবচন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কুলশব্দের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—

"কুলধাতুর অর্থ সংস্ত্যান অর্থাৎ সমূহ অর্থে বর্ত্তে। অতএব সমূহ যে বিশ্ব, তাহা কুলশব্দের প্রতিপাদ্য যাহা মহাবাক্যের তাৎপর্য্য হইয়াছে।"

প্রকৃত কুলাচারীর লক্ষণ সম্বন্ধে ভগবান্ শিব মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

সর্ব্বং ব্রহ্মণি সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈব পরিপশ্যতি।
জ্ঞেয়ঃ স এব সৎকৌলো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥

ম. নি. ত।

যিনি ব্রহ্মেতে সমস্ত জগতের অবস্থিতি এবং সকল স্থানেই ব্রহ্মের সত্তা দর্শন করেন, তাঁহাকেই উৎকৃষ্ট কুলাচারী এবং জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া জানিও।

ভগবান্ কপিল দেব তাঁহার সাংখ্য দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪৪ সূত্রে আট প্রকার সিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে উপদেশাদি ব্যতিরেকেও কেবল মাত্র নিজের যত্নে যে জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সে জ্ঞান যে উপদেশাদি দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়, এপ্রকার অভিপ্রায় তিনি স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা, বিজ্ঞানভিক্ষু ;—

১ম। উহসিদ্ধি,—

তত্রোহো যথা। উপদেশাদিকং বিনৈব প্রাগ্‌ভবীয়াভ্যাসবশাৎ তত্ত্বস্য স্বয়মূহনমিতি।

১ম। উহসিদ্ধি,—কোন প্রকার উপদেশাদি ব্যতিরেকেও পূর্ব্বজন্ম বা পূর্ব্বজীবনের অভ্যাস বলে আপনা হইতে হৃদয়ে যে তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয় তাহার নাম উহসিদ্ধি।

২য়। শব্দসিদ্ধি,—

শব্দস্তু যথা। অন্যদীয়পাঠমাকর্ণ্য স্বয়ং বা শাস্ত্রমাকলয্য যজ্‌জ্ঞানং জায়তে তদিতি।

২য়। শব্দসিদ্ধি,—প্রসঙ্গ ক্রমে দৈবাধীন অন্য ব্যক্তির পাঠ শ্রবণ করিয়া, অথবা স্বয়ং শাস্ত্র দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে, তাহার সেই জ্ঞানলাভকে শব্দসিদ্ধি কহে।

৩য়। অধ্যয়ন সিদ্ধি,—

অধ্যয়নং চ যথা। শিষ্যাচার্য্যভাবেন শাস্ত্রাধ্যয়নাজ্‌জ্ঞানমিতি।

৩য়। অধ্যয়ন সিদ্ধি,—শিষ্য এবং আচার্য্য ভাবে (অর্থাৎ শিক্ষক এবং ছাত্র ভাবে) শাস্ত্র অধ্যয়নদ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহার নাম অধ্যয়নসিদ্ধি।

৪র্থ, ৫ম, ও ৬ষ্ঠ।—

অধ্যাত্মিকাদিদুঃখবিঘাতাস্ত্রয়ঃ।

৪র্থ, ৫ম, এবং ৬ষ্ঠ,—অধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশের জন্য যে সাধনাদি তাহাকে দুঃখবিঘাতরূপ সিদ্ধি কহে।

৭ম। সুহৃৎপ্রাপ্তি সিদ্ধি,—

সুহৃৎপ্রাপ্তির্যথা। স্বয়মুপদেশার্থং গৃহাগতাৎ পরম-কারুণিকাজ্‌জ্ঞানলাভ ইতি।

৭ম। সুহৃৎ প্রাপ্তি সিদ্ধি,—কোন প্রকার লাভের সম্বন্ধ না রাখিয়া যে দয়াশীল ব্যক্তি কেবলমাত্র উপদেশ প্রদানের জন্য গৃহে আগমন করেন, তাঁহার নিকট হইতে যে জ্ঞান প্রাপ্তি তাহাকে সুহৃৎপ্রাপ্তিসিদ্ধি কহে।

৮ম। দান সিদ্ধি,—

দানং চ যথা। ধনাদিদানেন পরিতোষিতাজ্‌জ্ঞান-লাভ ইতি।

৮ম। দান সিদ্ধি,—ধনাদি দানের দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া যে জ্ঞান-লাভ করিতে হয়, তাহার নাম দানসিদ্ধি।

এষু চ পূর্ব্বস্ত্রিবিধ ঊহশব্দাধ্যয়নরূপো মুখ্যসিদ্ধে-রঙ্কুশ আকর্ষকঃ।

সুহৃৎপ্রাপ্তিদানয়োরূহাদিত্রয়াপেক্ষয়া মন্দসাধনত্ব-প্রতিপাদনায় ইদমুক্তম্।

এই সমস্ত সিদ্ধির মধ্যে প্রথমোল্লিখিত যে ঊহসিদ্ধি, শব্দসিদ্ধি এবং অধ্যয়নসিদ্ধি, এই তিন প্রকার সিদ্ধিই মুখ্য সিদ্ধি লাভের প্রকৃত উপায় এবং আকর্ষক।

সুহৃৎপ্রাপ্তিসিদ্ধি এবং দানসিদ্ধি, ইহারা প্রথমোল্লিখিত উহাদি ত্রিবিধ সিদ্ধি অপেক্ষা যে মন্দ অর্থাৎ অপকৃষ্ট বা হীন, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই ইহা কথিত হইল।

ইতি. সা. প্র. ভাষ্যে, বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ৩। ৪৪ সূত্রের ভাষ্য।

দীক্ষা।

উপযুক্ত উপদেষ্টা হইতে যে মনুষ্য প্রত্যেক বিষয়েই বিশেষরূপ উপকার লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে, বোধ হয়, কাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার নাই। বিশেষতঃ বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য মাত্রেরই যে নিজের জন্য ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়া লওয়া এবং নিয়মিত রূপে তৎসাধনে প্রবৃত্ত হওয়ার নিয়ম দেশমধ্যে প্রচলিত থাকা ভাল, ইহাও, বোধ হয়, অনেকে স্বীকার করিয়া থাকেন; এবং, বোধ হয়, সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই আমাদের দেশে দীক্ষাবিধি প্রচলিত হইয়াছিল; কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত প্রথামতে, অথবা অন্য কোন প্রকার নূতন বা পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ না করিলে, যে মনুষ্য আর কিছুতেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবে না, তাহা নহে। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অজ্ঞান এবং সাধনাদিক্রিয়াবিহীন, প্রধানতঃ তাঁহাদিগের জন্যই দীক্ষাবিধি প্রচলিত। তাঁহাদিগের প্রত্যেককে এক একটী বিশেষ দিবসে, বিশেষব্যক্তিকর্ত্তৃক কতকগুলি অনুষ্ঠান বা আড়ম্বর সহকারে এক একটী ইষ্টদেবতা নিরূপণ করিয়া দেওয়াতে তাঁহাদিগের মনে একপ্রকার উৎসাহ এবং ভাবের আবির্ভাব করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। এবং সেই উৎসাহের দিন হইতে যাহাতে তাঁহারা নিয়মভঙ্গ না করিয়া, দিনান্তে অন্ততঃ

দুই একবারও পবিত্রভাবে মনকে বসাইতে অর্থাৎ (স্থির করিতে) সক্ষম হন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত বা বাধ্য করাই দীক্ষা-বিধির উদ্দেশ্য। নতুবা ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য যাঁহার প্রাণ যথার্থ ব্যাকুল হইয়াছে, একমাত্র কেবল দীক্ষা হয় নাই, এই অপরাধে যে পরমেশ্বর তাঁহাকে দেখা দিবেন না, এরূপ নহে। *

ভগবান্ শিব অধিকারিভেদে অন্যান্য সকল বিষয়ে যেরূপ বিভিন্ন প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, দীক্ষাবিধি সম্বন্ধেও ঠিক্ সেইরূপ করিয়াছেন ; যথা, তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন,—

স্বেচ্ছয়া বর্ত্তমানো যো দীক্ষাসংস্কারবর্জ্জিতঃ।
ন তস্য সদ্গতিঃ ক্বাপি তপস্তীর্থব্রতাদিভিঃ॥

কু. ত. ৫ম খণ্ড, ৫ম উল্লাস।

যে ব্যক্তি দীক্ষাসংস্কারবর্জ্জিত হইয়া স্বেচ্ছাচারিভাবে অবস্থিতি করে, তাহার তপ, তীর্থ, ব্রত প্রভৃতি দ্বারা কখন সদ্গতিলাভ হয় না।

কিন্তু অপর স্থানে তিনি আবার লিখিয়াছেন,—

অতএব গুরুর্নৈব মনুজঃ কিন্তু কল্পনা।
দীক্ষাদৌ সাধকানাঞ্চ বৃক্ষাদৌ পুজনং যথা॥

কামাখ্যা তন্ত্র।

অতএব হে পার্ব্বতি! মনুষ্য কখনও মনুষ্যের গুরু নহে, মনুষ্যকে যে গুরুজ্ঞান করা, সে কেবল কল্পনা মাত্র। আর সাধকগণের পক্ষে দীক্ষিত হওয়া বৃক্ষাদি জড়পদার্থের পূজা করার তুল্য জানিও।

---

* শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের উক্তি নামক এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকার এক স্থলে এইরূপ লিখিত আছে ;—"যাঁহার নিকট যে কিছু শিক্ষা পাই, তাঁহাকেই গুরু না বলিয়া নির্দ্দিষ্ট এক ব্যক্তিকে গুরু বলিবার প্রয়োজন কি?"—বলিলেন—"ব্যাকুল হৃদয়ে যে তাঁহার নিকট যায় তাহার কিছুই আবশ্যক নাই, কিন্তু সচরাচর সেরূপ ব্যাকুলতা দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই গুরুর প্রয়োজন হয়।" ইত্যাদি।

অতএব মহেশানি কুতোহি মানুষোগুরুঃ।
মানুষে গুরুতা দেবি কল্পনা নতু মুখ্যতঃ॥

তন্ত্রবচন।

অতএব হে মহেশানি! ঈশ্বরই মনুষ্যের একমাত্র গুরু। মানুষ কিরূপে গুরু হইবে? তবে যে লোকে মানুষকে গুরু ভাবে সে কেবল কল্পনা মাত্র, তাহা উৎকৃষ্ট ভাব নহে। ঈশ্বরকে যে গুরুরূপে জানা, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাব।

তিনি আরও লিখিয়াছেন,—

মোক্ষো ন জায়তে দেবি মানুষে গুরুভাবনাৎ॥

কামাখ্যা তন্ত্র, তৃতীয় পটল।

হে দেবি! যাহারা মানুষকে গুরুরূপে ভাবে তাহারা মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

দীক্ষা প্রথা যে কেবল দুর্ব্বল অধিকারী ব্যক্তিগণের মনে একটা উৎসাহ বৃদ্ধি এবং ভাবের অবির্ভাবের নিমিত্ত আড়ম্বর মাত্র, ইহার আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখান যাইতেছে। যথা,—

সবলাধিকারী ব্যক্তিগণের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত অজ্ঞানের পথে অবস্থিত থাকিয়া বহুতর কল্পিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকেও শাস্ত্রকারগণ অন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া অনেক স্থলে আপনাকেই আপনার গুরু হইতে উপদেশ করিয়াছেন। যথা,—

কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং দক্ষিণামূর্ত্তিসন্নিধৌ।
তালপত্রে লিখন্মন্ত্রং স্থাপয়েচ্চ তদগ্রতঃ॥
সংপূজ্য দক্ষিণামূর্ত্তিমুপচারৈঃ প্রযত্নতঃ।
পায়সং বিনিবেদ্যাথ প্রণমেদ্দণ্ডবত্ততঃ॥

তালপত্রং সমালোক্য পঠেদষ্টোত্তরং শতং।
এবং গৃহীতোমন্ত্রঃ স্যাদ্ গুরোরপি বিশিষ্যতে॥
গুরোঃ সম্ভাবিতাদোষাঃ প্রায়েণোক্তং কলৌ যুগে।
এবং গৃহীতো মন্ত্রঃ স্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো নৃণাম্॥

আগমতত্ত্ববিলাসধৃত পদ্মপুরাণের শ্লোক।

কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে দক্ষিণামূর্ত্তির নিকটে গমন করত তালপত্রে মন্ত্র লিখিয়া তৎসম্মুখে স্থাপন করিবে।

তৎপরে যত্নপূর্ব্বক উপকরণাদির দ্বারা দক্ষিণামূর্ত্তির পূজা করত পায়স উৎসর্গ করিবে, এবং দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবে।

অনন্তর তালপত্র দর্শন করিয়া একশত আটবার সেই মন্ত্র পাঠ করিবে। এই প্রকারে যে মন্ত্র গৃহীত হইবে, তাহা গুরুর নিকট হইতে গৃহীত মন্ত্র অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ জানিবে।

কলিকালের গুরুগণ অনেক প্রকারে দোষযুক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছেন; কিন্তু এই প্রকারে আপনা কর্ত্তৃক গৃহীত (বা পঠিত) যে মন্ত্র তাহা মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ বলিয়া জানিবে।

এক্ষণে ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এ প্রকার মন্ত্রগ্রহণ বা দীক্ষা-প্রথা প্রচলিত হইবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, কেবল অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মনে একটা ভাবের আবির্ভাবের নিমিত্ত আড়ম্বর মাত্র। নতুবা যে ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে কিছুমাত্র উপদেশ বা সাহায্য গ্রহণ না করিয়া আপনি আপনার গুরু হইবেন (একাকী আপনি আপনার দীক্ষা কার্য্য সমাধা করিবেন), তাঁহাকেও কি জন্য আবার একটী বিশেষ দিবসে বিশেষ স্থানে বিশেষরূপে মন্ত্র লিখিয়া একশত আটবার তাহা পাঠ করিতে হইবে? এতদ্ব্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রে আরও লিখিত আছে যে, যদ্যপি কেহ স্বপ্নাবস্থায় মন্ত্রবিশেষ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহাই তাঁহার পক্ষে দীক্ষাগ্রহণস্বরূপ হইবে; আর নূতন করিয়া তাঁহাকে কোন গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে

হইবে না। কারণ দীক্ষার যাহা উদ্দেশ্য, তাহা ঐরূপ স্বপ্নের দ্বারাই তাঁহার সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ এ প্রকার স্বপ্নদর্শন করিলেও সচরাচর লোকের মনে একটা ভাবের উত্তেজনা আসিয়া উপস্থিত হয়।

স্বপ্নলব্ধা চ যা দীক্ষা তত্র নাস্তি বিচারণা।

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত যামল বচন।

অর্থাৎ স্বপ্নে যে দীক্ষা পাইবে, কোন বিচার না করিয়া তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া লইবে।

যতকাল পর্য্যন্ত মনুষ্য প্রবৃত্তিমার্গে অবস্থিতি করে, কেবল সেই সময় পর্য্যন্তই যে তাহারা দীক্ষা প্রথা অনুসারে চলিবে, এবং নিবৃত্তিমার্গে পদস্থাপন করিলে যে আর তাহাদের দীক্ষা অদীক্ষা ভেদ থাকিবে না, সে সম্বন্ধে ভগবান্ শিব এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

প্রবৃত্তিমার্গসংস্থস্তু দীক্ষাভেদেন পূজয়েৎ।
নিবৃত্তিমার্গমানস্তু ভেদবাদং বিবর্জয়েৎ ॥

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত তন্ত্রবচন।

প্রবৃত্তিমার্গে * অবস্থিত লোক সকল দীক্ষা ভেদে দেবতা বিশে-

---

* ইহ বামুত্র কাম্যং চ প্রবৃত্তমভিধীয়তে।
বৈরাগ্যজ্ঞানপূর্ব্বস্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে ॥

(নশ্বর) ধন পুত্রাদি কামনা করিয়া অথবা (অন্তবিশিষ্ট) স্বর্গ কামনা করিয়া যে কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করা, তাহার নাম প্রবৃত্তি ধর্ম্ম। আর জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক যে তাহাহইতে নিবৃত্ত হওয়া, তাহার নাম নিবৃত্তি ধর্ম্ম।

বি. পু. ১।১।৩১ শ্লোকের
টীকায় শ্রীধরস্বামিধৃত বচন।

প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বৌ ভাবৌ জীবসংস্থিতৌ।
প্রবৃত্তিমার্গঃ সংসারী নিবৃত্তঃ পরমাত্মনি ॥

শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী ধৃত তন্ত্রবচন।

ষের পূজা করিবেন; কিন্তু যাঁহারা নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী, তাঁহারা একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেন; দীক্ষা ভেদে যে দেবতা বিশেষের পূজা, তাহা তাঁহারা পরিত্যাগ করিবেন *।

বর্ত্তমান সময়ে সচরাচর লোকের বিশ্বাস এইরূপ দেখা যায় যে, একবার কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ মন্ত্র গ্রহণ করিলে বা একবার একজনকে গুরুত্বে বরণ করিলে, আর তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন ব্যক্তিকে গুরুত্বে নিয়োগ করা যায় না, করিলে মহা অনিষ্ট ঘটে।

বস্তুতঃ তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে যদিও এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্থানে স্থানে অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের শাসনের জন্য গুরুত্যাগ বা মন্ত্রত্যাগের দোষ কথিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা জ্ঞানলুব্ধ অর্থাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ভগবান্ শিব স্বতন্ত্র প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা, তিনি বলিয়াছেন;—

অজ্ঞানিনং বর্জয়িত্বা শরণং জ্ঞানিনাং ব্রজেৎ।
মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥ †

কামাখ্যা তন্ত্র, তৃতীয় পটল।

এই পৃথিবীতে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি এই দুই ভাবে জীবগণকে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। যাঁহারা সংসার কামনা করিয়া সকল কার্য্য করেন, তাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গে স্থিত, আর যাঁহারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিবৃত্তিমার্গের লোক বলিয়া কথিত হন।

* বিদিতে তু পরে তত্ত্বে বর্ণাতীত্যে হ্যবিক্রিয়ে।
কিঙ্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রা মন্ত্রাধিপৈঃ সহ॥

বিকারহীন বর্ণাতীত যে পরমতত্ত্ব (ব্রহ্মতত্ত্ব), তাহা জানিতে পারিলে, মন্ত্রাধিপতি দেবতা সকলের সহিত মন্ত্রসকল দাসত্ব প্রাপ্ত হয়।

† মন্ত্রান্মন্ত্রান্তরং ইতি পাঠান্তরং। কুলার্ণব ও রুদ্র যামল।

অজ্ঞান বা অল্পমাত্রজ্ঞানসম্পন্ন গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণের শরণ গ্রহণ করিবে। মধুলোভী ভৃঙ্গগণ যেপ্রকার পুষ্পহইতে পুষ্পান্তরে গমন করে, সেইরূপ জ্ঞানলাভেচ্ছু শিষ্যও গুরুহইতে গুর্ব্বন্তরে (অর্থাৎ এক গুরুহইতে অন্য গুরুতে) গমন করিবেন, অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞানপ্রাপ্তির ইচ্ছা চরিতার্থ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তি মাত্রকেই গুরুত্বে বরণ করিবেন। যে কোন রূপে হউক, জ্ঞানলাভ করা মাত্র তাঁহার উদ্দেশ্য থাকিবেক। যথা, ভগবান্ শিব অন্যত্র বলিয়াছেন,—

সর্ব্বেষাং ভুবনে সত্যং জ্ঞানায় গুরুরেবহি।

প্রাণতোষিণীধৃত তন্ত্র বচন।

ইহা ত্রিজগৎ বিদিত সত্য যে কেবল জ্ঞানের জন্যই গুরু। *

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে উৎপত্তি প্রকরণে এইরূপ লিখিত আছে,—

প্রাজ্ঞং প্রাপ্য ন পৃচ্ছন্তি যে কিঞ্চিত্তে নরাধমাঃ।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তির দর্শন পাইয়া যে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা না করে, সে নরাধম।

ভগবান্ শিব আরও লিখিয়াছেন,—

জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নোতি তস্মাজ্ জ্ঞানং পরাৎপরং।
অতো যো জ্ঞানদানে হি ন ক্ষমেত্তং ত্যজেদ্ গুরুং।
অন্নাকাঙ্ক্ষী নিরন্নং হি যথা সংত্যজতি প্রিয়ে॥

---

* যথা ভোক্তে তু ভোজ্যং হি স্বর্ণাদি পাত্রকেণ চ।
দীয়তে চ যথা দেবি তস্মৈ সর্ব্বসমর্পণং॥
যদি নিন্দ্যঞ্চ তৎপাত্রং স্বর্ণং বাপি কুলেশ্বরি।
তদা ত্যজেত্তু তৎপাত্রমন্যপাত্রেণ ভোজয়েৎ॥
অতোহি মনুজং লুব্ধং দুষ্টং শিষ্যো হি সংত্যজেৎ।
সর্ব্বেষাং ভুবনে সত্যং জ্ঞানায় গুরুরেব হি॥

যেহেতু জ্ঞান হইতেই মোক্ষ ঘটে, একারণ জ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু। অতএব হে প্রিয়ে! যেরূপ অন্নাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি নিরন্ন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ যে গুরু জ্ঞানদান করিতে অক্ষম, জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী শিষ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন।

বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় পূর্ব্বকালে প্রাচীন ভারতবর্ষে মন্ত্রদীক্ষা প্রথার প্রচলন দেখা যায় না। তন্ত্রশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে দীক্ষাগুরুর সৃষ্টি হইয়াছে।

পূর্ব্বে যাঁহারা বেতন না লইয়া উপনয়ন ক্রিয়া সমাপন করত শিষ্যকে সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করাইতেন, তাঁহাদিগকেই সাধারণতঃ গুরু বা আচার্য্য শব্দে অভিহিত করা হইত।

যথা, ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন,—

স গুরুর্যঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি।
উপনীয় দদদ্বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ॥
একদেশমুপাধ্যায় ঋত্বিগ্‌যজ্ঞকৃদুচ্যতে।
এতে মান্যা যথাপূর্ব্বমেভ্যো মাতা গরীয়সী॥

যাজ্ঞবল্ক্য ১। ৩৪—৩৫।

যিনি গর্ব্ভাধানাদি উপনয়নান্ত সংস্কার ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করিয়া বেদ শিক্ষা দেন, তিনি গুরু *। আর যিনি কেবল উপনয়ন † দিয়া বেদ অধ্যয়ন করান, তিনি আচার্য্য। ৩৪।

যিনি বেদের কোন এক অংশ শিখান, তিনি উপাধ্যায়। আর যিনি যজ্ঞ করাইবার জন্য ব্রতী হন, তিনি ঋত্বিক্। ইহাঁরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব

---

* যোঽসৌ গর্ভাধানাদ্যা উপনয়নান্তাঃ ক্রিয়া যথাবিধি কৃত্বা বেদমস্মৈ ব্রহ্মচারিণে প্রযচ্ছতি স গুরুঃ। টীকাকার।

† বেদ অধ্যয়নের নিমিত্ত শিষ্য গুরুর নিকট উপনীত হইলে, গুরু যে অনুষ্ঠান করিতেন, তাহার নাম উপনয়ন।

অনুসারে অধিক মান্য হন। ইহাঁদের সকলের অপেক্ষাও জননী অধিক মান্যা ও পূজ্যা। ৩৫।

ভগবান্ শঙ্খ লিখিয়াছেন,—

উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি।
ভৃতকাধ্যাপকোযস্তু উপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে॥

শং. সং. তৃতীয় অধ্যায়।

যিনি বিনাবেতনে উপনয়ন ক্রিয়া সমাপন করত শিষ্যকে সমগ্র বেদ শিক্ষা দেন, তিনি গুরু, আর যিনি বেতন গ্রহণ করিয়া শিক্ষাদান করেন, তাঁহাকে উপাধ্যায় কহা যায়।

ভগবান্ বিষ্ণু বলিয়াছেন ;—

যস্তূপনীয় ব্রতাদেশং কৃত্বা বেদমধ্যাপয়েৎ তমাচার্য্যং বিদ্যাৎ যস্ত্বেনং মুল্যেনাধ্যাপয়েত্তমুপাধ্যায়মেকদেশং বা।

বিষ্ণু সংহিতা ২৯ অধ্যায়।

যিনি শিষ্যের উপনয়ন দিয়া তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের আদেশ করত বেদ অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে আচার্য্য, এবং যিনি মূল্য গ্রহণ করিয়া, কিম্বা সমগ্র বেদ অধ্যয়ন না করাইয়া বেদের একদেশমাত্র অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে উপাধ্যায় কহা হয়, জানিবে।

ভগবান্ বিষ্ণু গুরু এবং আচার্য্যের মধ্যে কিছু প্রভেদ না করিয়া আচার্য্যকেই গুরুরূপে কহিয়াছেন। যথা,—

ত্রয়ঃ পুরুষস্য অতিগুরবো ভবন্তি।
মাতা পিতা আচার্য্যশ্চ।
তেষাং নিত্যমেব শুশ্রূষণা ভবিতব্যং।
যত্তে ত্রয়ুস্তৎ কুর্য্যাৎ।
তেষাং প্রিয়হিতমাচরেৎ। ইতি।

বিষ্ণু সংহিতা, ৩১ অধ্যায়।

মনুষ্য মাত্রেরই এই তিনজন অতিগুরু বা মহাগুরু; যথা, মাতা, পিতা এবং আচার্য্য অর্থাৎ অবৈতনিক শিক্ষক। সকল সময়েই ইঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা যখন যাহা বলিবেন তখনই তাহা করিবে এবং তাঁহাদের প্রিয় ও হিত অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবে।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥
একদেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ।
যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে॥
নিষেকাদীনি কর্ম্মাণি যঃ করোতি যথাবিধি।
সম্ভাবয়তি চান্নেন সবিপ্রো গুরুরুচ্যতে॥

মনু ২। ১৪০—১৪২।

যে ব্রাহ্মণ শিষ্যের উপনয়ন দিয়া তাহাকে যজ্ঞবিদ্যা ও পবিত্র উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে আচার্য্য বলে। ১৪০।

যিনি উপজীবিকার জন্য মন্ত্রাত্মক ও মন্ত্রেতর বেদের একদেশ কিম্বা কেবল ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করান তাঁহাকে উপাধ্যায় বলাযায়। ১৪১।

যিনি বিধানানুসারে গর্ব্ভাধানাদি সংস্কার সকল সম্পাদন করেন এবং অন্নদ্বারা প্রতিপালন করেন, সেই ব্রাহ্মণকে গুরু বলা যায়। ১৪২।

বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত প্রথার ন্যায় দীক্ষাকরণপ্রসঙ্গ কেবল তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যেই বহুল পরিমাণে বর্ণিত আছে দেখা যায়। নতুবা মনু যাজ্ঞবল্ক্যাদি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ সমস্ত বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম সকল বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিয়াছেন, বাল্যাবস্থা হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত এবং প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিশেষ পর্য্যন্ত যে যে সময়ে মনুষ্য-

গণ যাহা যাহা করিবেন তাহা তাঁহারা অতি বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কাণে কাণে মন্ত্র দেওয়ারূপ দীক্ষা সংস্কারের উল্লেখ তাঁহারা কোন স্থানে করেন নাই।

আরও দশবিধ সংস্কার, (১) ষোড়শবিধ সংস্কার, (২) বা চত্বারিংশৎ প্রকার সংস্কারের (৩) যে উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যেও এপ্রকার মন্ত্র-দীক্ষারূপ সংস্কারের নামগন্ধপর্য্যন্ত নাই।

---

(১) বীজসেকঃ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা।
জাতনাম্নী নিষ্ক্রমণ মন্নাশনমতঃপরং।
চূড়োপনয়নোদ্বাহাঃ সংস্কারাঃ কথিতা দশ॥
ম. নি. তন্ত্র। নবম উল্লাস।

(২) গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তো জাতকর্ম্ম চ।
নামক্রিয়া নিষ্ক্রমণোঽন্নাশনং বপনক্রিয়া *।
কর্ণবেধো ব্রতাদেশো † বেদারম্ভক্রিয়াবিধিঃ।
কেশান্তঃ স্নানমুদ্বাহো বিবাহাগ্নিপরিগ্রহঃ।
ত্রেতাগ্নিসংগ্রহশ্চেতি সংস্কারাঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ॥
নবৈতাঃ কর্ণবেধান্তা মন্ত্রবর্জ্জং ক্রিয়াঃ স্ত্রিয়াঃ।
বিবাহো মন্ত্রতস্তস্যাঃ শূদ্রস্যামন্ত্রতোদশ॥
ব্যাসসংহিতা, ১ম অধ্যায়।

(৩) গর্ভাধান পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম্ম নামকরণান্নপ্রাশন-চৌড়োপনয়নং চত্বারি বেদব্রতানি স্নানং সহধর্ম্মচারিণীসংযোগঃ পঞ্চানাং যজ্ঞানামনুষ্ঠানং দেবপিতৃমনুষ্যভূতব্রহ্মণামেতেষাঞ্চাষ্টকা পার্ব্বণশ্রাদ্ধং শ্রাবণ্যাগ্রহায়ণীচৈত্রাশ্বযুজীতি সপ্তপাকযজ্ঞসংস্থা-অগ্ন্যাধেয়মগ্নিহোত্রদর্শপৌর্ণমাসাবগ্রহণং চাতুর্মাস্যানিরূঢ়পশুবন্ধ-সৌত্রামনীতি সপ্ত হবির্যজ্ঞসংস্থা অগ্নিষ্টোমোঽত্যগ্নিষ্টোম উক্থঃ ষোড়শী বাজপেয়োঽতিরাত্রোঽপ্তোর্যামইতি সপ্ত সোমসংস্থা ইত্যেতে চত্বারিংশৎ সংস্কারাঃ। গৌতম সংহিতা, ৮ অধ্যায়।

* চূড়াকরণ। † ব্রতাদেশ—উপনয়নানন্তর ব্রহ্মচর্য্য।

উত্তানপাদতনয় ধ্রুবের ধর্ম্মোপদেশলাভবিষয়ে ভাগবতে লেখা আছে যে, দেবর্ষি নারদ আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার মাতার আদিষ্ট হরির উপাসনা বিষয়ে বিবিধ প্রকার উপদেশ দেন, এবং "ওঁ নমো-ভগবতে বাসুদেবায়" এই মন্ত্রটীও শিখাইয়া দেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, নারদের সহিত তাঁহার সে সময় সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও হয় নাই। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ধ্রুব জননীর গৃহহইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অরণ্যে যাইয়া দেখিলেন যে, সাতজন ঋষি কুশাসনোপরি কৃষ্ণাজিন বিছাইয়া উপবিষ্ট আছেন। যথা,—

নির্জ্জগাম গৃহান্ মাতুরিত্যুক্ত্বা মাতরং ধ্রুবঃ।
পুরাচ্চ নিষ্ক্রম্য ততস্তদ্ বাহ্যোপবনং যযৌ॥
স দদর্শ মুনীংস্তত্র সপ্ত পূর্ব্বাগতান্ ধ্রুবঃ।
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েষু বিষ্টরেষু সমাস্থিতান্॥

বি. পু. ১।১১।২৯—৩০। ইত্যাদি।

পরাশর কহিলেন, ধ্রুব মাতাকে এই কথা বলিয়াই তাঁহার গৃহহইতে বহির্গত হইলেন; পরে সেই নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, অনতিদূরে যে এক অরণ্য ছিল, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ২৯।

সেখানে গিয়া দেখিলেন, সাতজন ঋষি তাঁহার পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া কুশাসনোপরি কৃষ্ণাজিন বিছাইয়া উপবিষ্ট আছেন। ৩০।

উক্ত সাতজন ঋষিই একত্রে থাকিয়া ধ্রুবকে পরমেশ্বরের আরাধনা বিষয়ে প্রবৃত্ত করেন এবং সাত জনেই একে একে তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে নানা প্রকার উপদেশ দেন। বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত গুরু করণের ন্যায় কোন প্রসঙ্গ বা ঘটনা তাহাতে লক্ষিত হয় না। যৎকালে ধ্রুব যমুনাতটবর্ত্তী মধুবনে যাইয়া তপস্যা করেন, সেই সময়কারও একটি শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। যথা,—

মরীচিমুখ্যৈর্ম্মুনিভির্যথোদ্দিষ্টমভূৎ তথা।
আত্মন্যশেষদেবেশং স্থিতং বিষ্ণুমমন্যত॥

বি. পু. ১।১২।৬।

মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে ধ্রুব সমুদায় দেবগণের ঈশ্বর বিষ্ণুকে আত্মস্থ ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়াও দীক্ষাসম্বন্ধীয় কোন ব্যাপার কৈ দেখিতে পাওয়া যায় না। রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরাদির বাল্যক্রীড়া হইতে সমস্ত সামান্য ঘটনা পর্য্যন্ত উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু দীক্ষা সংস্কারের কোন প্রসঙ্গই তাহাতে লেখা নাই।

যাহাহউক বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার প্রথা যে দেশমধ্যে প্রচলিত থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। তবে বর্ত্তমান সময়ে উক্ত প্রথা ও কার্য্য সকল যে ভাবে এবং যে সকল লোকের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়, তাহার পরিবর্ত্তন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। পূর্ব্বকালে দ্বিজাতি মাত্রকেই যে উপনয়নের পর বেদপাঠ ও ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিতে হইত, প্রথম হইতে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়াই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

দীক্ষা শব্দের প্রকৃত অর্থ কোন কার্য্যে ব্রতী হওয়া বা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্রতবিশেষ গ্রহণ করা; পূর্ব্বকালে যজ্ঞাদি কার্য্যে ব্রতী হওয়াকেই দীক্ষিত হওয়া বলিত। যথা,—ইনি বহু যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন; আমি ঋত্বিগের কার্য্যে দীক্ষিত হইতে পারিতেছি না; যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক দীক্ষিত হইলেন *; রাজা দশরথ স্ত্রীগণের সহিত পুত্রেষ্টি যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন, ইত্যাদি†। মোট কথা সংকল্প করিয়া যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াকেই তখন দীক্ষিত হওয়া বলিত। বর্ত্তমান সময়ের মন্ত্রদীক্ষা, বা গুরুদীক্ষা-প্রথা কেবল তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চ্চা প্রবল হওয়ার পর হইতেই সম্যক্‌রূপে প্রচলিত হইতে দেখা যায়।

---

* ম. ভা. আদিপর্ব্ব রাজসূয় পর্ব্বাধ্যায়।

† বা. রা. বালকাণ্ড, ১৩সর্গ, ৪১, ৪২ শ্লোক।

দীক্ষা শব্দের অর্থ তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছে; যথা,—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপক্ষয়ং ততঃ।
তেন দীক্ষেতি লোকেঽস্মিন্ কীর্ত্তিতা তন্ত্রপারগৈঃ॥

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত যামলবচন।

যেহেতু উহা দিব্যজ্ঞান প্রদান করে এবং সমস্ত পাপ ক্ষয় করে সেইজন্য তন্ত্রপারগ ব্যক্তিগণ কর্তৃক উক্ত কার্য্যকে এই পৃথিবীতে দীক্ষা নামে কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

উক্ত তান্ত্রিক দীক্ষা একপ্রকার নহে; যথা—পঞ্চায়তনী দীক্ষা, কলাবতী দীক্ষা, সংক্ষেপ দীক্ষা, ইত্যাদি।

পূর্ব্বকালে যাঁহারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে আবার কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতেন, তাহার উদ্দেশ্য কি?

জনকাদি ক্ষত্রিয় রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াও লোকসংগ্রহের নিমিত্ত পুনর্ব্বার কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতেন। অর্থাৎ তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান না করিলে, পাছে অজ্ঞ লোকেরা তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করত কর্ম্মকাণ্ড সমুহ পরিত্যাগ করে এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় বিহীন হইয়া ভ্রষ্টাচারী হয়, এইজন্য লোক শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা মধ্যে মধ্যে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন।

যথা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন ;—

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি।
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

গী. ৩।২০—২১।

আর যদ্যপি তোমার এরূপ বোধ হইয়া থাকে যে, তুমি জ্ঞানী হইয়াছ, তথাপি অপর অজ্ঞ লোকদের নিমিত্ত তোমার কর্ম্মকরা উচিত। ২০।

কারণ প্রধান ব্যক্তি যেরূপ আচার ব্যবহার করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহায়ই অনুকরণ করিয়া চলে। শ্রেষ্ঠব্যক্তি যে সকল প্রমাণ অবলম্বন্ করিয়া চলেন, লোক সকল তাহারই অনুবর্ত্তী হয়। ২১।

আচারো লোকসংগ্রাহী স্বতন্ত্রা ব্রহ্মধীস্ততঃ।

বে. সা. অ. ৩।৪।১।

জনকাদি জ্ঞানীরা কেবল লোক সংগ্রহের নিমিত্তই আচার অর্থাৎ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন, নিজের মুক্তির জন্য তাঁহারা সে সকল করিতেন না। মুক্তির জন্য তাঁহারা স্বতন্ত্র ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করিতেন।

যাহারা নিতান্ত অজ্ঞান এবং কর্ম্মে ও কর্ম্ম ফলে আসক্তচিত্ত, তাহাদিগের বুদ্ধিকে বিচালিত করিতে শাস্ত্রকারগণ নিষেধ করিতেন। যথা,—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং।

গী. ৩।২৬।

কর্ম্মকাণ্ডে আসক্তচিত্ত নিতান্ত অজ্ঞান ব্যক্তিগণের বুদ্ধিকে বিচালিত করিবে না।

তানকৃৎস্নবিদোমন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥

গী. ৩।২৯।

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সেই সমস্ত মন্দবুদ্ধি অজ্ঞানদিগকে বিচালিত করিবেন না।

আবার শাস্ত্রের মধ্যে এরূপ উপদেশও অনেক দেখিতে পাওয়া যায় যে, যিনি নিজে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি কদাচ কোন ব্যক্তিকে (যতই অজ্ঞান হউক না কেন) কর্ম্মের উপদেশ করিবেন না, কেবল জ্ঞানেরই উপদেশ করিবেন। যথা,—

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণেঽপথ্যং বাঞ্ছতে ভিষগুত্তমঃ॥

মলমাসতত্ত্বে স্মার্ত্তধৃত ৬ষ্ঠ স্কন্ধের বচন।

রোগী ব্যক্তি কুপথ্যের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও জ্ঞানাপন্ন চিকিৎসক যেরূপ তাহা কদাচ প্রদান করেন না, সেইরূপ যিনি আপনি শ্রেয়ঃ পথ অবগত হইয়াছেন, তিনি কখনও কোন অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ম্মের উপদেশ করেন না।

পূর্ব্বকালে জ্ঞানীদিগের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক ছিলেন। জনকাদি কেহ কেহ জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াও লোকশিক্ষার জন্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন, আবার কেহ কেহ কোন প্রকার কর্ম্মকাণ্ডেরই অনুষ্ঠান করিতেন না। যথা,—

"তুল্যন্তু দর্শনং"।

বে. সূ. ৩।৪।৯।

উভয় পক্ষেরই প্রমাণ শ্রুতিতে সমভাবে পাওয়া যায়।

বেদের এক স্থানে আছে,—

জনকো বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে।

রাজা রামমোহন রায় প্রণীত
কে. সা. ধৃত বৃহদারণ্যকশ্রুতির বচন।

জনক বৈদেহ বহু দক্ষিণা দিয়া যাগ করিয়াছেন।

অন্যত্র আবার আছে,—

বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রিরে ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্যের ভূমিকায়
শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্যধৃত শ্রুতি বচন।—

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেন নাই।

জপ।

মনে মনে পরমেশ্বরের নাম বা প্রণবাদি মন্ত্র স্মরণ করা এবং সেই নামের বা মন্ত্রের অর্থ হৃদয়ে চিন্তা করার নাম জপ।

ভগবান্ পতঞ্জলি জপের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন,—

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।

পা. দ. সমাধিপাদ, ২৮ সূত্র।

একটী মন্ত্র বা শব্দ উচ্চারণ করা মাত্র প্রকৃত জপ নহে, মনে মনে তাহার অর্থ চিন্তা করার নামই প্রকৃত জপ।

উপরিউক্ত সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ ব্যাস লিখিয়াছেন,—

প্রণবস্য জপঃ প্রণবাভিধেয়স্য চেশ্বরস্য ভাবনং।

অর্থাৎ প্রণবাভিধেয় যে ঈশ্বর তাঁহার চিন্তা বা ভাবনা করার নামই প্রণবজপ।

যাঁহাদের কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধার কিছু হ্রাস হইয়াছে, অথচ যাঁহারা নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনার মধুরতা আস্বাদন করিতে পারিতেছেন না, মধ্যগত অবস্থার অবস্থিত এ প্রকার ব্যক্তিদিগের পক্ষে উল্লিখিত প্রকারের জপ এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা সম্যক্ উপকারজনক হয়। ইহাদ্বারা তাঁহারা সহজে উপাসনার অবস্থা লাভ করিতে পারেন।

জপেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

মনু ২।৮৭।

ব্রাহ্মণ কেবল প্রণবের জপের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিবেন, তাহাতে আর সংশয় নাই; অন্য কর্ম্ম করুন বা না করুন, মৈত্র অর্থাৎ সর্ব্ব-জীবের প্রতি স্নেহশীল, এবং (প্রণব) জপপরায়ণ হইলেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে।

এস্থলে জপ অর্থে অন্য জপ না বলিয়া যে কেবল প্রণবজপের উল্লেখ করা হইল, তাহার কারণ এই যে, যে স্থলে মনু এই জপের কথা লিখিয়াছেন, তথায় অন্য কোন জপের প্রসঙ্গ নাই, কেবল এক প্রণব এবং তাহার অনেক পূর্ব্বে গায়ত্রীর উল্লেখ আছে মাত্র।

যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ।
সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥

মনু ২।৮৬। বিষ্ণুসংহিতা, ৫৫ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণদিগের অনুষ্ঠিত পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে বেদাধ্যয়ন ব্যতিরেকে আর যে চারি প্রকার যজ্ঞ এবং দর্শপৌর্ণমাসাদি সাময়িক যজ্ঞ সকলের উল্লেখ আছে, তাহা প্রণবজপরূপ যজ্ঞের ষোড়শ অংশের একাংশেরও যোগ্য নহে।

নানা প্রকার কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান অপেক্ষা যে প্রণব জপ অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট, তাহা এক প্রকার দেখান হইল। কিন্তু যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরব্রহ্মের উপাসনায় নিযুক্ত, সেই অপরোক্ষ জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে জপ যে কিছুমাত্র উচ্চকার্য্য নহে, তাহাও এক্ষণে দেখান যাইতেছে। সে অবস্থায় জপাদিও নিষ্প্রয়োজন হইয়া থাকে।

যথা,—ভগবান্ শিব বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে।
কিন্তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈস্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ॥

ম. নি. ত. ১৪।১২৪।

ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরম জ্ঞান যাঁহার চিত্তে বিরাজিত, তাঁহার আর জপ, যজ্ঞ, তপ, ব্রত নিয়মাদিতে প্রয়োজন কি?

উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা।
জপস্তুতিঃ স্যাদধমা হোমপূজাধমাধমা॥

ম. নি. ত.।

ব্রহ্মে যে নিত্যকালের জন্য অবস্থিতি, তাহাই উৎকৃষ্ট অবস্থা, ধ্যানধারণা মধ্যম, জপ এবং স্তোত্রপাঠ অধম অবস্থা, হোম পূজা অর্থাৎ প্রতিমা পূজাদি কর্মকাণ্ড সকল অধমেরও অধম অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধম অবস্থা জানিবে *।

ভগবান্ শিব যদিও গায়ত্রীকে স্বয়ং ব্রহ্মরূপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থে যে কেবল পরব্রহ্মেরই উপাসনা বুঝায়, যদিও ইহা তিনি অনেক স্থলে বলিয়াছেন, † তথাচ গায়ত্রী জপাদির দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরমেশ্বরের সহিত ‡ সাধকের ভক্তিযোগ স্থাপন না হওয়া প্রযুক্ত তিনি উহাকে মোক্ষসাধিনী না বলিয়া কেবল ত্রিবর্গসাধিনীরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

---

* এই শ্লোকটীকে নিম্ন লিখিত প্রকারে ও অনেক স্থলে লিখিতে দেখা যায়; যথা,—

উত্তমো ব্রহ্ম সদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জ্জপোঽধমো ভাবো বহিঃ পূজাধমাধমা॥

ম. নি. ত. ১৪।১২২।

ব্রহ্মসদ্ভাবো কথার অর্থ টীকাকার শ্রীমদ্ধরিহরানন্দ ভারতী এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা, ব্রহ্মৈব সৎ সত্তিন্নং সর্ব্বমসদিত্যুত্তমো ভাবঃ ভজনং।

† "ব্রাহ্মণ" নামক প্রস্তাবের শেষভাগ দেখ।

‡ যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিতা পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে যথার্থই ইচ্ছুক হয়েন, তাঁহারা প্রথম হইতেই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী ভাবটী বুঝিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিবেন। তিনি

গায়ত্রীং শৃণু চার্ব্বঙ্গি চতুর্বেদপ্রপূজিতাং।
বেদমাতেতি বিখ্যাতাং ত্রিবর্গফলদায়িনীং ॥

নি. ত. তৃতীয় পটল।

হে চার্ব্বঙ্গি! (অর্থাৎ পার্ব্বতি!) গায়ত্রী মন্ত্রের বিষয় আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই গায়ত্রী চতুর্বেদের মধ্যে অত্যন্ত পুজিতা, উহা বেদমাতা নামে বিখ্যাতা এবং ত্রিবর্গ অর্থাৎ (মোক্ষ ব্যতিরেকে) ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ফলদানসমর্থা হয়েন।

যে জপে জিহ্বা কিম্বা ওষ্ঠ নড়ে, তাহা প্রকৃত জপ নহে, মনে মনে যে জপ, অর্থাৎ ঈশ্বরের নাম স্মরণ এবং তদর্থচিন্তনাদি তাহাই প্রকৃত জপ শব্দে কথিত হইয়া থাকে; যথা,—

নিকটে থাকিয়া সকল কথা শুনিতেছেন, প্রাণের সকল ভাব, সকল আকাঙ্ক্ষা জানিতেছেন ইত্যাদি রূপ বিশ্বাসের সহিত যাহা কিছু প্রার্থনা করিবেন। এসম্বন্ধে অধ্যাপক নিউম্যান তাঁহার "THE SOUL" নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—

"But the man who at the same moment that he adores, perceives that his adoration is perceived and is acceptable, has already begun an intercourse with God."

"THE SOUL," p. 80. "*Sense of Personal Relation to God.*"

আমাদের আত্মা সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরমেশ্বরের যোগে যোগী হইতে পারে কি না এ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন;—

"The personal relation sought, is discerned and felt. The soul understands and knows that God is her God; dwelling with her more closely than any creature can. * * * It no longer seems profane to say "God is my bosom friend: God is for me, and I am for Him." So joy bursts out into praise, and all things look brilliant: * * * Thus the whole world is fresh to us with sweetness before untasted. All things are ours, whether affliction or pleasure, health or pain. Old things are passed away; behold! all things are become new: and the soul wonders, and admires, and gives thanks, and exults like the child on a summer's day:—and understands that she is as a new-born child; she has undergone a New Birth!"

"THE SOUL," *pp.* 84, 85.

বিধিযজ্ঞাজ্জপোযজ্ঞোবিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ।
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রোমানসঃ স্মৃতঃ ॥

বি. সং. ৫৫ অধ্যায়।
শ. সং. ১১ অধ্যায়।

শাস্ত্রে যে সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি আছে, সামান্য জপরূপ যজ্ঞের ফল তাহা অপেক্ষা দশগুণ অধিক। উপাংশু অর্থাৎ যাহাতে শব্দ না হইয়া কেবল ওষ্ঠাদি নড়িতে থাকে, এরূপ জপের ফল শতগুণ অধিক; কিন্তু যে জপে কোনরূপ বাহ্য ক্রিয়া না হইয়া কেবল মনের মধ্যে ঈশ্বরের নাম স্মরণ ও তদর্থ চিন্তা করা হয়, তাহার ফল সহস্রগুণ অধিক। সেইজন্য এই মানসিক জপই প্রকৃত জপ শব্দে কথিত হইয়া থাকে।

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন;—

মানসং পূজনং কুর্য্যাৎ মানসং জপমাচরেৎ।
মানসো হি মহাধর্ম্মো মানসং নাস্তি পাতকং ॥

মনে মনে পূজা করিবে, মনের মধ্যেই জপ করিবে। মনের মধ্যে যে ধর্ম্ম করা হয় তাহাই মহাধর্ম্ম, তাহাতে কিছু মাত্র প্রত্যবায় হয় না।

শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের "উক্তি" নামক গ্রন্থের এক-স্থানে এইরূপ লিখিত আছে; "এক ডুবে রত্ন না পাইলে রত্নাকরকে রত্নহীন মনে করিও না। ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক সাধনায় প্রবৃত্ত থাক যথা-সময়ে ঈশ্বরের কৃপা তোমার উপর অবতীর্ণ হইবেই হইবে।"

মনুষ্যের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা কত দূর পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারা সম্ভব, সে সম্বন্ধে অধ্যাপক নিউম্যান লিখিয়াছেন;—

"It is to me axiomatic, that man can no more fully comprehend the mind of God, than a dog that of his master." ইত্যাদি।

"THE SOUL," p. 78.

সাধক ও তীর্থ।

যে সকল স্থানে গমন করিলে, মানবের মনে পবিত্র ভাবের সঞ্চার হয়, সেই তীর্থ। যেখানে যাইলে বা যেখানে থাকিলে, সংসার বন্ধন সকল শিথিলতা প্রাপ্ত হয়, এবং ব্রহ্মানুরাগ উদ্দীপিত হয়, সেই তীর্থ। বোধ হয়, এই জন্যই আর্য্যেরা শ্মশান ভূমিকেও পরম পবিত্র স্থান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

পৃথিবীতে যত প্রকার পবিত্র স্থান আছে, তাহার মধ্যে সাধু মহাত্মারা যে স্থানে অবস্থিতি করেন, তাহা অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র স্থান আর কোথাও নাই। তাঁহাদিগকে দেখিলে, ক্ষণকালের নিমিত্তও মানবের মনের মলিনতা সমস্ত বিদূরিত হয়, এবং ঘোর সংসারী ব্যক্তির হৃদয়েও ঈশ্বরানুরাগ উদ্দীপিত হইয়া থাকে। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ লিখিয়াছেন যে সাধুরা তীর্থ বা অতীর্থ, যে কোন স্থানে অবস্থিতি করেন, তাহাই মহাতীর্থে পরিণত হয়। সেই স্থানেই পরম পবিত্র মহাতীর্থ সকলের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন,—

যাঁহারে দেখিলে মুখে আসে হরিনাম।
তাঁহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥

অপর একজন কোন পণ্ডিত সাধকব্যক্তি সাধু পুরুষের লক্ষণ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, "যাঁহাকে দেখিলেই মনুষ্যের মনের অসৎ প্রবৃত্তি সকল নিস্তেজ ভাব প্রাপ্ত হয় এবং সাধু প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হয়, তিনিই সাধু।"

বস্তুতঃ সাধু মহাত্মাদিগকে দেখিয়া কত নিষ্ঠুরকর্ম্মা জঘন্য লোকের জীবন যে একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। শাক্যসিংহ, চৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবনী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা এ বিষয়ের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি যোগিনঃ।
তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগো নৈমিষং বনং॥

উ. গী. ৩।১৩।

যোগশীল ব্যক্তিরা নিমেষ বা নিমেষার্দ্ধ কালের জন্যও যে স্থানে অবস্থিতি করেন, সেই সেই স্থান কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ ও নৈমিষারণ্যের তুল্য হয়।

বিদুর তীর্থ ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাগত হইলে, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

ভা. ১।১৩।৮।

আপনাদিগের ন্যায় ভগবদ্ভক্ত মনুষ্যগণ স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। গদাধর অর্থাৎ পরমেশ্বর যাঁহাদিগের অন্তঃকরণে বিরাজ করেন, তাঁহারা তীর্থে যাইয়া কেবল তীর্থ সকলকে পবিত্র করিয়া আসেন। নতুবা তীর্থ দর্শনে তাঁহাদের নিজের কিছুমাত্র প্রয়োজন বা স্বার্থ নাই *।

ব্রহ্মাম্বুভিঃ স্নাতি তোয়ৈঃ সদা যঃ
কিন্তস্য গাঙ্গৈরপি পুষ্করৈর্ব্বা।

প্রাণতোষিণী ধৃত
কল্পসূত্র টীকার বচন।

ব্রহ্মরূপ সমুদ্রের জলে যিনি সতত স্নান করেন, গঙ্গাজল বা পুষ্করতীর্থের জলে তাঁহার আর কি প্রয়োজন?

---

* শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন,—

ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং ন স্বার্থং কিন্তু তীর্থানুগ্রহার্থমিত্যাহ ভবদ্বিধা ইতি মলিনজনসম্পর্কেণ তীর্থানি অতীর্থানি সন্তি সন্তঃ পুনস্তীর্থীকুর্ব্বন্তি।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসাদি ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন,—

যত্তীর্থবুদ্ধির্জলে ন কর্হিচিৎ
জনেম্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।
ভা. ১০ম স্কন্ধ, ৮৪ অধ্যায়।

জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তিতে তীর্থ বোধ না হইয়া, যাহার গঙ্গা যমুনাদি জল বিশেষে তীর্থ বুদ্ধি হয়, সে গবাদি পশুদিগের নিমিত্ত তৃণাদি ভারবাহক গর্দ্দভ সদৃশ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—

ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাং॥
ভা. ১১।১২।২।

মনুষ্য সৎসঙ্গের দ্বারা আমাকে যে প্রকার বশীভূত করিতে পারে, ব্রত, যজ্ঞ, শাস্ত্রপাঠ, তীর্থ সেবা, যম, নিয়মাদির অনুষ্ঠানপ্রভৃতি কোন উপায়ের দ্বারা আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না।

রাজা পরীক্ষিৎ যৎকালে বিপ্রশাপগ্রস্ত হইয়া গঙ্গাতীরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ের বর্ণনোপলক্ষে এইরূপ শ্লোক লিখিত হইয়াছে; যথা,—

তত্রোপজগ্মুর্ভুবনং পুনানা-
মহানুভাবা মুনয়ঃ সশিষ্যাঃ।
প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ
স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ॥
ভা. ১।১৯।৮।

ভুবন পবিত্রকারী মহানুভব মুনি সকল শিষ্য সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়াছিলেন; এইরূপে সাধুসকল তীর্থ গমন উপলক্ষ করিয়া তীর্থ সকলকে কেবল আপনারা পবিত্র করিয়া আসেন।

---

* যেষাং পদরজঃ প্রাপ্য শুধ্যতে জাহ্নবীজলং। ইত্যাদি।
হ. ভ. বি. ১০।৭৬।

ভগবান্ চৈতন্যদেবের শিষ্য এবং সমকালীন বৈষ্ণব যবন হরিদাসের মৃতদেহকে যখন সমুদ্রের জলে স্নান করান হয় সেই সময় চৈতন্যদেব এইরূপ বলিয়াছিলেন ;—

হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈলা॥

চৈ. চ. অন্ত্যলীলা ১১৩ পত্র।

যাঁহাদিগের চিত্ত বশীভূত হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে সকল স্থানই তীর্থ; যথা,—

ইতি চেতো বশীকৃত্য যত্র তত্র বসেন্নরঃ।
তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং পুষ্করং গয়া॥

যো. ত.।

এইরূপে চিত্তকে বশীভূত করিয়া মনুষ্য যেখানে অবস্থিতি করেন, সেই স্থানই তাঁহার কুরুক্ষেত্র, সেই স্থানই তাঁহার প্রয়াগ, সেই স্থানই তাঁহার পুষ্কর এবং সেই স্থানই তাঁহার গয়া প্রভৃতি তীর্থের স্বরূপ হয়।

সর্ব্বানদ্যঃ সরস্বত্যঃ সর্ব্বে পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ।
জাজলে তীর্থমাত্মেব মাস্ম দেশাতিথির্ভব॥

ম. ভা. মো. ধ. ৮৯। ৪৩।

সাধু মহাত্মাদিগের পদধূলি প্রাপ্ত হইলে, ভাগীরথীর জলও পবিত্র হয়।

(এইরূপ কথিত আছে যে, মহা মহাপাপী ব্যক্তিরা গঙ্গা, যমুনাদি পুণ্যতীর্থ সকলের জলে স্নান করিয়া নিজ নিজ পাপ হইতে মুক্ত হয়, কিন্তু সেই সকল মহাপাপী ব্যক্তিগণের অবগাহন জন্য ঐ সকল তীর্থ পাপযুক্ত হইয়া থাকে। পরে যখন কোন সাধু মহাত্মার সমাগম হয়, তখন তাঁহাদের পদধূলি প্রাপ্ত হইয়া সেই সকল পুণ্যতীর্থ আবার আপনারা শুদ্ধিলাভ করে।)

সকল নদীই সরস্বতীর ন্যায় শুদ্ধিপ্রদ, সমস্ত পর্ব্বতই পরম পবিত্র স্থান। হে জাজলে! যে স্থলে পরমাত্মার সহিত মনের সংযোগ হয়, সেই স্থানই উৎকৃষ্ট তীর্থ। অতএব তীর্থ পর্য্যটনের নিমিত্ত তুমি দেশ বিদেশে গমন করিও না।

প্রসিদ্ধ সাধক ও কবি তুলসী দাস বলিয়াছিলেন,—

সব্ বন্ তুলসী ভেয়ো,
সব্ পাহাড়্ ভেয়ো শাল্গেরাম্।
সব্ পানি গঙ্গা ভেয়ো,
যেস্ ঘট্মে বিরাজে রাম্॥

যখন রাম অর্থাৎ পরমেশ্বর সকল ঘটে অর্থাৎ সকল বস্তুতেই সমভাবে বিরাজিত, তখন সকল গাছকেই তুলসী গাছের স্বরূপ জ্ঞান করিও; সকল পাহাড়কেই শালগ্রাম শিলার ন্যায় জানিও; এবং সকল জলকেই গঙ্গাজল রূপে দেখিও।

ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসাজনাঃ।
আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মোক্ষো বরাননে॥

জ্ঞা. স. তন্ত্র।

হে পার্ব্বতি! তমোগুণাবলম্বী লোক সকল কেবল ভ্রমে আচ্ছন্ন হইয়া, এখানে তীর্থ, ওখানে তীর্থ এইরূপ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। বস্তুতঃ আত্মাই পরম তীর্থ ইহা না জানিতে পারিলে, কিরূপে মোক্ষলাভ হইবে?

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

তীর্থানি তোয়রূপাণি দেবান্ পাষাণমৃন্ময়ান্।
যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে আত্মধ্যানপরায়ণাঃ॥

উত্তর গীতা।

হে অর্জ্জুন! আত্মধ্যানপরায়ণ যোগিগণ নদী সমুদ্রাদিরূপ তীর্থস্থানে গমন করেন না এবং মৃত্তিকা বা পাষাণাদিময় দেবতা-সমূহকেও অর্চ্চনা করেন না।

যাহাদিগের মন নিতান্ত কলুষিত, তীর্থে যাইয়া তাহাদেরও কোন ফললাভ হয় না ; বরং অনেক সময় তাহারা আরও অনেক নূতন পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকে।

চিন্তয়েৎ যঃ কৃতং দুষ্টং তীর্থস্নানেন তস্য কিং।
শতশোঽপি জলৈর্ধৌতং সুরাভাণ্ডমিবাশুচি॥

মৎস্য সূক্ত।

সুরাভাণ্ড যেপ্রকার শত শতবার জলদ্বারা ধৌত করিলেও অশুচি থাকে, সেইপ্রকার যে ব্যক্তির হৃদয়ে দুষ্কর্ম্মের চিন্তা বিরাজিত থাকে তীর্থস্নানাদির দ্বারা তাহার কোন উপকার লাভ হয় না।

ন তীর্থানি ন দানানি ন ব্রতানি ন চাশ্রমাঃ।
দুষ্টাশয়ং দুষ্টমতিং পাবয়ন্তি কদাচন॥

যোগিনী তন্ত্র।

তীর্থ, দান, ব্রত, কিম্বা আশ্রম, ইহারা অসাধু কামনা ও অসাধু চিন্তাবিশিষ্ট লোককে পবিত্র করিতে সক্ষম হয় না। (কিন্তু সাধু মহাত্মাদিগের সংসর্গে আসিলে ইহারা অনেক সময় পবিত্র হইয়া যায়)।

ঈশ্বরের অবতার।

আমাদের দেশের পুরাণ শাস্ত্রে অনেক অবতারের কথা আছে; তন্মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী * এই দশটীই সর্ব্ববাদিসম্মত। এতদ্ব্যতীত ঋষভদেব, কপিল প্রভৃতিকেও ভাগবতাদি শাস্ত্রে অবতার রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে †। চৈতন্যদেব প্রভৃতিকে শাস্ত্রে যদিও কোথাও অবতার-

* ক. পু. ২।৩।২১—৩১।

† এতদ্ব্যতীত ব্যাস, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিকেও অবতার রূপে অনেক স্থলে বর্ণনা করা হইয়াছে ; যথা,—

রূপে উল্লেখ করা হয় নাই, তথাচ এক একটী প্রদেশস্থ সম্প্রদায় বিশেষের লোকেরা তাঁহাদিগকে পূর্ণ অবতার রূপে পূজা করিয়া থাকেন। আমাদিগের বঙ্গদেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যকে পূর্ণ অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু চৈতন্যদেব যৎকালে জীবিত ছিলেন, বা লীলা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে যদি কেহ উক্তভাব প্রকাশ করিত, তাহাহইলে তিনি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার অতি তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। যথা,—চৈতন্যদেব যৎকালে বৃন্দাবনে অবস্থিতি করেন, সেই সময় এইরূপ একটী জনরব প্রচারিত হয় যে, রাত্রিকালে কৃষ্ণ যমুনার জলে (কালীয় হ্রদে) ক্রীড়াকরেন। চৈতন্যদেব সে কথা শুনিয়াই তাহাতে অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশ করেন। পরে প্রকাশ হয় যে, উহা কৃষ্ণের কালীয় হ্রদে ক্রীড়া নহে, রাত্রিকালে ধীবরেরা ঐ স্থানে নৌকারোহণে মৎস্য ধরিত। যাহাহউক, লোকসকল যখন কালীয় হ্রদে কৃষ্ণ দর্শনে বঞ্চিত হইল, সেই সময়ে সকলে বলিতে লাগিল যে, যদিও কালীদহে কৃষ্ণ দেখিতে না পাইলাম, তথাচ আমরা চৈতন্যরূপী কৃষ্ণাবতার দর্শন করিলাম। যথা,—

দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপী মহামুনে।
বেদমেকং স বহুধা কুরুতে জগতোহিতং॥

বি. পু. ৩।৩।৫।

হে মহামুনে! ব্যাসরূপী ভগবান্ বিষ্ণু জগতের হিতসাধনের জন্য প্রত্যেক দ্বাপর যুগে এক বেদকে বহু অংশে বিভাগ করেন।

ব্যাসসম্বন্ধে এ প্রকার বচনও পুরাণ এবং বেদান্ত শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি বিষ্ণুর অবতার নহেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে অপান্তরতম নামে একজন তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিষ্ণুর আদেশ অনুসারে ব্যাসরূপে জন্মেন।

বে. সা. অ. ৩। ৩। ১৯।

আবার এ প্রকার বচনও শাস্ত্রে আছে যে, এবারে যিনি অশ্বত্থামা ছিলেন, তিনি আগামী দ্বাপর যুগে ব্যাস হইয়া জন্মিবেন।

বি. পু.।

প্রভু কহে কাঁহা পাইলে কৃষ্ণ দরশন।
লোক কহে সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম নারায়ণ॥
বৃন্দাবনে হৈলে তুমি কৃষ্ণ অবতার।
তোমা দেখি সর্ব্বলোক হইল নিস্তার॥

সাধারণ মনুষ্যগণের মনও স্বভাবতঃ এতদূর দুর্ব্বল যে তাহারা কোন ব্যক্তিকে কোন অনন্যসাধারণ কার্য্য করিতে দেখিলে, একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, এবং তন্নিবন্ধন তাঁহাকে একেবারে ঈশ্বরের অবতার বা প্রতিনিধি রূপে বিশ্বাস করিয়া ফেলে। মহাবীর নেপোলিয়ন, যখন ইউরোপখণ্ডে দেশের পর দেশ জয় করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাকেও অনেক লোক প্রকাশ্যে ঈশ্বরের অবতার বা প্রতিনিধি রূপে প্রচারিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

য়িহুদিদিগের সাধারণতঃ এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, যিশুখ্রীষ্ট ভূমণ্ডলে আসিয়া জন্মপরিগ্রহ করিবেন; তদনুসারে পারিসনগরীস্থ কতিপয় প্রধান প্রধান য়িহুদি নেপোলিয়নকেই খ্রীষ্টের অবতার বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অধিক কি, তাঁহারা ঈশ্বরবিষয়ক প্রসঙ্গকালে তাঁহার নামের সহিত নেপোলিয়নের নামও সংযোজিত করিতে ক্রটী করেন নাই। এই সময়ে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী কতিপয় যাজকও তদীয় অনুচিত স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত একজন ধর্ম্মাধ্যক্ষ প্রচারমঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া, স্বীয় মণ্ডলীস্থ ব্যক্তিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—"পরমেশ্বর নেপোলিয়নকে আপনার প্রতিনিধি করিয়া অবনীতলে প্রেরণ করিয়াছেন। স্বর্গের রাজ্ঞী কুমারী মেরীদেবী মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়া, যে দিবস স্বভবনে প্রতিগমন করিয়াছেন, সেই দিবসটী অনন্ত কাল লোকের স্মরণে রাখিবার জন্যে তিনি নেপোলিয়নকে ধরাধামে প্রেরণ করিয়া আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন।" ইত্যাদি।

বস্তুতঃ যে দিবস যিশুখ্রীষ্টের মাতা মেরী দেবীর মৃত্যু হয়, সেই দিবসের সহিত নেপোলিয়নের জন্মদিনের ঐক্য আছে।

প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিয়।
জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিহ॥
সন্ন্যাসী চিকণ কিরণ কণ সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
জীবে ঈশ্বর তত্ত্ব কভু নহে সম।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেইত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥

চৈ. চ. মধ্যলীলা, ১৮ পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার পূর্ব্বে আর একবার কতকগুলি লোক তাঁহাকে ঈশ্বর-ভাবে স্তব করে, তাহাতে তিনি বিরক্ত ও লজ্জিত হইয়া বাহির হইতে প্রস্থান করত ঘরের ভিতরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন এবং শ্রীনিবাস নামক তাঁহার জনৈক শিষ্যের নিকট অসন্তোষ ও লজ্জার ভাব প্রকাশ করেন।

চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যদেব নিজেই বলিতেন, তিনি জীবাধম। শ্রীকৃষ্ণকে যদিও শাস্ত্রে বিষ্ণুর অবতার রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তথাচ তাঁহাকে বিষ্ণুর একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে মাত্র। যথা,—

শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, দেবতারা যখন কংসভয়ে ভীত হইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন, সেই সময় ভগবান্ বিষ্ণু দেবতাদের রক্ষার জন্য দুই গাছি কেশ উৎপাটিত করিয়া দেন। এক গাছি শ্বেতবর্ণ এবং এক গাছি কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেতবর্ণের কেশটাই বলরাম রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণবর্ণের কেশটাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হন। যথা,—

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের পর যৎকালে মহারাজ দ্রুপদ পঞ্চ ভ্রাতার সহিত একটী কন্যার কিরূপে বিবাহ দিবেন, এইরূপ ভাবিতেছিলেন, সেই সময় ভগবান্ ব্যাস যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া অন্যান্য

কথার প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন। যথা,—

তৈরেব সার্দ্ধন্তু ততঃ স দেবো
জগাম নারায়ণমপ্রমেয়ম্।
অনন্তমব্যক্তমজং পুরাণং
সনাতনং বিশ্বমনন্তরূপম্॥ ৩১॥
স চাপি তদ্ব্যদধাৎ সর্ব্বমেব
ততঃ সর্ব্বে সম্বভূবুর্দ্ধরণ্যাম্।
স চাপি কেশৌহরিরুদ্ববর্হ
শুক্লমেকমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্॥ ৩২॥
তৌ চাপি কেশৌ ন্যবিশেতাং যদূনাং
কুলে স্ত্রিয়ৌ দেবকীং রোহিণীঞ্চ।
তয়োরেকো বলদেবো বভূব
যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ।
কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সম্বভূব
কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ॥ ৩৩॥

ম. ভা. আদি পর্ব্ব, বৈবাহিক পর্ব্বাধ্যায়, ১১৯ অধ্যায়।

অনন্তর ভগবান্ শিব অন্যান্য দেবতাদিগের সমভিব্যাহারে অপ্রমেয়, অনন্ত, জন্মবিহীন, সূক্ষ্ম, পুরাণ, নিত্য বিরাটরূপী ভগবান্ নারায়ণসমীপে উপনীত হইলেন। ৩১।

নারায়ণ মহাদেবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অনুমোদন করিলেন। পরে ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবগণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। নারায়ণও দুই গাছি কেশ উৎপাটন করিলেন; উক্ত কেশদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটী শুক্ল এবং দ্বিতীয়টী কৃষ্ণবর্ণ। ৩২।

সেই কেশযুগল যদুকুল-কামিনী রোহিণী এবং দেবকীতে সমাবিষ্ট হইল। শুভ্রকেশ বলদেবরূপে এবং কৃষ্ণকেশ কেশবরূপে অবতীর্ণ হইলেন; (তন্নিমিত্তই লোকে বাসুদেবকে কেশব কহে)। ৩৩।

বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে;—

এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে॥
উবাচ চ সুরানেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে।
অবতীর্য্য ভুবোভারক্লেশহানিং করিষ্যতঃ॥
বসুদেবস্য যা পত্নী দেবকী দেবতোপমা।
তস্যায়মষ্টমো গর্ভো মৎকেশো ভবিতা সুরাঃ॥
অবতীর্য্য চ তত্রায়ং কংসং ঘাতয়িতা ভুবি।
কালনেমিং সমুদ্ভূতমিত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে হরিঃ॥

বি. পু. ৫। ১। ৫৯, ৬০, ৬৩, ৬৪।

হে মহামুনে! ভগবান্ পরমেশ্বর এইরূপে দেবতাগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া আপনার শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণের দুই গাছি কেশ উৎপাটন করিলেন। ৫৯।

তিনি দেবতাসকলকে বলিলেন,—আমার এই কেশ দুই গাছি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার এবং কষ্ট মোচন করিবে। ৬০।

হে দেবতাগণ। বসুদেবের দেবকী নামে যে দেবোপমা পত্নী আছে, তাহার অষ্টম গর্ভে আমার এই (কৃষ্ণবর্ণ) কেশ জন্মগ্রহণ করিবে। ৬৩।

এই কেশ তথায় অবতীর্ণ হইয়া কংসরূপে উৎপন্ন কালনেমীকে বিনাশ করিবে। এই বলিয়া ভগবান্ হরি অন্তর্হিত হইলেন। ৬৪।

ভাগবতেও স্থানে স্থানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অতি ক্ষুদ্র অংশ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা, ভা. ১০। ৩৩। ২৭।

ভগবান্ রামচন্দ্রও বিষ্ণুর অংশাবতার রূপে কথিত হইয়া থাকেন; যথা,—

শ্রীমদ্দাশরথাঃ স্বয়ং মুররিপোরংশাবতারা অমী।

ম. না.।

রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতি এই সকল দশরথতনয় সাক্ষাৎ মুররিপু অর্থাৎ বিষ্ণুর অংশ। *

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে জীবিত ছিলেন, বা লীলা করিতেছিলেন, সেই সময় আর এক জন জাল শ্রীকৃষ্ণও বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহাকেও সকলে বাসুদেবরূপে পূজা করিত। সেই কৃত্রিম বা জাল শ্রীকৃষ্ণ বঙ্গদেশের, পৌণ্ড্রদেশের, এবং কিরাতদেশের একজন প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। তিনি প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূত পাঠাইয়া

---

* ভগবান্ রামচন্দ্র কর্ত্তৃক হরধনুর্ভঙ্গ বর্ণন উপলক্ষে রামচন্দ্রের সর্ব্বপ্রধান ভক্ত হনুমান্ তাঁহার নিজের লিখিত মহানাটকে এইরূপ বলিয়াছেন,—

ভিন্দন্নিদ্রাং মুরারেঃ সকলভুজভৃতাং ত্রোটয়ন্ শৌর্য্যদর্পং
ছিন্দন্দিগ্‌দন্তিকর্ণং টলবলিতফণং কম্পয়ন্ সর্পরাজং।
উদ্দামোদ্যদ্‌গভীরপ্রলয়ঘনঘটাধ্বানধিক্কারঘোর-
ষ্টঙ্কারঃ কৃষ্যমাণত্রিপুরহরধনুর্ভঙ্গভূরাবিরাসীৎ॥

মহানাটক।

ভগবান্ রামচন্দ্র যৎকালে টঙ্কার দিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক হরধনু ভঙ্গ করিলেন, তখন এরূপ একটী ভয়ঙ্কর শব্দ উপস্থিত হইয়াছিল যে, তদ্দারা বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, সমস্ত রাজন্যবর্গের বীরত্বের দর্প চূর্ণ হইয়াছিল, দিগ্‌হস্তিগণের কর্ণকুহরস্থ চর্ম্মখণ্ড ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, সর্পরাজ কাঁপিয়া উঠায়, তাঁহার ফণা অর্থাৎ মস্তক নড়িয়া উঠিয়াছিল, অধিক কি, প্রলয়কালের মেঘের যে ভয়ঙ্কর উৎকট ও গভীর শব্দ, তাহাকেও এই হরধনুর্ভঙ্গের শব্দ ধিক্কার দিয়াছিল।

হনুমানের এই হরধনুর্ভঙ্গবর্ণনায় দেখা যায় যে, ভগবান্ রামচন্দ্র, তদীয় ভ্রাতৃগণ এবং ভগবান্ পরশুরাম ব্যতীতও তখন স্বতন্ত্র একজন বিষ্ণু আপনার স্বভাবে অবস্থিত ছিলেন।

বলিয়া দেন যে, তিনি যেন অবিলম্বে তাঁহার অবতারসূচক চিহ্ন সমস্ত পরিত্যাগ করেন; অবশেষে দুই শ্রীকৃষ্ণে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। কাশীর রাজা সেই জাল শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সহায়তা করেন। অবশেষে তাঁহারা উভয়েই যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অবতারত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। যথা,—

পৌণ্ড্রকো বাসুদেবস্তু বাসুদেবোঽভবদ্ভুবি।
অবতীর্ণস্ত্বমিত্যুক্তো জনৈরজ্ঞানমোহিতৈঃ॥
স মেনে বাসুদেবোঽহমবতীর্ণো মহীতলে।
নষ্টস্মৃতিস্ততঃ সর্ব্বং বিষ্ণুচিহ্নমচীকরৎ॥

বি. পু. ৫। ৩৪। ৪, ৫।

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত মূল রামায়ণ পাঠ করিয়া যদিও (রামচন্দ্রাদি হইতে) স্বতন্ত্র একজন বিষ্ণুর স্বভাবে অবস্থিতির কোন উল্লেখ দেখা যায় না, তথাপি তাহাতেও যেরূপ অংশ বিভাগ বর্ণিত আছে তাহাও সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বোধহয়; যথা,—

কৌশল্যাঽজনয়দ্রামং দিব্যলক্ষণসংযুতম্।
বিষ্ণোরর্দ্ধং মহাভাগং পুত্রমৈক্ষ্বাকুনন্দনম্॥
ভরতো নাম কৈকেয্যাং জজ্ঞে সত্যপরাক্রমঃ।
সাক্ষাদ্বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগঃ সর্ব্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ॥
অথ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সুমিত্রাজনয়ৎ সুতৌ।
বীরৌ সর্ব্বাস্ত্রকুশলৌ বিষ্ণোরর্দ্ধসমন্বিতৌ॥

বা. রা. বালকাণ্ড ১৮ সর্গ।

এখানে পূর্ণ হইতেও অধিক হইয়া গেল।

যথা,—$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{2}=1\frac{1}{4}$ হইল। এতদ্ব্যতীত পরশুরামও বিষ্ণুর এক অংশরূপে তখন স্বতন্ত্র বর্ত্তমান ছিলেন।

বস্তুতঃ স্বয়ং বাল্মীকি এরূপ লিখিয়াছেন, কিম্বা তাঁহার পরে অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই সকল অংশ রামায়ণে সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাও ঠিক্ বলা যায় না।

পৌণ্ড্রদেশোৎপন্ন বাসুদেব নামা এক রাজা, পৃথিবীতে বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। অজ্ঞানমোহিত জনগণ তাঁহাকে এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিল যে, তুমিই ভগবান্ বাসুদেব, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছ। ৪।

ঐ বাসুদেব এইরূপ মনে করিতে লাগিল যে, আমিই প্রকৃত দেব বাসুদেব, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি। এই ব্যক্তি এইরূপে ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া সমুদায় বিষ্ণুচিহ্ন ধারণ করিল। ৫।

দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস কৃষ্ণায় সুমহাত্মনে।
ত্যক্ত্বা চক্রাদিকং চিহ্নং মদীয়ং নাম চাত্মনঃ॥
বাসুদেবাত্মকং মূঢ় মুক্ত্বা সর্ব্বং বিশেষতঃ।
আত্মনো জীবিতার্থায় ততো মে প্রণতিং ব্রজ॥

বি. পু. ৫। ৩৪। ৬, ৭।

পরে এই কাল্পনিক বাসুদেব মাহাত্মা কৃষ্ণের নিকট এই বলিয়া দূত পাঠাইল, "রে মূঢ়! তুমি শঙ্খ, চক্র প্রভৃতি মদীয় চিহ্ন সমুদায় এবং আমার বাসুদেব এই নাম ও আর আর সমস্ত দেবচিহ্ন ত্যাগ করিয়া আমাকে প্রণাম কর; এরূপ করিলে তোমার জীবন রক্ষা হইবে"।৬, ৭।

ইত্যুক্তঃ সংপ্রহস্যৈনং দূতং প্রাহ জনার্দ্দনঃ।
নিজচিহ্নমহঞ্চক্রং সমুৎস্রক্ষ্যে ত্বয়ীতি বৈ॥

বি. পু. ৫। ৩৪। ৮।

জনার্দ্দন এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া দূতকে কহিলেন, মদীয় চিহ্ন এই চক্র আমি তাহারই উপর ত্যাগ করিব। ৮। (হে দূত! তুমি পৌণ্ড্রকের নিকট গমন করিয়া এইরূপ বাক্য বলিবে যে, আমি তোমার অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা করিব।)

পরে যখন যুদ্ধ হয়, সেই সময়ের কথা এইরূপ বর্ণিত আছে;—

অশ্বরং ধৃতশার্ঙ্গঞ্চ সুপর্ণরচিতধ্বজম্।
বক্ষঃস্থলে কৃতঞ্চাস্য শ্রীবৎসং দদৃশে হরিঃ॥
কিরীটকুণ্ডলধরং পীতবাসঃসমন্বিতম্।
দৃষ্ট্বা তং ভাবগম্ভীরং জহাস গরুড়ধ্বজঃ॥
যুযুধে চ বলেনাস্য হস্ত্যশ্ববলিনা দ্বিজ।
নিস্ত্রিংশর্ষ্টিগদাশূলশক্তিকার্ম্মুকশালিনা॥

বি. পু. ৫।৩৪।১৭-১৯।

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, তাহার গলায় অপূর্ব্ব মাল্য ও ধ্বজায় গরুড় নির্ম্মিত রহিয়াছে, এবং সে শার্ঙ্গ ধনুও ধারণ করিয়া আছে এবং তাহার বক্ষঃস্থলে কৃত্রিম শ্রীবৎসচিহ্নও শোভা পাইতেছে। ১৭।

তাহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, ও পরিধানে পীতবসন সুশোভিত আছে। গরুড়ধ্বজ কৃষ্ণ, কাল্পনিক কৃষ্ণের ঈদৃশ বেশভূষা, ভাব ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ১৮।

হে ব্রহ্মন্! অনন্তর কৃষ্ণ নিস্ত্রিংশ, ঋষ্টি, গদা, শূল, শক্তি, কার্ম্মুক প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রধারী, গজারোহী, অশ্বারোহী, বলবান্ শত্রুসৈন্য সমূহের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ১৯।

ক্ষণেন শার্ঙ্গনির্ম্মুক্তৈঃ শরৈরিযুবিদারণৈঃ।
গদাচক্রনিপাতৈশ্চ সূদয়ামাস তদ্বলম্॥
কাশিরাজবলঞ্চৈব ক্ষয়ং নীত্বা জনার্দ্দনঃ।
উবাচ পৌণ্ড্রকং মূঢ়মাত্মচিহ্নোপলক্ষণম্॥

বি. পু. ৫।৩৪।২০, ২১।

তাঁহার শার্ঙ্গ শরাসন বিনির্মুক্ত শরনিকর দ্বারা ক্ষণকালের মধ্যে শত্রুগণের অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় চূর্ণীকৃত হইল। তিনি গদাপ্রহার ও চক্রনিক্ষেপ দ্বারা সমুদায় সৈন্য সংহার করিলেন। ২০।

জনার্দ্দন কৃষ্ণ, কাশিরাজের সমুদায় সৈন্য নির্মূল করিয়া বিষ্ণুচিহ্নধারী মূঢ়মতি পৌণ্ড্রককে কহিতে লাগিলেন,—।২১।

পৌণ্ড্রকোক্তং ত্বয়া যত্তু দূতবক্ত্রেণ মাং প্রতি।
সমুৎসৃজেতি চিহ্নানি তত্তে সম্পাদয়াম্যহম্‌॥
ইত্যুচ্চার্য্য বিমুক্তেন চক্রেণাসৌ বিদারিতঃ।
প্রোথিতো গদয়া ভগ্নো গরুত্মাংশ্চ গরুত্মতা॥

বি. পু. ।৫।৩৪।২২,২৪।

হে পৌণ্ড্রক! তুমি দূতমুখে আমাকে বলিয়াছিলে যে, চক্র প্রভৃতি সমুদায় চিহ্ন পরিত্যাগ কর, এক্ষণে সেই চিহ্ন তোমার উপর পরিত্যাগ করিতেছি। ২২।

পরাশর কহিলেন, কৃষ্ণ এই বাক্য বলিয়া চক্র পরিত্যাগ করিবা-মাত্র তদ্দ্বারা পৌণ্ড্রক দ্বিধাকৃত হইল, এবং গদার আঘাতে সে ভূমি মধ্যে প্রোথিত হইয়া গেল। এ দিকে গরুড় উড্ডীন হইয়া তাহার (রথোপরিস্থ কৃত্রিম) গরুড়কে চূর্ণ করিল। ২৪।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের নিকট রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে জরাসন্ধ রাজার প্রবল প্রতাপ ও আধিপত্য বর্ণন উপলক্ষে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় বাসুদেবের সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

জরাসন্ধং গতস্ত্বেব পুরা যো ন ময়া হতঃ।
পুরুষোত্তম বিজ্ঞাতো যোঽসৌ চেদিষু দুর্ম্মতিঃ॥
আত্মানং প্রতিজানাতি লোকেঽস্মিন্‌ পুরুষোত্তমম্‌।
আদত্তে সততং মোহাদ্‌ যঃ স চিহ্নঞ্চ মামকম্‌॥
বঙ্গ পুণ্ড্রকিরাতেষু রাজা বলসমন্বিতঃ।
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবেতি যোঽসৌ লোকেঽভিবিশ্রুতঃ॥

ম. ভা. সভাপর্ব্ব, রাজসূয়ারম্ভ পর্ব্বাধ্যায় ১৪। ১৮—২০।

যে ব্যক্তি চেদিদেশে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত, যাহাকে আমি পূর্ব্বে বিনাশ করিতে পারি নাই, সেই দুর্ম্মতিও জরাসন্ধের পক্ষ। ১৮।

যে ব্যক্তি এই ভূমণ্ডলে আপনাকে পুরুষোত্তম জ্ঞান করিয়া মোহবশতঃ সর্ব্বদা আমার চিহ্ন সকল ধারণ করে। ১৯।

সেই ব্যক্তি বঙ্গদেশের, পুণ্ড্রদেশের ও কিরাতদেশের রাজা এবং অত্যন্ত বলসংযুক্ত। সেই পৌণ্ড্রককে জগতের সকল লোকেই বাসুদেব বলিয়া জানে। ২০। *

ভগবানের অবতাররূপে বর্ণনা পুরাণ শাস্ত্রের অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাহউক পরমেশ্বরের স্বরূপজ্ঞানব্যতীত কোন প্রকার অবতার রূপের পূজা, উপাসনা বা ধ্যান ধারণা দ্বারা যে জীবের (চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত) মুক্তি লাভের কোন সম্ভাবনা নাই, ইহাও তত্তৎ শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ † স্বয়ং অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

---

* এই বঙ্গ, পুণ্ড্রক ও কিরাতদেশের রাজা বাসুদেবই যে কেবল একা কৃত্রিম অবতার সাজিয়াছিলেন, তাহা নহে; মধ্যে মধ্যে ভারতক্ষেত্রে অনেকেই জাল ঈশ্বর সাজিতেন। পৃথুরাজার পিতা সুপ্রসিদ্ধ বেণ রাজা আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এবং দেশমধ্যে সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মাদি রহিত করিয়া দিয়া বলপূর্ব্বক সকলকে আপনার উপাসনায় প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। পরে ঋষিদিগের হস্তে বেণ বিনষ্ট হন।

বিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত আছে, প্রহ্লাদের পিতা দৈত্যকুলোদ্ভব হিরণ্যকশিপুও আপনাকে ঈশ্বর জ্ঞান করিতেন। প্রহ্লাদের মুখে যখন তিনি অন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা শ্রবণ করিতেন, তখন একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতেন। তিনি পুনঃ পুনঃ প্রহ্লাদকে বলিতেন, "আমিই ত ঈশ্বর, আবার ঈশ্বর কে?"

অধিক কি ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে দিল্লীর কোন কোন মুসলমান সম্রাটও আপনাকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই।

† ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩।১৭।৬ শ্রুতিতে আঙ্গিরস নামক ঋষির শিষ্য দেবকীপুত্র এক কৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়,

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাংশ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং।
দেবান্ দেবযজোযান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমং॥

গী. ৭। ২০—২৪।

অজ্ঞান মনুষ্য সকল জন্মান্তরীয় অভ্যাসাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা সকলের দ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া উপবাসাদি নিয়মপালনপূর্ব্বক অন্য দেবতার শরণ গ্রহণ করে। ২০।

যে কোন ভক্ত ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত যে কোন দেবতারূপের অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছাকরে, জানিও যে সে অচলা শ্রদ্ধা তাহাদিগকে আমিই প্রদান করি। ২১।

তদনন্তর তাহারা সেই সেই দেবতারূপের অর্চ্চনা দ্বারা যে ফল বা বাঞ্ছাসিদ্ধি লাভ করে, সে ফলও তাহাদিগকে আমিই প্রদান করিয়া থাকি। ২২। (অর্থাৎ আমিভিন্ন আর দেবতা নাই, সকল দেবতারূপের মধ্যে আমিই অন্তর্যামিরূপে অবস্থিতি করি)

কিন্তু যদিও তাহারা আমারই পূজাকরে এবং আমা হইতেই ফল প্রাপ্ত হয়, তথাচ আমার প্রকৃত রূপের উপাসনা না করা প্রযুক্ত

তিনিই এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইবেন। কিন্তু উক্ত শ্রুতিতে তাঁহার অবতারত্বের কোন প্রসঙ্গ লিখিত হয় নাই।

সেই সকল অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণ নিত্যফল লাভ করিতে পারে না; তাহারা যে ফল লাভকরে তাহা অন্তবৎ অর্থাৎ সীমাবদ্ধ বা অনিত্য, সুতরাং সেই সকল ক্ষুদ্র দেবযাজী ব্যক্তিরা তাহাদের অনিত্য দেবতার ক্ষুদ্রভাব সকল প্রাপ্ত হয়; আর যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার ভক্ত হয়, তাহারা নিত্য পরমানন্দ স্বরূপ আমার ভাব লাভকরে। ২৩। *

(অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,) আমি অব্যক্ত অর্থাৎ নিরাকার সূক্ষ্ম বস্তু, আমাকে সে ভাবে না দেখিয়া মূঢ়ব্যক্তিরা আমাকে ('ব্যক্তিমাপন্ন,' অর্থাৎ) মনুষ্যাদির ন্যায় আকার বিশিষ্ট করিয়া ভাবে, একারণ তাহারা আমার অব্যয়, অত্যুৎকৃষ্ট, পরম ভাব জানিতে পারে না। ২৪।

সর্ব্বশেষের এই শ্লোকটীর টীকায় ভগবান্ শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন, মাং পরমেশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতভৌতিকদেহং দেবতান্তরসমং পশ্যন্তো মন্দমতয়ো মাং নাতীবাদ্রিয়ন্তে প্রত্যুত ক্ষিপ্রফলদং দেবতান্তরমেব ভজন্তে তে চোক্তপ্রকারেণ অন্তবৎ ফলং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ।২৪।

---

* অনেক দুর্ব্বলাধিকারী ভ্রাতার মুখে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, পরব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা মুক্তি ফল পাওয়াযায় বটে, কিন্তু পার্থিব কোন কামনা চরিতার্থ করিতে হইলে, ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠান আবশ্যক। কিন্তু ভগবান্ ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে পরব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা মুক্তিফল ও যেরূপ লাভ হয় পার্থিব কামনাদি অন্য পুরুষার্থ সকলও তদ্দ্বারা সেইরূপ লাভ করা যায়। যথা,—

"পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ।"

বে. সূ. ৩।৪।১।

বাদরায়ণ অর্থাৎ ব্যাস বলিতেছেন যে, পরব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা সকল প্রকার পুরুষার্থই সুসাধিত হইয়া থাকে। ভগবান্ মধ্বস্বামী ঐ সূত্রের ভাষ্যে নিম্নলিখিত শ্রুতিবচনটী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। যথা,—

বিভীষণ রামচন্দ্রের স্তব করিতেছেন,—

আদিমধ্যান্তরহিতঃ পরিপূর্ণোঽচ্যুতোঽব্যয়ঃ।
ত্বং পাণিপাদরহিতশ্চক্ষুঃশ্রোত্রবিবর্জ্জিতঃ॥
নির্ব্বিকল্পো নির্ব্বিকারো নিরাকারো নিরীশ্বরঃ।
ষড়্‌ভাবরহিতোঽনাদিঃ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥
মায়য়া গৃহ্যমাণস্ত্বং মনুষ্য ইব ভাব্যসে।
জ্ঞাত্বা ত্বাং নির্গুণমজং বৈষ্ণবা মোক্ষগামিনঃ॥

অ. রা. যুদ্ধকাণ্ড, ৩য় সর্গ। ২৭, ২৯, ৩০।

আপনি আদি, অন্ত ও মধ্যরহিত, এবং পূর্ণ। আপনি চিরকাল একভাবে থাকেন, আপনার ক্ষয় বা বিনাশ নাই। আপনি হস্তপদাদি-সংযুক্তদেহবিহীন, এবং আপনার চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ও নাই।২৭।

আপনি নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প পরমেশ্বর। আপনার আর কেহ ঈশ্বর নাই, আপনি ষড়্‌ভাবরহিত, অনাদি, এবং প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর। ২৯।

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্‌।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামান্‌
তস্মাদাত্মানং হি অর্চ্চয়েৎ ভূতিকামঃ॥

পূ. প্র. দ. ধৃত মু. উ. শ্রুতি ৩।১।১০।

আত্মানং চিন্তয়েৎ ভূতিকামঃ। মু. উ.

সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। ছা. উ.।

ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তির সংকল্পে পিতৃলোক উত্থান করেন। ইত্যাদি।

"For whatsoever he desires from the soul, the same he obtains." Translation of Brihod Aranyaka Upanishad 1.4.15. By Dr. E. Roer.

মায়ার বশীভূত হইয়া আপনি মনুষ্যের ন্যায় রহিয়াছেন, বৈষ্ণবগণ আপনার এভাবের দ্বারা মোক্ষলাভ করিতে পারে না, আপনার যে জন্মাদিরহিত নির্গুণ পরব্রহ্ম ভাব তাহা বুঝিতে পারিলে তবে বৈষ্ণবেরা মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ৩০।

যথা, টীকাকার লিখিয়াছেন,—

তদেবাহ মনুষ্য ইবেতি এবং মায়িকস্যাস্য তব জ্ঞানান্ন মুক্তিঃ কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপজ্ঞানাদেবেত্যাহ।

রামচন্দ্র স্বয়ং কৌশল্যা দেবীকে কহিয়াছিলেন,—

যোগাভ্যাসরতং চিত্তমেবমাত্মানমাবিশেৎ।
সর্ব্বেষু প্রাণিজাতেষু হ্যহমাত্মা ব্যবস্থিতঃ॥
তমজ্ঞাত্বা বিমূঢ়াত্মা কুরুতে কেবলং বহিঃ।
ক্রিয়োৎপন্নৈর্নৈকভেদৈর্দ্রব্যৈর্মে নাম্ব তোষণম্॥

অ. রা. উত্তর কাণ্ড, ৭ম সর্গ ৭৩, ৭৪ শ্লোক।

সমস্ত প্রাণিজগতে আমি আত্মারূপে অবস্থিত আছি। অতএব যোগাভ্যাসরত চিত্তকে সেই আত্মাতে ধারণ করিবে। ৭৩।

আত্মারূপী পরমেশ্বর যে আমি আমাকে সেরূপে না জানিয়া মূঢ় লোক সকল কেবল বাহিরে প্রতিমাদি রূপে আমার পূজা করে। হে জননি! ক্রিয়োৎপন্ন বিবিধ দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা যে আমার বাহিরের পূজা তাহাতে আমি সন্তুষ্ট নহি। ৭৪।

কপিলাদি অন্যান্য অবতারেরাও নিজে নিজে এইরূপ উক্তি অনেক করিয়া গিয়াছেন; অতএব অবতার রূপের পূজাদিও কেবল অজ্ঞানদের নিমিত্ত।

বর্ণ বিভেদ।

জাতিভেদ সম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্রে প্রধানতঃ দুই প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম মতটী এই যে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং পাদ হইতে শূদ্র জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এই মতটি প্রায় সকলেরই জানা আছে এজন্য এ সম্বন্ধে এখানে বিশেষ করিয়া কিছু লেখা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম না। দ্বিতীয় মতটী এই যে আদিকালে পৃথিবীতে জাতি-ভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না; মনুষ্যমাত্রেই আদিতে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিরূপে সৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে কর্ম্মের দ্বারা পৃথক্ কৃত হইয়া কালে সেই একটিমাত্র জাতিই ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। *

যথা,—ভগবান্ শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন,—

> এক এব পুরাবেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
> দেবো নারায়ণো নান্য একোগ্নির্বর্ণ এবচ॥
>
> ভা. ৯ম স্কন্ধ ১৪ অধ্যায়।

মহারাজ পূর্ব্বে সত্যযুগে সর্ব্বপ্রকার বাক্যের বীজস্বরূপ প্রণবই একমাত্র বেদ ছিল, একমাত্র নারায়ণই দেবতা ছিলেন, (যাগ যজ্ঞ কিছু না থাকায়) লৌকিক অগ্নিই একমাত্র অগ্নি ছিল, এবং বর্ণ-ভেদ না থাকাতে মনুষ্যগণের মধ্যে একটীমাত্র বর্ণ বা জাতি ছিল।

এক সময় মহর্ষি ভরদ্বাজ ভগবান্ ভৃগুকে জাতিভেদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

---

* ত্রেতাযুগে যে হিন্দুসমাজে প্রথম জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল ইহা পরে দেখান যাইবে।

কামক্রোধৌ ভয়ং লোভঃ শোকশ্চিন্তা ক্ষুধা শ্রমঃ।
সর্ব্বেষাং নঃ প্রভবতি কস্মাদ্বর্ণো বিভজ্যতে॥
স্বেদমূত্রপুরীষাণি শ্লেষ্মা পিত্তং চ শোণিতং।
সমং স্যন্দতি সর্ব্বেষাং কস্মাদ্বর্ণোবিভজ্যতে॥

ম. ভা. মো. ধ. ১৪। ৭, ৮।

হে ভগবন্! যখন আমাদের সকলকেই সমভাবে কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও পরিশ্রম প্রভাবে কাতর হইতে হয়, এবং সকলেরই দেহ হইতে যখন সমভাবে স্বেদ, মুত্র, পুরীষ, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও শোণিত নিঃসৃত হইয়া থাকে তখন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি-রূপ বর্ণ বিভাগ কিরূপে সম্ভব বোধ হয়? ৭, ৮।

ভৃগু কহিয়াছিলেন,—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতং॥

ম. ভা. মো. ধ. ১৪। ১০।

হে তপোধন! ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতরবিশেষ নাই। জগতের যাবতীয় মনুষ্যই পূর্ব্বে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ-জাতিরূপে সৃষ্ট হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই এক ব্রাহ্মণজাতিই কর্ম্ম ও ব্যবসায়ভেদে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি বিবিধ জাতিরূপে পরিণত হইয়াছেন।

কিরূপে এক ব্রাহ্মণজাতি কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন, ভগবান্ ভৃগু তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,—

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মরক্তাঙ্গাস্তেদ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মং নাধিতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥

হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞঃ ক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে॥

ম. ভা. মো. ধ. ১৪। ১১—১৪।

ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট সেই আদি ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে যাঁহারা কামভোগপ্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ স্বভাব হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১১।

যাঁহারা স্বধর্ম্মে অবস্থিত না থাকিয়া রজঃ ও তমোগুণ প্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারাই বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।১২।

যাঁহারা তমোগুণ প্রভাবে হিংসাপরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়াছেন তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।১৩।

এইরূপে এক আদি ব্রাহ্মণ জাতিই কার্য্যদ্বারা পৃথক্কৃত হইয়া বিভিন্ন জাতিরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। অতএব সকল বর্ণেরই নিত্যধর্ম্ম ও নিত্যযজ্ঞে অধিকার আছে। ১৪।

ইত্যেতে চতুরোবর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।
বিহিতা ব্রাহ্মণা পূর্ব্বং লোভাত্ত্বজ্ঞানতাং গতাঃ॥
ব্রহ্মণা ব্রহ্মতন্ত্রস্থা ততস্তেষাং ন নশ্যতি।
ব্রহ্মধারয়তাং নিত্যং ব্রতানি নিয়মাংস্তথা॥

ম. ভা. মো. ধ. ১৪। ১৫, ১৬।

এই চতুর্বর্ণলোক যাহাদিগকে ব্রহ্মা পূর্ব্বে বেদময় বাক্যে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন তাহারাই লোভবশতঃ শূদ্রত্বাদিরূপ অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৫।

ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মতন্ত্রে অবস্থিত এবং বেদাধ্যয়ন ব্রত ও নিয়মাদি পালন করিয়া আসিতেছেন, এজন্য তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব এপর্য্যন্ত নষ্ট হয় নাই। ১৬।

ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন,—

ক্ষত্রস্যাতি প্রবৃদ্ধস্য ব্রাহ্মণান্ প্রতিসর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মৈব সন্নিয়ন্তৃ স্যাৎ ক্ষত্রং হি ব্রহ্মসম্ভবং ॥

মনু ৯। ৩২০।

ব্রাহ্মণ পীড়াদায়ক ক্ষত্রিয়কে শাপ অভিচারাদি দ্বারা দমন করেন; যেহেতু ক্ষত্রিয় জাতি ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন।

অদ্ভ্যোঽগ্নির্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুত্থিতং।
তেষাং সর্ব্বত্রগং তেজঃ স্বসু যোনিষু শাম্যতি ॥

মনু ৯। ৩২১।

জল হইতে অগ্নির উৎপত্তি এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ের * উৎপত্তি; প্রস্তর হইতে অস্ত্রশস্ত্র সকল উৎপন্ন হয়। একারণ (যদিও অগ্নিসম্বন্ধীয় তেজ সকল বস্তুকে দাহকরে, ক্ষত্রিয়ের তেজ সকলকে পরাভব করে এবং শস্ত্রসম্বন্ধীয় তেজ সকল বস্তুকে ছেদকরে তথাচ) শেষে ঐসকল তেজ আপন আপন উৎপত্তিস্থানে শমতা প্রাপ্ত হয়।

পূর্ব্বকালে নিকৃষ্টজাতিস্থ ব্যক্তিরা উপযুক্ত হইলে তাঁহাদিগকেও ব্রাহ্মণ রূপে গণ্য করা হইত। যথা,—

শূদ্রেচৈব ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥

ম. ভা. মো. ধ. ১৫। ১৮।

---

* এই শ্লোকের টীকায় টীকাকার কুল্লুকভট্ট এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—

অদ্ভ্যইতি।—জলব্রাহ্মণপাষাণেভ্যোঽগ্নিক্ষত্রিয়শস্ত্রাণি জাতানি তেষাং সম্বন্ধি তেজঃ সর্ব্বত্র দহনাভিভবচ্ছেদনাত্মকং কার্য্যং করোতি। স্বকারণেষু জলব্রাহ্মণপাষাণাখ্যেষু দহনাভিভবচ্ছেদনরূপং কার্য্যং ন করোতি।

যদিকোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া শূদ্রেরন্যায় লক্ষণ-সম্পন্ন হয় তাহা হইলে তাহাকে শূদ্র ও যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রবংশ-সম্ভূত হইয়াও ব্রাহ্মণের লক্ষণ সমস্ত প্রাপ্ত হন তাহাহইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এই শ্লোকের টীকায় টীকাকার লিখিয়াছেন ;—

ধর্ম্ম এব বর্ণবিভাগে কারণং ন জাতিরিত্যর্থঃ।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—

তামসীং রাজসীঞ্চৈব জাতিমল্পামপি শ্রিতাঃ।
সুপ্রযত্নবশাদ্ যান্তি সন্তঃ সাত্ত্বিকজাতিতাং ॥

যো. বা. স্থিতি প্রকরণ।

তামসী অর্থাৎ শূদ্র জাতি আশ্রিত হউক, কিম্বা রাজসী অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতি আশ্রিত হউক, অথবা তদপেক্ষাও নীচ যে কোন জাত্যাশ্রিত লোক হউক উত্তমরূপ যত্নের দ্বারা জ্ঞানাভ্যাস করিলে সাত্ত্বিক জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়।

পূর্ব্বকালে কেবলমাত্র এক বিশ্বামিত্র মুনিই যে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহা নহে। বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগত প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে শত শত, সহস্র সহস্র ব্যক্তি ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। "হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠাপক সুবিখ্যাত পুরুবংশীয় "হস্তী" নামক রাজার প্রপৌত্র মেধাতিথির বংশীয়েরা ব্রাহ্মণরূপে গণ্য হইয়াছিলেন।—যথা,

বৃহৎক্ষত্রস্য সুহোত্রঃ, সুহোত্রাৎ হস্তী। যইদং হস্তিনাপুরমারোপয়ামাস। অজমীঢ় দ্বিমীঢ় পুরুমীঢ়াস্ত্রয়োহস্তিন স্তনয়াঃ। অজমীঢ়াৎ কণ্বঃ, কণ্বাৎ মেধাতিথিঃ, যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজাঃ।

বি. পু. ৪।১৯।১০।

বৃহৎক্ষত্রের পুত্র সুহোত্র, সুহোত্র হইতে হস্তী উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই হস্তীই হস্তিনাপুর নামে নগর স্থাপন করেন। অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় এই তিন জন হস্তীর তনয়। অজমীঢ়ের পুত্র কণ্ব, কণ্ব হইতে মেধাতিথি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই মেধাতিথির বংশীয়েরা কাণ্বায়ন * নামে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।

অজমীঢ়ের আর একটী ক্ষত্রিয় পুত্র হইয়াছিল। তাহার নাম ঋক্ষ। ঋক্ষ হইতে সংবরণ, সংবরণ হইতে কুরুউৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই কুরু স্বীয় নাম অনুসারে কুরুক্ষেত্র স্থাপন করেন। পরে ইহা ধর্ম্মক্ষেত্র ও কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হয়। যথা,—

অজমীঢ়স্যান্যঋক্ষ্য নামা পুত্রোঽভূৎ। ঋক্ষাৎ সংবরণঃ সংবরণাৎ কুরুঃ। য ইদং ধর্ম্মক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং চকার॥

বিঃ পুঃ ৪।১৯।১৮।

গর্গাচ্ছিনিঃ ততোগার্গ্যাঃ শৈন্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভুবুঃ ॥

বি. পু. ৪।১৯।৯।

---

*শ্রীযুক্ত বরদা প্রসাদ বসাকের প্রকাশিত বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশের ১৯ অধ্যায়ের ১ শ্লোকের নিম্নে অনুবাদক (বোধহয় বিবিধ পুরাণ প্রকাশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়) লিখিয়াছেন যে "পুরুবংশীয় মেধাতিথি বাঋেদভাষ্য, মনুভাষ্য ও অন্যান্য অনেকগুলি ধর্মশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইনি যদিও ক্ষত্রিয় বংশে উৎপন্ন, তথাপি কর্ম্মানুসারে ইহাঁর বংশীয় সকলেই উত্তম ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে (সংবৎ ১৯৩০বা ২৯) শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি কয়েকজন অদ্বিতীয় পণ্ডিতও এই বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন।"

গার্গের পুত্র শিনি। এই শিনি হইতে গার্গ্য ও শৈন্য নামে বিখ্যাত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছেন *।

বিঃ পুঃ ৪।১৯।৯।

ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যাঁহারা ক্ষত্রিয় হইয়াও কোন কারণবশতঃ ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। যথা, শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন,—

"ক্ষত্রিয়া এব কেনচিৎ কারণেন ব্রাহ্মণাশ্চ বভূবুঃ।

মুদ্গলাচ্চ মৌদ্গল্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ। *

বিঃ পুঃ ৪।১৯।১৬।

মুদ্গল হইতে মৌদ্গল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হন। ইঁহারা আদিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন।

কুরুবংশ বর্ণনের শেষ অবস্থায় লেখা আছে,—

ব্রহ্ম ক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশো রাজর্ষিসৎকৃতঃ।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ॥

বিঃ পু ৪।২১।৪।

যে বংশ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় গণের উৎপাদক, রাজর্ষিগণ কর্তৃক যে বংশ অলঙ্কৃত হইয়াছে * সেই বিস্তীর্ণ কুরুবংশ কলিকালে "ক্ষেমক" নামক রাজাতেই পরিসমাপ্ত হইবেক।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায়ে এবং ১১শ স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ের ১৭শও ১৮শ শ্লোকে বর্ণিত আছে যে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব (বিষ্ণুর অবতার) ঋষভদেবের ১০০ পুত্রের মধ্যে ৮১ জন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

---

* ভগবান্ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, ব্রহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রস্য ক্ষত্রিয়স্য চ যোনিঃ কারণং ক্ষত্রিয়ৈরেব কৈশ্চিত্তপোবিশেষাৎ ব্রাহ্মণত্বং লব্ধমিতি পূর্ব্বং তথোক্তত্বাৎ। সংস্থাং সমাপ্তিম্।

এতদ্ব্যতীত ভাগবতের নবম স্কন্ধের ২১ অধ্যায়েও ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব বহুসংখ্যক ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্বলাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এবং নূতন ব্রাহ্মণ গোত্রের সৃষ্টি হওয়ার পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে।

হরিবংশে লিখিত আছে দুইজন বৈশ্য ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। যথা,—

নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।

হ. ব. ১১ অধ্যায়।

নাভাগ ও অরিষ্টপুত্র ইঁহারা দুইজনে বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

মনু লিখিয়াছেন,—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥

মনু ১০। ৬৫।

শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়, এবং ব্রাহ্মণও শূদ্র হয়। এইরূপ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও শূদ্র হইয়া থাকে, এবং শূদ্রও ক্ষত্রিয়বৈশ্যাদি জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে জানিবে।

মনু ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মতে ব্রাহ্মণেরা সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে শূদ্রাদি নিকৃষ্ট জাতিগণকে কন্যাদান করিলে শূদ্র হইতেন, এবং শূদ্রেরাও সেইরূপ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট বর্ণকে কন্যাদান করিলে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি জাতি প্রাপ্ত হইত। *

---

* পূর্ব্বকালে আর্য্যসমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হইবার পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত এরূপ নিয়ম প্রচলিত থাকিতে দেখা যায় যে এক জাতীয় লোক অন্য জাতীয় লোকের কন্যাকে অনায়াসে বিবাহ করিতে পারিতেন। ইচ্ছা হইলে অনায়াসে এক জাতীয় লোক অন্য জাতীয় পাত্রে কন্যাদান করিতেন। বিশেষতঃ প্রতিলোম বিবাহ অপেক্ষা অনুলোম বিবাহ প্রথা সম্যক্ প্রচলিত ছিল।

যাহাহউক জাতিভেদ প্রথা যে কেবল একটা সামাজিক শ্রেণী-বিভাগ মাত্র, আদিম হিন্দু সমাজে যে উক্ত প্রথা একেবারে প্রচলিত ছিল না, এবং কালক্রমে সমাজের বিভাগ অনুসারে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হইলেও যে তাহা বর্ত্তমান সময়ের জাতিভেদ প্রথার ন্যায় ছিল না তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত শাস্ত্রাদি পাঠে স্পষ্ট জানা যাইতেছে।

এক্ষণে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে তবে ভগবানের চারি অঙ্গ হইতে যে চারিটী পৃথক্ জাতির উৎপত্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা কিরূপ ?—বস্তুতঃ উহা জাতিবিশেষের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ জ্ঞাপক রূপক বর্ণনা মাত্র। এবং এরূপ রূপক যে কেবল জাতিভেদ সম্বন্ধেই দেখা যায় তাহা নহে। গার্হস্থ্য ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-বিভাগ সম্বন্ধেও ঠিক্ এইরূপ রূপক ব্যবহার করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ গার্হস্থ্য ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম সকল যে উত্তমাধম অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এ কথা রূপক ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

এরূপ আশ্রম ও জাতিভেদ সকল সত্যযুগে ছিল না, ত্রেতাযুগে উহাদের প্রথম সৃষ্টি হয়। যাগ যজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়া কলাপ সকলও ঐ সময়ে প্রথম আরম্ভ হয়। এ বিষয়ে পূর্ব্বের উল্লিখিত ভাগবতের ৯ম স্কন্ধের বচন ব্যতীত ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে যেরূপ লিখিত আছে তাহাও অবিকল উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

যথা,—

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতিস্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ॥
বেদঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্ম্মোহহং বৃষরূপধৃক্।
উপাসতে তপোনিষ্ঠা হংসং মাং মুক্তকিল্বিষাঃ॥
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূত্তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ॥

বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ॥
গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থলাদ্বনেবাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ॥

ভা. ১১। ১৭। ৮—১২।

আদিতে সত্যযুগে মনুষ্যগণের একমাত্র "হংস" এই বর্ণ ছিল; (অর্থাৎ তখন জাতিভেদ বা কোনরূপ সমাজ বন্ধন ছিল না। তখন হংস, অর্থাৎ সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় সকলেই যদৃচ্ছালব্ধ ফল-মূল খাইতেন এবং পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন)। (ঐ যুগে) মনুষ্য সকল জন্মেতে করিয়াই কৃতকৃত্য হইত; সেই জন্য উহাকে কৃতযুগ বলে।৮।

অগ্রে ওঁকারই বেদ ছিল; এবং বৃষরূপধারী (অর্থাৎ চতুষ্পাদে সম্পূর্ণ) আমিই ধর্ম্ম ছিলাম; অতএব তপোনিষ্ঠ মুক্তপাপ মনুষ্যগণ বিশুদ্ধস্বরূপ আমারই উপাসনা করিতেন ৯।

হে মহাভাগ! ত্রেতার প্রারম্ভে আমার হৃদয় হইতে প্রাণকে নিমিত্ত করিয়া ত্রয়ী অর্থাৎ বেদ বিদ্যা প্রাদুর্ভূত হয় * তাহাহইতে আমি ত্রিরূপ (অর্থাৎ হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্‌গাতা) যজ্ঞস্বরূপ হই।১০।

স্বীয় স্বীয় আচার ও লক্ষণ-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণাদি জাতি চতুষ্টয় বিরাজ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।১১।

---

* বেদ যে ঋষিগণের প্রণীত, এ সম্বন্ধে বোধ হয় বেদপাঠক জ্ঞানবান্ ব্যক্তি মাত্রেরই স্থির বিশ্বাস আছে। তথাচ এ সম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণ যাহা পাওয়া যায় সংক্ষেপে তাহার দুই একটী দেখান যাইতেছে,—

মহামুনি শুক্রুত বলিয়াছেন,—"ঋষিবচনাচ্চ। ঋষিবচনং হি বেদঃ"।

ঐতিহাসিক রহস্যে ডাক্তার রামদাস সেন ধৃত বচন।

মীমাংসা দর্শনের ১ম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ১ম, ও ২য় সূত্রে এইরূপ লিখিত আছে,—

(গার্হস্থ্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ও সেই সময় আমার চারিটী অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।) যথা,—

গৃহস্থাশ্রম আমার জঘন হইতে; ব্রহ্মচর্য্য আমার হৃদয় (অর্থাৎ বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগ) হইতে; এবং বনে বাস অর্থাৎ বানপ্রস্থ আমার বক্ষঃস্থল হইতে উৎপন্ন; সন্ন্যাস আমার মস্তকে থাকে।১২।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা জ্ঞাপনের নিমিত্ত তাহাদিগের উৎপত্তি স্থানরূপে যে প্রকার দেহস্থ চারিটী অঙ্গের বর্ণনা করা হইয়াছে, জাতিভেদ সম্বন্ধেও যে ঠিক্ তাহাই হইয়াছে ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আরও বৈরাজ পুরুষের উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্তই যদি উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট জাতি হইয়া থাকে তাহাঃইলে প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি হইয়াছিলেন?

ভগবান্ জৈমিনী, স্মৃতি শাস্ত্রও যে বেদবৎ মান্য বা আদরণীয় তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন যে,—

"ধর্ম্মস্য শব্দ মূলত্বাদশব্দমনপেক্ষং স্যাৎ।"

জৈ. মী. দ. ১।৩।১।

যে হেতু (শব্দ অর্থাৎ) বেদই সকল ধর্ম্মের মূল, একারণ যাহা অশব্দ অর্থাৎ বেদের অতিরিক্ত (যাহা বেদে নাই) তাহা কখনও ধর্ম্মরূপে আদরণীয় হইতে পারে না। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে ভগবান্ জৈমিনী মীমাংসা করিতেছেন,—

"অপি বা কর্তৃসামান্যাৎ প্রমাণমনুমানং স্যাৎ।"

জৈ. মী. দ. ১।২।২।

যেহেতু উভয়েরই কর্ত্তা এক, (অর্থাৎ শ্রুতি এবং স্মৃতি এক ঋষিগণেরই প্রণীত), এজন্য বেদের অতিরিক্ত যাহা কিছু স্মৃতি শাস্ত্রে আছে তাহাও প্রামাণ্য ইহা অনুমান করা যায়।

প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে?

দ্বিবিধা ব্রাহ্মণা রাজন্ ধর্ম্মশ্চ দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ।

ম. ভা. মো. ধ. ২৬। ৪০।

মহারাজ ব্রাহ্মণ দুই প্রকার কর্ম্ম নিরত ও কর্ম্ম বিরত। ধর্ম্মও দুই প্রকার প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম্ম।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করত উপনিষদ্ উক্ত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া যথার্থ ব্রাহ্মণ নামের উপযুক্ত হইতেন। তাঁহারা আপনারা ক্রিয়া কাণ্ডে আবদ্ধ থাকিতেন না তবে তদ্দ্বারা অজ্ঞ লোকদিগের উপকারের সম্ভাবনা আছে এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে তাহার ব্যবস্থা দিতেন মাত্র। অপর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহারা তত্ত্ব জ্ঞানাদি বিষয়ে অপর জাতি সকল অপেক্ষা কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠ ছিলেন না তবে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম, এবং তন্নিবন্ধন সাত্ত্বিক ভাববিশিষ্ট ও শৌচাচারাদি নিয়ম নিষ্ঠ থাকায় তাঁহাদিগকেও ব্রাহ্মণ শব্দে অভিহিত করা হইত।

ভগবান্ ব্যাস শুকদেবকে প্রকৃত ব্রাহ্মণের লক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, যথা,—

ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিষ্ঠং হি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।

ম. ভা. মো. ধ. ৬৩। ২২।

যাহার ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে প্রতিষ্ঠা জন্মিয়াছে, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অবগত হন।*

---

* তিনি শুকদেবকে আরও বলিয়াছিলেন,—

সর্ব্বান্ বেদানধীয়ীত শুশ্রূষুর্ব্রহ্মচর্য্যবান্।
ঋচো যজূংষি সামানি য যো বেদ ন বৈ দ্বিজঃ॥

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন,—

বেদমাতাজপেনৈব ব্রাহ্মণো ন হি শৈলজে।
ব্রহ্মজ্ঞানং যদা দেবি তদা ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥

নীলতন্ত্র নবম ত্রিংশৎ পটলোঽধ্যায়।

হে পার্ব্বতি! কেবল মাত্র সন্ধ্যা বা গায়ত্রী জপের দ্বারাই যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় তাহা নহে, যখন মনুষ্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয় তখনই তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়।

ভগবান্ মনু উত্তম ও অধমভেদে চারি প্রকার ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—

জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠাস্তথাপরে।
তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠাশ্চ কর্ম্মনিষ্ঠাস্তথাপরে ॥

মনু. ৩।১৩৪।

কতকগুলি ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, কতকগুলি তপঃপরায়ণ, কতকগুলি তপস্যা ও বেদাধ্যয়ন উভয়নিষ্ঠ এবং অপর কতকগুলি যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মনিষ্ঠ।

মনু এই চতুর্ব্বিধ ব্রাহ্মণের মধ্যে জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরই প্রাধান্য সর্ব্বত্র বর্ণনা করিয়াছেন। অধিক কি তিনি জ্ঞানকেই ব্রাহ্মণের পরম তপস্যা ও সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

ইষ্টীশ্চ বিবিধাঃ প্রাপ্য ক্রতূংশ্চৈবাপ্তদক্ষিণান্।
প্রাপ্নোতি নৈব ব্রাহ্মণ্যমবিধানাৎ কথঞ্চন ॥

ম. ভা. মো. ধ. ৭৭।২,৪।

ঋক্, যজু ও সামাদি বেদাধ্যয়ন, গুরুশুশ্রূষা, ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই যে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারা যায় তাহা নহে। ২।

ব্রাহ্মণ্য লাভের প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় না। ৪।

ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণং।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনং॥

মনু ১১। ২৩৬।

ব্রাহ্মণের পক্ষে জ্ঞানই উৎকৃষ্ট তপস্যা। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রজা-পালন বা দেশরক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। বৈশ্যের পক্ষে কৃষিকর্ম্ম এবং শূদ্রের পক্ষে দ্বিজাতিগণের সেবাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম তপস্যা জানিবে।

মহাভারতে ব্রাহ্মণদিগের অনুষ্ঠেয় যজ্ঞসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে;—

আলম্ভযজ্ঞাঃ ক্ষত্রাস্তু হবির্যজ্ঞা বিশঃ স্মৃতাঃ।
পরিচারযজ্ঞাঃ শূদ্রাস্তু তপোযজ্ঞা দ্বিজাতয়ঃ॥

ম. ভা. মো. ধ. ৫৮। ৩৩।

এই শ্লোকের টীকায় তপঃ শব্দের অর্থ টীকাকার লিখিয়াছেন "ব্রহ্মোপাসনং"। অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনাই ব্রাহ্মণের উৎকৃষ্ট যজ্ঞ। ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে পশু হনন, ইত্যাদি।

মহাভারতের মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ের ৬৪। ১২ শ্লোকে লিখিত আছে, "জপযজ্ঞা দ্বিজাতয়ঃ" অর্থাৎ জপই ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞ।

ভগবান্ কপিলদেবের উক্তিতে এক স্থানে এইরূপ লিখিত আছে,—

অনারম্ভাঃ সুধৃতয়ঃ শুচয়ো ব্রহ্মসংস্থিতাঃ।
ব্রহ্মণৈব স্ম তে দেবাংস্তর্পয়ন্ত্যমৃতৈষিণঃ॥

ম. ভা. মো. ধ. ৯৪। ২০।

কর্ম্মত্যাগী, ধৈর্য্যবান্ পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মারা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার দ্বারাই অমৃতাকাঙ্ক্ষী দেবগণকে তৃপ্ত করিতে পারেন।

ঐ অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকের টীকায় টীকাকার লিখিয়াছেন,—"ঈদৃশং ব্রাহ্মণ্যং অজ্ঞাত্বা মূঢ়া কর্ম্মসু সজ্জন্তে যোগঞ্চাবমন্যন্তে ইতি।

মনু প্রথমতঃ সাধারণ ভাবে লিখিলেন,—

ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥

মনু ৪। ২১।

ঋষিযজ্ঞ অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, দেবযজ্ঞ অর্থাৎ হোমাদি অগ্নিহোত্র কর্ম্ম, ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ ইতর জীবদিগের উদ্দেশে অন্নাদি দান, মনুষ্যযজ্ঞ অর্থাৎ অতিথিসেবা এবং পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ তর্পণ, এই সমুদায় যজ্ঞ সর্ব্বদা যথাশক্তি পরিত্যাগ করিবেক না।

ইহার পরের শ্লোকেই তিনি আবার লিখিলেন,—

এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদো জনাঃ।
অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি॥

মনু ৪। ২২।

কতিপয় যজ্ঞশাস্ত্রবেত্তা জ্ঞানবান্ গৃহস্থ এইরূপ (পঞ্চবিধ) মহাযজ্ঞের কিছুমাত্র অনুষ্ঠান না করিয়া, কেবল পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়ে পঞ্চপ্রকার জ্ঞানের সংযমনরূপ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

টীকাকার কুল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন,—

"ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসন্ন্যাসিনাং গৃহস্থানামমী বিধয়ঃ।"

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড হইতে নিবৃত্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের পক্ষে এইরূপই বিধি।

এতদ্ব্যতীত ভগবান্ মনু আরও অনেক কথা বলিয়াছেন. বাহুল্য ভয়ে সে সমস্ত উল্লেখ করিলাম না। ("কর্ম্মকাণ্ড কাহাদের জন্য?" নামক প্রস্তাব দেখ)।

ভগবান্ ব্যাস এ সম্বন্ধে এতদূর পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন যে,—

নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং
যথৈকতা সমতা সত্যতা চ।
শীলং বিধির্দণ্ডবিধানমার্জ্জবং
তপস্বিতা চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ॥

ম. ভা. মো. ধ. ২। ৩৭।

ব্রাহ্মণের পক্ষে একাকিত্ব, সমতা, সত্য, সচ্চরিত্রতা, অহিংসা, সরলতা, তপস্বিতা এবং ক্রিয়া কলাপ হইতে নিবৃত্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিত্ত (ধন) আর কিছুই নাই।

"বজ্রসূচী" নামক গ্রন্থে ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্য কর্ত্তৃক "ব্রাহ্মণ কে?" এই বিষয়ের একটী সুন্দর বিচার বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষেপে নিম্নে তাহার মর্ম্ম উদ্ধার করিয়া দিতেছি। যথা,—

বজ্রসূচীং প্রবক্ষ্যামি শাস্ত্রমজ্ঞানভেদনং।
দূষণং জ্ঞানহীনানাং ভূষণং জ্ঞানচক্ষুষাং॥

বজ্রসূচী নামক অজ্ঞানবিনাশক গ্রন্থ বলিতেছি, ইহা অজ্ঞানীদিগের পক্ষে দূষণ এবং জ্ঞানীদিগের পক্ষে ভূষণ-স্বরূপ।

কোঽসৌ ব্রাহ্মণো নাম, কিং জীবঃ কিং দেহঃ কিং জাতিঃ কিং বর্ণঃ কিং ধর্ম্মঃ কিং পাণ্ডিত্যং কিং কর্ম্ম কিং জ্ঞানমিতি।

ব্রাহ্মণ শব্দে কাহাকে বুঝায়? জীবাত্মা কি? অথবা জীবের দেহ কি? অথবা জাতি কি? বর্ণ কি? কিম্বা ধর্ম্ম কি? পাণ্ডিত্য কি? কর্ম্ম কি? অথবা জ্ঞান কি?

প্রথম কয়েকটী বিষয় খণ্ডন করিয়া তিনি বলিলেন যে, যদি বল শাস্ত্রবিহিত বিবাহদ্বারা ব্রাহ্মণ পিতা এবং ব্রাহ্মণী মাতা হইতে যাঁহা—

দের জন্ম হয় তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে বেদ এবং স্মৃতি শাস্ত্রাদিতে প্রসিদ্ধ অনেক মহর্ষিকে অব্রাহ্মণ বলিতে হয়। যথা,—ঋষ্যশৃঙ্গ, কৌশিক, বাল্মীকি, মাতঙ্গ, অগস্ত্য, মাণ্ডুক্য, অচর, ভরদ্বাজ, বেদ-ব্যাস * ইত্যাদি।

যদি বল যে পিতা মাতা উভয়েই যদিও ব্রাহ্মণ না হয় অন্ততঃ পিতা ব্রাহ্মণ হইলেও সন্তান ব্রাহ্মণ হইতে পারে তাহাতেও দেখা যায় যে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি অনেক ঋষি ক্ষত্রিয়ের ঔরসে (ক্ষত্রিয়ার গর্ভে) জন্মগ্রহণ করিয়াও শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ শব্দে উল্লিখিত হইয়াছেন।

---

* ভগবান্ ব্যাসদেবের জন্ম বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন। পরাশরের ঔরসে অবিবাহিতা কৈবর্ত্ত কন্যা সত্যবতীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। (সত্যবতী ক্ষত্রিয়ের বীর্য্যে মৎস্যের উদরে জন্মগ্রহণ করেন, কৈবর্ত্ত বা ধীবর তাঁহাকে প্রতিপালন করে, পরে ভীষ্মের পিতা শান্তনুরাজার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।)

ভরদ্বাজের জন্মসম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে বৃহস্পতি কামাতুর হইয়া তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী "মমতার" গর্ভাবস্থায় তাঁহাতে উপগত হন, কিন্তু গর্ভস্থ শিশু আপনার স্থানসঙ্কীর্ণতা ভয়ে পদাঘাত দ্বারা বৃহস্পতির শুক্র বাহির করিয়া ফেলিয়া দেয়। বৃহস্পতির বীর্য্য অব্যর্থ, সুতরাং ভূমিতেই ভরদ্বাজ জন্মিলেন। এই সময় মমতা কহিলেন, "বৃহস্পতে! তুমি এই শিশুর ভরণপোষণ কর।" বৃহস্পতি কহিলেন, "আমাদের উভয়ের সম্মতিক্রমেই ত এই সন্তান জন্মিয়াছে সুতরাং তুমিই ইহাকে ভরণ কর।" এইরূপে উভয়েই বিবাদ করিয়া সেই শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া যান। "দ্বাজং ভর" উভয় পিতা মাতা কর্ত্তৃক এই বিবাদ বিষয়ক বাক্য উপলক্ষে শিশুর নাম ভরদ্বাজ হইয়াছিল।

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি হরিণীর গর্ভে, মাণ্ডুক্য ভেকের গর্ভে, অগস্ত্য কলসে, বাল্মীকি বল্মীকে, ইত্যাদি রূপে সকলে জন্মগ্রহণ করেন।

অনেকেরই এইরূপ ধারণা আছে যে, ভগবান্ রামচন্দ্রের জন্মের বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাল্মীকি কর্ত্তৃক রামায়ণ লেখা হইয়াছিল। কিন্তু

বর্ণ বিশেষদ্বারা যে ব্রাহ্মণ হয় তাহাও নহে। কারণ (সত্ত্বগুণ প্রযুক্ত) ব্রাহ্মণ মাত্রেরই যে শুক্ল বর্ণ হয় তাহা নহে। ক্ষত্রিয় মাত্রেরই যে (সত্ত্ব ও রজোগুণ প্রযুক্ত) রক্ত বর্ণ হয় তাহাও নহে। এই-রূপে দেখা যায় যে বৈশ্য মাত্রেরই যে (রজঃ ও তমোগুণ প্রযুক্ত) পীতবর্ণ অথবা শূদ্রমাত্রেরই যে (তমোগুণ প্রযুক্ত) কৃষ্ণবর্ণ হয় তাহাও নহে। কি বর্ত্তমান সময়ে আর কি পূর্ব্বকালে চিরকালই অনেক স্থলে ইহার বিপরীত দেখা যায়, অতএব বর্ণবিশেষের দ্বারা কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধেও এইরূপে বিবিধ প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া সর্ব্ব শেষে তিনি ব্রাহ্মণের লক্ষণ সম্বন্ধে এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন; যথা,—

করতলামলকমিব পরমাত্মাঽপরোক্ষেণ কৃতার্থতয়া শম-দমাদিযত্নশীলো দয়ার্জ্জবক্ষমাসত্যসন্তোষবিভবো নিরুদ্ধ-মাৎসর্য্যদম্ভসম্মোহো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইত্যুচ্যতে। তথাহি,
"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ।
বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥" ইতি।

মহর্ষি বাল্মীকি আপনি লিখিয়াছেন যে রামচন্দ্রের লঙ্কাজয়াদির অনেক পরে তিনি রামায়ণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কৃত্তিবাস পণ্ডিত বঙ্গভাষায় যে রামায়ণ লিখিয়াছেন তাহার সহিত মূল বাল্মীকি রামায়ণের অনেক বিষয়েই এইরূপ প্রভেদ দেখা যায়। যথা,— ভগীরথের জন্ম বৃত্তান্ত সম্বন্ধে তিনি যেরূপ অলৌকিক ব্যাপার লিখিয়া গিয়াছেন, মূল বাল্মীকিতে সেরূপ নাই। বাল্মীকি লিখিয়াছেন যে, ভগীরথ তাঁহার পিতা বর্ত্তমানে জন্মগ্রহণ করেন; এবং জন্ম হইতেই তিনি অস্থি চর্ম্ম মাংসাদি বিশিষ্ট স্বাভাবিক দেহ-সম্পন্ন ছিলেন।

বা. রা. বালকাণ্ড ১ম সর্গ এবং ৪২ সর্গ দেখ।

অতএব ব্রহ্মবিদ্ব্রাহ্মণো নান্য ইতি নিশ্চয়ঃ। তজ্জ্ঞান-তারতম্যেন ক্ষত্রিয়বৈশ্যো তদভাবেন শূদ্র ইতি সিদ্ধান্তঃ।

যিনি করতলস্থিত আমলকী ফলের ন্যায় অপরোক্ষ রূপে পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, যিনি শমদমাদি সাধন বিষয়ে যত্নশীল, যিনি দয়া ক্ষমা সত্য সরলতা ও সন্তোষ প্রভৃতি গুণ সম্পন্ন এবং যিনি মোহ মাৎসর্য্য ও দম্ভাদির দমন বিষয়ে যত্নবান্ তাঁহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ বলা যায়। কারণ শাস্ত্রে কথিত আছে "জন্ম কালে সকলেই শূদ্র থাকে ; পরে উপনয়নাদি সংস্কার প্রাপ্ত হইলে দ্বিজ, বেদাভ্যাস করিলে বিপ্র, আর ব্রহ্মকে জানিলে তবে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হয়। অতএব ইহা নিশ্চয় হইল যে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল ব্রাহ্মণ, অন্যে নহে। সেই জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য দ্বারা ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর তাহার অভাবদ্বারা শূদ্র হয়। ইতি।

ভগবান্ অত্রি কহিয়াছেন,—

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

অত্রি. সং.।

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত নহেন, অথচ যিনি ব্রহ্মসূত্র ধারণে গর্ব্বিত, তিনি সেই পাপবশতঃ বিপ্রপশু নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মোপাসনাই যে ব্রাহ্মণত্বের প্রধান লক্ষণ তাহা দেখাইবার নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিবারও বিশেষ প্রয়োজন নাই। (কি জ্ঞানবান্ কি অজ্ঞান) ব্রাহ্মণ মাত্রকেই প্রতি মুহূর্ত্তে যে (ওঁকার রূপ) প্রণব উচ্চারণ করিতে হয়, তাহাই তাঁহাদের সেই

উপাস্য পর ব্রহ্মকে প্রতিপন্ন করিতেছে *। ব্রাহ্মণদিগের গায়ত্রী মন্ত্র, † ব্রাহ্মণদিগের আচমন মন্ত্র সকলই সেই ব্রহ্মকে প্রতিপন্ন করে।

---

* মাণ্ডুক্যোপনিষদের গৌড়পাদীয় কারিকায় এইরূপ লিখিত আছে ; যথা,—

যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ং।

প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদি সংস্থিতং।

সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥

মা. উ. গৌ, কা. ১ম প্রকরণ, ১৪,১৮।

প্রণবেতে চিত্ত সমাধান কর, প্রণবই ভয়শূন্য ব্রহ্ম। ১৪।

প্রণব অর্থাৎ ওঁকারকে সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয়স্থিত অন্তর্যামী পরমেশ্বর রূপে জানিও। ওঁকারকে আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে অবগত হইয়া পণ্ডিত ব্যক্তিরা শোক হইতে উত্তীর্ণ হন, অর্থাৎ নিত্য আনন্দ লাভ করেন। ১৮।

শঙ্কর স্বামী ইহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—সর্ব্বপ্রাণিজাতস্য স্মৃতি-প্রত্যয়াস্পদে হৃদয়ে স্থিতমীশ্বরং প্রণবং বিদ্যাৎ সর্ব্বব্যাপিনং ব্যোমবৎ ওঙ্কারমাত্মানমসংসারিণং ধীরো বুদ্ধিমান্ মত্বা ন শোচতি। শোক-নিমিত্তানুপপত্তেঃ। তরতি শোকমাত্মবিদিতি শ্রুতিভ্যঃ।

† তদমৃতং সা গায়ত্রী তৎ পরমং ব্রহ্মেতি।

তুরীয়ঃ পাদঃ॥

কণাদ ১।২।১২ সূত্রের ভাষ্যে ছান্দোগ্য শ্রুতির বচন।

গায়ত্রী অবিনাশী পরব্রহ্ম। উহা ব্রহ্মের তুরীয় (চতুর্থ) পাদ ; অর্থাৎ উহা ব্রহ্মের সৃষ্টির অতীত অবস্থাকেও প্রকাশ করে।

"নিরাকারের উপাসনা হয় কি না ?" এবং "রূপ" নামক প্রস্তাব-দ্বয় দেখ।

এতদ্ব্যতীত, ব্রহ্মবিৎ * ও ব্রহ্মবাদী ঋষি এবং বেদান্তপারগ ব্রাহ্মণের সম্মান সর্ব্ব শাস্ত্রেই অধিক দেখা যায় এবং সেই বেদান্তশাস্ত্রও কেবল ব্রহ্মের কথাতেই পরিপূর্ণ।

মহর্ষি ভরদ্বাজ পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ;—

কো ব্রাহ্মণঃ।

ব্রাহ্মণ কে ?

পিতামহ উত্তর করিলেন,—

ব্রহ্মবিৎ স এব ব্রাহ্মণঃ।

যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ।

নিরালম্বোপনিষৎ।

উপনয়ন কালে ব্রাহ্মণ বালকদিগকে যে প্রণব, ব্যাহৃতি এবং সাবিত্রী উপদেশ করা হয়, দুঃখের বিষয় এই যে তাহার অর্থ বিষয়ে তাহাদিগকে এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারে রাখা হয়। কিন্তু ভগবান্ শিব দশবিধ সংস্কার বর্ণন প্রসঙ্গে উপনয়ন সংস্কারেরও সমস্ত অনুষ্ঠান আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়াছেন, এবং এ সম্বন্ধে তথায় তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন ; যথা,—

শ্রাবয়িত্বা ত্রিধাতারং সর্ব্বমন্ত্রময়ং শিবে।
ব্যাহৃতিত্রয়মুচ্চার্য্য সাবিত্রীং শ্রাবয়েদ্‌গুরুঃ ॥
পুনঃ প্রণবমুচ্চার্য্য সাবিত্র্যর্থং গুরুর্ব্বদেৎ ॥
ত্র্যক্ষরাত্মক তারেণ পরেশঃ প্রতিপাদ্যতে।

---

* শকুন্তানামিবাকাশে মৎস্যানামিব চোদকে।
পদং যথা ন দৃশ্যেত তথা ব্রহ্মবিদাং গতিঃ ॥

ম. ভা. মো. ধ. ৮।১৪।

দেবাপি মার্গে মুহ্যন্তি অপদস্য পদৈষিণঃ ॥

ম. ভা. মো. ধ. ৬৯।২২।

পাতা হর্ত্তা চ সংস্রষ্টা যো দেবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥
অসৌ দেবস্ত্রিলোকাত্মা ত্রিগুণং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
অতো বিশ্বময়ং ব্রহ্ম বাচ্যং ব্যাহৃতিভিস্ত্রিভিঃ ॥
তারব্যাহৃতিবাচ্যো যঃ সাবিত্র্যা জ্ঞেয় এব সঃ ॥

ম. নি. ত. ৯ম উল্লাস।

হে পার্ব্বতি! তদনন্তর গুরু সর্ব্বমন্ত্রময় প্রণব (অর্থাৎ ওঁকার) তিনবার শ্রবণ করাইয়া এবং ব্যাহৃতিত্রয় (অর্থাৎ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ) উচ্চারণ করিয়া, তাহাকে সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী শ্রবণ করাইবেন।

পুনর্ব্বার প্রণব অর্থাৎ (ওঁ) উচ্চারণ করিয়া গুরু সেই বালককে সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রীর (অর্থ নিম্ন লিখিত রূপে) বলিয়া দিবেন। যথা,—

যে দেবতা প্রকৃতির অতীত শ্রেষ্ঠ পুরুষ, যিনি এই জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা, সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বরই (অ. উ. ম.) এই ত্রিঅক্ষর সংযুক্ত তার অর্থাৎ প্রণব দ্বারা প্রতিপাদিত। *

ওঁকার যাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতেছে সেই পরমেশ্বর এই ত্রিলোকের আত্মা স্বরূপ, এবং তিনি এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব এই বিশ্বময় অবস্থিত যে পরব্রহ্ম তিনিই ব্যাহৃতি ত্রয়ের বাচ্য।

প্রণব এবং ব্যাহৃতির বাচ্য যিনি, সাবিত্রীরও বাচ্য তিনি জানিবে।

পুনর্ব্বার ভগবান্ শিব গায়ত্রীর অর্থ আরও স্পষ্ট রূপে বলিতেছেন,—

---

* অ কারেণ জগৎপাতা সংহর্ত্তা স্যাদুকারতঃ।
ম কারেণ জগৎস্রষ্টা প্রণবার্থ উদাহৃতঃ ॥

ম. নি. ত. ৩।৩২।

অর্থাৎ (ওঁ) শব্দের অর্থ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা।

জগদ্রূপস্য সবিতুঃ সংস্রষ্টুর্দীব্যতোবিভোঃ॥
অন্তর্গতং মহদ্বর্চ্চো বরণীয়ং যতাত্মভিঃ।
ধ্যায়েম তৎপরং সত্যং সর্ব্বব্যাপি সনাতনং॥
যো ভর্গঃ সর্ব্বসাক্ষীশো মনো বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি নঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়েদ্বিনিয়োজয়েৎ॥
ইত্থমর্থযুতাং ব্রহ্মবিদ্যামাদিশ্য সদ্গুরুঃ।
শিষ্যং নিয়োজয়েদ্দেবি গৃহস্থাশ্রমকর্ম্মসু॥

ম. নি. ত. ৯ম উল্লাস।

যে জ্যোতিঃ স্বরূপ সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর আমাদিগের মন বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় সকলকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষে প্রেরণ করিতেছেন এবং তাহাতে নিযুক্ত রাখিতেছেন সেই জগৎস্রষ্টা বিভুর সর্ব্বত্র ব্যাপনশীল, নিত্য, এবং যথার্থভূত যে জ্যোতির্ম্ময় উজ্জ্বল সত্তা, সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ যাহার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহা ধ্যান করি।

উত্তম গুরু উপনয়ন কালে সেই বালক শিষ্যকে এই রূপ অর্থযুক্ত ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ করিয়া তাহাকে গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবেন। (কারণ কলিতে প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাই।)

পাণ্ডবদিগের অরণ্যবাস কালে যখন মহাত্মা ভীম সর্প কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সেই সময় ধর্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠির সর্পযোনি-প্রাপ্ত সেই রাজর্ষির প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান দ্বারা ভ্রাতাকে আসন্ন বিপদ্ হইতে মুক্ত করিতে যাইয়া তাঁহার সহিত এইরূপ কথা বার্ত্তা কহিয়াছিলেন; যথা,—

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বিষধর! আপনি যথেচ্ছ প্রশ্ন করুন; যদি বোধহয় যে এবিষয়ে আপনার প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইব, তাহাহইলে অবশ্যই আপনার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব। কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণের বেদ্য নির্ব্বিশেষ পুরুষকে অবগত হইয়াছেন কি না, জ্ঞাত না হইয়া আমি আপনার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব না।

"সর্প কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! তোমার বাক্যদ্বারা তোমারে বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হইতেছে; অতএব ব্রাহ্মণ কে? এবং বেদ্যই বা কি? ইহার উত্তর প্রদান কর।

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে ব্যক্তিতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, অনৃশংস্য, তপ ও ঘৃণা লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ; এবং যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর শোক দুঃখ থাকে না, সেই সুখদুঃখবর্জিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই বেদ্য; যদি আপনার আর কিছু বলিবার থাকে বলুন।"

৺ কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত।

"বনপর্ব্ব" "আজগর পর্ব্বাধ্যায়" ১৮০ অ.।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানলাভে যত্নবান্ না হন, এবং যাঁহারা সেই জ্ঞানলাভার্থে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া অন্য রূপে জীবন অতিবাহিত করেন, ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগকে প্রকৃত ব্রাহ্মণরূপে উল্লেখ করেন নাই। যথা; ভগবান্ ব্যাস কহিয়াছেন,—"মূর্খ ব্রাহ্মণ, কাষ্ঠের হস্তী, চর্ম্মের মৃগ, মনুষ্যবিহীন গ্রাম এবং জলবিহীন কূপ এই কয়েকটীই সমান।"

ব্যাস সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়।

মনুও অবিকল এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। (মনু ২।১৫৬।)

মনু আরও বলিয়াছেন যে, "বেদাধ্যয়ন ও বেদ শাস্ত্রের অনুশীলন না করিয়া যে সকল ব্রাহ্মণ অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করেন, তাঁহারা জীবিতাবস্থাতেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।" (মনু ২।১৬৮।)

ভগবান্ ব্যাসদেব বেদ বিষয়ে অজ্ঞ, মূর্খ ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে এতদূর পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন যে,—

বেদপূর্ণমুখং বিপ্রং সুভুক্তমপি ভোজয়েৎ।
ন চ মূর্খং নিরাহারং ষড়্রাত্রমুপবাসিনং॥

ব্যাস সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়।

যে ব্রাহ্মণের মুখে বেদ শাস্ত্রের কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি যদি উত্তম রূপে ভোজন করিয়া থাকেন তথাচ তাঁহাকে যত্ন করিয়া আবার খাওয়াইবে; কিন্তু মূর্খ ব্রাহ্মণ যদি আহার না পাইয়া ছয়রাত্রি উপবাসী থাকে তথাচ তাহাকে কোন প্রকার আহারীয় দিবে না।

বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ না হইলে বেদাধ্যয়ন বিফল।

বেদ পাঠ করিলে, বা বেদশিরোভাগ উপনিষদ্ পাঠ করিলেই যে মনুষ্য ব্রহ্মবিষয়ক সূক্ষ্ম জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন তাহার কোন নিশ্চয় নাই, কারণ শাস্ত্র পাঠ করিলেও আবার শাস্ত্র সকলের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ করিবার শক্তি বা শিক্ষা থাকা আবশ্যক করে।

তদ্বেদ গুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং
তদ্ ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।
যে পূর্ব্বং দেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদু-
স্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভুবুঃ॥

শ্বেতাশ্বতর ৫।৬। শ্রুতি।

সমগ্র বেদ অর্থাৎ কর্মকাণ্ডীয় বেদের মধ্যে পরমেশ্বর অপ্রকাশ্য ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন, উপনিষদ্ বা বেদশিরোভাগেও তাঁহার মহিমা গূঢ় রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মা সেই বেদপ্রতিপাদিত দেবতাকে জানেন। পূর্ব্বে যে সমস্ত দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহাকে জানিয়াছেন তাঁহারাও তন্ময় হইয়া অমর হইয়াছেন।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

শ্বেতাশ্বতর ৪।৮ শ্রুতি।

দেবতারা সকলে যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করেন সেই পরমাকাশসদৃশ অক্ষর পুরুষকেই ঋক্ যজু প্রভৃতি বেদ সকল প্রতিপন্ন করে। অতএব যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়াও তাঁহাকে জানিতে না পারে, ঋক্ যজু প্রভৃতি বেদ সকল তাহার কি করিতে পারিবে? (অর্থাৎ কোন উপকারেই আসিবে না)। কিন্তু বেদাধ্যয়ন করিয়া যাঁহারা তাঁহাকে জানিতে পারেন তাঁহারাই কৃতার্থ হইয়া অবস্থিতি করেন।

যতো বেদাঃ পুরাণানি বিদ্যোপনিষদস্তথা।
শ্লোকাঃ সূত্রাণি ভাষ্যাণি যচ্চান্যদ্বাঙ্ময়ং ক্বচিৎ॥
বেদানুবচনং যজ্ঞে ব্রহ্মচর্য্যং তপো দমঃ।
শ্রদ্ধোপবাসঃ স্বাতন্ত্র্যমাত্মনো জ্ঞানহেতবঃ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্যে ভগবান্
শঙ্করস্বামিধৃত যাজ্ঞবল্ক্যের বচন।

যেহেতু বেদ, পুরাণ, উপনিষদ্ এবং অন্যান্য যাবতীয় প্রকার বিদ্যা, শ্লোক, সূত্র, ভাষ্য বা অন্যান্য যে কিছু বাক্য, যজ্ঞকালে বেদপাঠ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, শ্রদ্ধা, উপবাস বা নির্জ্জনতা প্রভৃতি যত কিছু ধর্ম্ম, এ সমস্তই কেবল সেই এক আত্মার তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত। (সুতরাং সেই তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান লাভ হইলেই সমস্ত সার্থক হয়, নতুবা সমস্তই বিফল জানিবে)।

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ঠাতো ন নিষ্ঠা স্যাৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলোহ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ॥

ভা. ১১।১১।১৮।

যদি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ বেদেতে নিষ্ঠা থাকে, কিন্তু যদি পরব্রহ্মে সেরূপ নিষ্ঠা না থাকে, তাহাহইলে বন্ধ্যা ধেনু রক্ষকের ন্যায় কেবল পরিশ্রম মাত্র সার হয় জানিবে।

অধীত্য চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি দর্ব্বী পাকরসং যথা ॥

মুক্তিকোপনিষদ্।

যে সকল মনুষ্য চারি বেদ এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে না পারে, তাহারা পাক কার্য্যে নিযুক্ত দর্ব্বী অর্থাৎ হাতা বা তাড়ুর সমান। অর্থাৎ হাতা বা তাড়ু যে প্রকার পাকরসের মধ্যে ভ্রমণ করে কিন্তু আস্বাদ অনুভব করিতে পারে না, তাহারাও সেইরূপ।

ন বেদং বেদমিত্যাহুর্ব্বেদো ব্রহ্ম সনাতনং।
ব্রহ্মবিদ্যারতো যস্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ ॥

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

ঋক্ সামাদি বেদকে প্রকৃত বেদ কহা হয় না, সনাতন পরব্রহ্মই প্রকৃত বেদ; যিনি ব্রহ্ম বিদ্যাতে রত তিনিই বেদপারগ ব্রাহ্মণ।

তৈলধারামিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ।
অবাচ্যং প্রণবব্যঙ্গং যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥

উ. গী. ১।২৩।

যিনি তৈলের ধারার ন্যায় এবং দীর্ঘঘণ্টানিনাদের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন রূপে সেই বাক্যাতীত অথচ প্রণবের দ্বারা প্রকাশিত ব্রহ্মকে জানেন তিনিই বেদবিৎ, অন্যে নহে।

ভগবান্ শঙ্কর স্বামী বলিয়াছেন ;—

অবিজ্ঞাতে পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা।
বিজ্ঞাতেঽপি পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা ॥

বি. চূ. ৬১।

পরমতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে না পারিলে বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন বিফল মাত্র। এবং পরমতত্ত্ব বুঝিতে পারিলেও শাস্ত্র অধ্যয়নের আর আবশ্যকতা থাকে না। অতএব কেবল মাত্র পরমতত্ত্ব অবগত হওয়াই বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলেই শাস্ত্র অধ্যয়ন নিষ্ফল।

নিত্যশব্দ অর্থাৎ স্ফোট।

ভগবান্ পাণিনির মতে শব্দ দুই প্রকার, অর্থাৎ শব্দ মাত্রেরই দুই প্রকার প্রকৃতি ; যথা, বর্ণাত্মক ও স্ফোট। যাহা বর্ণাত্মক অর্থাৎ বর্ণ এবং তাহার উচ্চারণ জন্য ধ্বনি বা শব্দ, তাহা স্থূল ও অনিত্য ; এবং যাহা স্ফোট অর্থাৎ উচ্চারিত শব্দের যাহা অর্থ বা ভাব, তাহা সূক্ষ্ম ও নিত্য। মনে করুন কোন ব্যক্তির নিকট একজন লোক "গো" এই শব্দটী উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে সেই অনিত্য ও স্থূল "গো" শব্দটী দ্বারা শ্রোতার মনে সূক্ষ্মভাবে যে একটী চতুষ্পদ জন্তুর ভাব সঞ্চারিত হইল, সেই স্থূল উপায় দ্বারা সূক্ষ্ম মনোভাব বক্তা হইতে শ্রোতাতে সঞ্চারিত হওয়ার নামই স্ফোট। যথা,—

"স্ফুট্যতে ব্যজ্যতে বর্ণৈরিতি স্ফোটঃ।"

সং. স. দ. সং. পাণিনি দর্শন।

বর্ণ বা শব্দের দ্বারা যে অর্থ বা ভাবের স্ফুটতা অর্থাৎ অভিব্যক্তি জন্মে তাহার নাম স্ফোট।

তস্মাদ্বর্ণানাং বাচকত্বানুপপত্তৌ যদ্বলাদর্থপ্রতিপত্তিঃ স স্ফোট ইতি বর্ণাতিরিক্তো বর্ণাভিব্যঙ্গ্যোঽর্থপ্রত্যায়কো নিত্যঃ শব্দঃ স্ফোট ইতি তদ্বিদো বদন্তি।

সং. স. দ. সং. পাণিনি দর্শন।

এইরূপ শব্দ বা বর্ণের অতিরিক্ত অথচ বর্ণ বা শব্দের দ্বারা অভিব্যক্ত যে অর্থপ্রত্যয়জনক নিত্য শব্দ, অর্থাৎ শব্দের ভাবজ্ঞান তাহাই স্ফোট, ইহা তদ্বিষয়জ্ঞ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন।

নিরাকার মনোভাব সকলকে একজন হইতে অন্য জনে চালন বা বহন করিয়া দিবার নিমিত্ত শব্দ কেবল সর্ব্ববাদিসম্মত পার্থিব বা লৌকিক উপায় মাত্র। বস্তুতঃ এপ্রকার নিরাকার ভাব সকল শব্দ হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবেই থাকে। স্ফোট অর্থাৎ এই প্রকার নিরাকার ভাবজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু। এজন্য ভগবান্ পাণিনি তাঁহার দর্শনে অর্থাৎ তৎপ্রণীত ব্যাকরণ শাস্ত্রে শব্দের ঐ স্ফোটকেই নিরাকার ব্রহ্মরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"স্ফোটাখ্যো নিরবয়বো নিত্যঃ শব্দো ব্রহ্মৈবেতি।"

মাধবাচার্য্যপ্রণীত সংস্কৃত
সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ। পাণিনি দর্শন।

স্ফোট নামধেয় যে নিরবয়ব নিত্যশব্দ (অর্থাৎ শব্দের ভাবজ্ঞান) তাহাই ব্রহ্ম স্বরূপ *।

---

* শব্দাক্ষরে ক্ষীণে নিঃশব্দং পরমং পদম্॥

ধ্যানবিন্দু উপনিষৎ। ৪।

অনাদি নিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥

রামানুজাচার্য্যধৃত ব্রহ্মকাণ্ডের বচন।

"এই স্ফোটকেই শাব্দিকেরা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন, সুতরাং শব্দশাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে ক্রমশঃ অবিদ্যা-নিবৃত্তি হইয়া মুক্তিপদপ্রাপ্তি হয়, এজন্য ব্যাকরণ শাস্ত্রের ফল যে মুক্তি তাহাও প্রাচীন পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন।"

৺জয় নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন প্রণীত বাঙ্গালা
সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ। পাণিনি দর্শন।

এই পাণিনি ব্যাকরণকে বেদে "বেদ সকলের বেদ" রূপে কহা হইয়াছে। যোগশাস্ত্রপ্রণেতা ভগবান্ পতঞ্জলি এই পাণিনি সূত্রের ভাষ্য প্রস্তুত করেন, এবং মহারাজ ভর্ত্তৃহরি ও নৈষধকাব্যপ্রণেতা শ্রীহর্ষ দেবের ভ্রাতা কৈয়ট সেই ভাষ্যের টীকা লেখেন। ভট্টোজি দীক্ষিত প্রণীত "সিদ্ধান্ত কৌমুদী" নামক যে ব্যাকরণ কাশী প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত আছে তাহা আদ্যোপান্ত পাণিনি ব্যাকরণেরই মূলানু-যায়ী লিখিত হইয়াছে।

এক্ষণে কলিকাতাতেও উক্ত গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সন্ন্যাসী ও মুনি।

রাজর্ষি অষ্টক তদীয় পিতামহ রাজা যযাতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন,—

কতিস্বিদেব মুনয়ঃ কতি মৌনানি চাপ্যুত।
ভবন্তীতি তদাচক্ষ্ব শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্॥

ম. ভা. আদিপর্ব্ব, সম্ভব পর্ব্বাধ্যায় ৯১। ৮।

মুনি ও মৌনব্রতী কয় প্রকার বলুন, আমাদের শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

যযাতি কহিলেন,—

অরণ্যে বসতো যস্য গ্রামো ভবতি পৃষ্ঠতঃ।
গ্রামে বা বসতোঽরণ্যং স মুনিঃ স্যাজ্জনাধিপ॥

ম. ভা. আদিপর্ব্ব, সম্ভব পর্ব্বাধ্যায় ৯১। ৯।

যিনি পৃষ্ঠভাগে গ্রাম রাখিয়া অরণ্যে বাস করেন, অথবা যিনি অরণ্যকে পৃষ্ঠভাগে রাখিয়া গ্রামে বাস করেন, তাঁহাকেই মুনি বলা যায়।

অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কথং স্বিদ্বসতোঽরণ্যে গ্রামো ভবতি পৃষ্ঠতঃ।
গ্রামে বা বসতোঽরণ্যং কথং ভবতি পৃষ্ঠতঃ॥

ম. ভা. আদিপর্ব্ব, সম্ভব পর্ব্বাধ্যায় ৯১। ১০।

পৃষ্ঠভাগে গ্রাম রাখিয়া অরণ্যে বাস করাই বা কি প্রকার? এবং পৃষ্ঠভাগে অরণ্য রাখিয়া গ্রামে বাস করাই বা কি প্রকার?

যযাতি কহিলেন,—

ন গ্রাম্যমুপযুঞ্জীত য আরণ্যমুনির্ভবেৎ।
তথাস্য বসতোঽরণ্যে গ্রামো ভবতি পৃষ্ঠতঃ॥
অনগ্নিরনিকেতশ্চাপ্যগোত্রচরণো মুনিঃ।
কৌপীনাচ্ছাদনং যাবত্তাবদিচ্ছেচ্চ চীবরম্॥
যাবৎ প্রাণাভিসন্ধানং তাবদিচ্ছেচ্চ ভোজনম্।
তথাস্য বসতো গ্রামেঽরণ্যং ভবতি পৃষ্ঠতঃ॥

ম. ভা. আদিপর্ব্ব সম্ভব পর্ব্বাধ্যায়। ৯১। ১১—১৩।

যিনি অরণ্যে বাস করিয়া গ্রামজাত দ্রব্য উপভোগ করেন না, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গ্রাম। ১১।

আর যিনি গ্রামে বাস করেন অথচ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করেন না, যাঁহার নিজের বাসস্থান নাই, যিনি অগোত্রচারী, যিনি কেবল কৌপীনাচ্ছাদনের নিমিত্ত চীবর ইচ্ছা করেন, (১২) এবং সেইরূপ যিনি প্রাণরক্ষার জন্য মাত্র আহার ইচ্ছা করেন, (অর্থাৎ সম্ভোগ জন্য এসকল ইচ্ছা করেন না) তাঁহারই পৃষ্ঠদেশে অরণ্য কহা যায়। ১৩।

অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, এই উভয় প্রকার মুনির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এবং কেই বা অগ্রে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন?

যযাতি কহিলেন,—

অনিকেতো গৃহস্থেষু কামবৃত্তেষু সংযতঃ।
গ্রাম এব বসন্ ভিক্ষুস্তয়োঃ পূর্ব্বতরং গতঃ॥

ম. ভা. আদিপর্ব্ব, সম্ভব পর্ব্বাধ্যায় ৯২। ২।

যযাতি কহিলেন, যিনি গৃহস্থদিগের মধ্যে থাকিয়াও স্বয়ং গৃহবিহীন ও কামাচারপরাঙ্মুখ সেই গ্রামবাসী ভিক্ষুই শ্রেষ্ঠ এবং সেই ব্যক্তিই অগ্রে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই সন্ন্যাস আশ্রম সম্বন্ধে অনুকূল অভিপ্রায় প্রকাশ করেন না, কিন্তু প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রকারগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা প্রায় সকলেই এক বাক্যে সন্ন্যাস আশ্রমের যার পর নাই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন *। অধিক কি তাঁহারা সন্ন্যাস আশ্রমকেই মুক্তিলাভের বিশেষ উপযোগী আশ্রমরূপে অনেক স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন।

---

* মৃত মহাত্মা দ্বারিকানাথ মিত্র সন্ন্যাস আশ্রম সম্বন্ধে এক সময়ে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন; যথা,—

"Pious mendicancy" said Dwarkanath, "so much unbearable in the eyes of the political economists, was in its day and is still in a country like ours, full of charms. It offers to a multitude of mild and contemplative souls the only condition suited to them. To have made poverty an object of love and desire, and to have raised the beggar

যথা,—

ব্রহ্মবিদ্যাসমাযুক্তং যতিত্বং মুক্তিসাধনং।

ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত সংযুক্ত যে সন্ন্যাস তাহাই মুক্তির সাধন।

যতের্দর্শনমাত্রেণ যোগাভ্যাসপরায়ণঃ।
সম্যগ্ ব্রহ্মবিদশ্চৈব নির্ম্মলীকুরুতে জগৎ॥

ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন যোগনিরত ব্যক্তি সন্ন্যাসীর * দর্শন মাত্রে জগৎ পবিত্র করেন।

যতিত্বব্যতিরেকেণ যো যতেত স মূঢ়ধীঃ।
দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তৌ চ বিনা বা ব্রহ্মবিদ্যয়া॥ ইত্যাদি।

অগস্ত্য সংহিতা।

সন্ন্যাস এবং ব্রহ্মবিদ্যা এই দুইটী ব্যতিরেকে অন্য উপায়ের দ্বারা যাঁহারা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা পান তাঁহারা ভ্রমবুদ্ধি মনুষ্য।

এ প্রকার বচন শাস্ত্রের মধ্যে রাশি রাশি দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক কি, ভগবান্ কপিলদেব যিনি তাঁহার সাঙ্খ্যদর্শনে স্পষ্টতঃ ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই, * তিনিও অপবর্গজনক জ্ঞানসাধনের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। যথা,—

(as he is called by the men of the modern civilization) to the first place in public estimation was a master stroke which political economy may not perceive but to which the true moralist cannot remain indifferent. Humanity, in order to bear its burden, needs to believe that it is not paid entirely by wages. The greatest service which can be rendered to humanity is to repeat often that it lived not by bread alone."

Life of the Hon'ble justice Dwarkanath Mitter. By Dinabandhu Sanyal, Chapter VIII. p. 166.

* কপিল প্রণীত ষড়ধ্যায়ী সাঙ্খ্যের ১ম অধ্যায়ের ৯২ সূত্রে লিখিত আছে,—

অনারম্ভেঽপি সুখী সর্পবৎ।

কপিলকৃত সাংখ্য সূত্র ৪। ১২।

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"। ঈশ্বর যে আছেন তাহা প্রমাণ করা যায় না। কি জন্য প্রমাণ করা যায় না, তাহাও তৎপরবর্ত্তী সূত্রদ্বয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা—

"মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ॥" ৯৩ সূত্র।

"উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্॥" ৯৪ সূত্র।

অর্থাৎ মুক্তাবস্থা বা বদ্ধাবস্থা এ দুয়ের কিছুই ঈশ্বর সম্বন্ধে খাটে না। যদি তিনি স্বভাবতঃ মুক্ত, তবে তিনি সৃষ্টিতে বদ্ধ হইবেন কিরূপে? সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তিই তাহা হইলে তাঁহাতে অসম্ভব হইবে। আর যদি তিনি স্বভাবতঃ বদ্ধ এরূপ বলা হয় তাহাহইলে তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা হইবার অনুপযুক্ত। সুতরাং কপিলের মতে ঈশ্বরাস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণাভাব। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে, ঈশ্বর নাই, এ কথা বলা কপিলদেবের অভিপ্রায় নহে তিনি কেবল বাদিজয়ের নিমিত্ত বলিয়াছিলেন যে, "তুমি যে উপায়ে ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছ উহাদ্বারা তাহা সিদ্ধ হইবে না"। নতুবা ঈশ্বর নাই এ কথা বলা যদি কপিলদেবের অভিপ্রায় হইত তাহাহইলে তিনি "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" না বলিয়া "ঈশ্বরাভাবাৎ" বলিতেন। (কপিলদেব তাঁহার দর্শনের ৫ম অধ্যায়ে পুনর্ব্বার এই বিষয়ের বিচার আরম্ভ করিয়া অনেক কথা লিখিয়াছেন। (যাহাহউক তিনি বেদকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।) কপিলদেব তাঁহার সাংখ্য দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের ৫৬ ও ৫৭ সূত্রে লিখিয়াছেন যে যোগসিদ্ধ মুক্ত আত্মা বা পুরুষগণ যোগৈশ্বর্য্য সকল লাভ করিয়া পর পর সর্গে অর্থাৎ সৃষ্টিতে এক একটী ক্ষুদ্র ঈশ্বরবৎ হইয়া উঠেন। তাঁহারা জগতের সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন এবং ইচ্ছামত সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার মতে এ প্রকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যথা,—

সর্প যেমন নিজের জন্য গৃহ (গর্ত্ত) প্রস্তুত না করিয়া, অন্যকৃত গৃহে (গর্ত্তে) বাস করে সেইরূপ নিজের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ না করিয়া পরগৃহে অর্থাৎ সন্ন্যাসিভাবে জীবন অতিবাহিত করিলে সুখ প্রাপ্ত হইবে *।

সুখী (ভবেৎ) ইতি বিজ্ঞানভিক্ষু।

"স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা।" সাং. সূ. ৩। ৫৬।

"ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা।" সাং. সূ. ৩। ৫৭।

কপিলদেবের এই প্রকার কল্পে কল্পে এক এক জন জীব ঈশ্বর হওয়ার সহিত বৌদ্ধদিগের কল্পে কল্পে এক এক জন বুদ্ধের জন্মগ্রহণের অনেক ঐক্য দেখা যায়। শাক্যসিংহের পূর্ব্বে আরও যে অনেক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শাক্য সিংহ যে প্রথম বুদ্ধ নহেন, ইহা বোধ হয়, অনেকেই জানেন। ললিতবিস্তর নামক গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ে বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৪ জন বুদ্ধের নামোল্লেখ আছে। পুরাণে কপিলদেবকেও ঈশ্বররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

* গৃহারম্ভো হি দুঃখায় ন সুখায় কথঞ্চন।
সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে॥

ঐ সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুধৃত শ্লোক।

অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্য কাহারও যে সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার নাই তাহাও শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বত্র বলিয়া গিয়াছেন। "মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ" নামক গ্রন্থে "সন্ন্যাস" নামক প্রস্তাব দেখ।

শাস্ত্রপাঠের নিয়ম।

যাহা কিছু দেখিতে পাইব, বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া সে সকলই অবনতমস্তকে গ্রহণ করিব, এভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে শাস্ত্রপাঠের প্রকৃত ফল লাভ করা যায় না।

শাস্ত্র সকল রত্নাকর মহাসমুদ্রের সদৃশ, যদিও মুক্তিপ্রদ অমূল্য সত্যরত্ন সকল সেখানে প্রচুর পরিমাণে নিহিত আছে, তথাচ সে সকল দেখিয়া শুনিয়া ও বাছিয়া লইবার আবশ্যক করে। * কারণ তাহা না হইলে রত্নলাভের পরিবর্ত্তে অনেক সময় কেবল কতকগুলি শম্বুক-

---

* ফোর্ট উইলিয়ম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-বিরচিত "প্রবোধ চন্দ্রিকা" নামক পুস্তকের এক স্থানে এইরূপ লিখিত আছে; যথা, চাণক্য বলিতেছেন;—"স্থূলারুন্ধতী দর্শন ন্যায়ে শাস্ত্রের সূক্ষ্মসার গ্রহণার্থে স্থূল অসারার্থোপদেশও কতক আছে।"

"সে ন্যায় এতদ্রূপ, অরুন্ধতী নামে এক সূক্ষ্ম তারা আকাশে আছে, তাহার নিকটে উত্তরোত্তর স্থূল কয়েক তারা আছে, তাদৃশ অরুন্ধতী তারার জিজ্ঞাসু শিষ্যকে গুরু প্রথমতঃ অতি স্থূল তারাকে এই অরুন্ধতী তারা দেখ, এতাদৃশ উপদেশ করেন। পরে সেই তারাতে শিষ্যের দৃষ্টির স্থৈর্য্য জানিয়া, সে তারা অরুন্ধতী নয় কহিয়া, সে তারা হইতে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম অন্য এক স্থূল তারাকে, এই অরুন্ধতী তারা দেখ, এতদ্রূপ উপদেশ করেন। এতদ্রূপে শিষ্যকে ক্রমে ক্রমে গুরু পরমসূক্ষ্ম অরুন্ধতী তারা প্রদর্শন করান; যেহেতুক হঠাৎ দুর্লক্ষ্য পদার্থের অবধারণ লোকের হওয়া ভার; অল্পে অল্পে করিলেই সূক্ষ্মার্থের স্থিরতর অবধারণ হয়। এই কারণে শাস্ত্রে পুরুষের বুদ্ধ্যনুরোধে অসদর্থকথনও আছে, আপাতদর্শী স্থূলার্থগ্রাহী লোকেরা শাস্ত্রের এই তাৎপর্য্য বোধ না করিয়া সেই অসদর্থ সদর্থ বুঝিয়া মান্তি-

মাত্র লাভ হয়। এই জন্য মহামান্য শাস্ত্রকারগণ বেদশাস্ত্রের অবিরোধী যুক্তি এবং তর্ক এই দুইটীকে সঙ্গে লইয়া শাস্ত্ররূপ মহাসমুদ্র হইতে রত্ন উদ্ধার করিতে আদেশ করিয়াছেন। যথা,—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

মনু ১২। ১১৩ শ্লোকের টীকায়
কুল্লুকভট্টধৃত বৃহস্পতির বচন।

কেবলমাত্র শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবে না; যুক্তিকেও অবলম্বন করা চাই, কারণ যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্ম নষ্ট হয়।

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥

মনু ১২।১০৬।

যিনি বেদ শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা শ্রুতি এবং স্মৃতিতে সত্য অন্বেষণ করেন তিনিই ধর্ম্ম জানিতে পারেন, অন্যে পারে না।

প্রত্যক্ষঞ্চানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমং।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥

মনু ১২।১০৫।

কাদির মতে প্রবৃত্ত হয়। অতএব হে রাজপুত্র, শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থাববোধ ও তদাচরণতৎপরতা ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষদের বহু পুণ্যের ফল।”

প্রবোধচন্দ্রিকা, ৪র্থ স্তবক, ৪র্থ কুসুম।

যাঁহারা বিশুদ্ধ ধর্ম্ম লাভ করিতে ইচ্ছাকরেন তাঁহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ, এবং শাস্ত্র (অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি বিবিধ প্রকার শাস্ত্র) এই তিন প্রকার * প্রমাণেরই সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

ভগবান্ কপিল দেব এইরূপ লিখিয়াছেনঃ—

"বহুশাস্ত্রগুরূপাসনেঽপি সারাদানং ষট্‌পদবৎ ॥"

সাঙ্খ্য দর্শন ৪।১৩ সূত্র।

---

* সাঙ্খ্য দর্শনেও এই তিন প্রকার প্রমাণের কথা লিখিত হইয়াছে। ন্যায়সূত্রপ্রণেতা ভগবান্ গোতম এই তিনটীর অতিরিক্ত আর একটী "উপমান" নামক প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা,—

প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।

ন্যায় ১।১।৩।

অনুমান তিন প্রকার ; "পূর্ব্ববৎ", "শেষবৎ", এবং "সামান্যতো দৃষ্ট"।

যেখানে কারণ দেখিয়া কার্য্য অনুমান করা হয়, তাহার নাম "পূর্ব্ববৎ"। যেমন, মেঘের উন্নতি দেখিয়া বৃষ্টি হইবে এইরূপ অনুমান করা হয়।

যেখানে কার্য্য দেখিয়া কারণ অনুমান করা হয় তাহার নাম "শেষবৎ"। যথা,—নদীর জল ক্রমশঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতেছে এবং স্রোত অত্যন্ত প্রবল হইতেছে দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, দুই এক দিনের মধ্যেই পর্ব্বতাদিতে অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

"সামান্যতো দৃষ্ট"—যেমন ধূম দেখিয়া বহ্নি অনুমান করা হয়, কিম্বা যেমন সূর্য্য অপ্রত্যক্ষ হইলেও তিনি আছেন এবং স্বাভাবিক গতিবিশিষ্ট হইয়া চলিতেছেন ইহা অনুমান করা যায়। ইত্যাদি।

ন্যায় ১।১।৫। সূত্রে বাৎস্যায়ন মুনিকৃত ভাষ্য।

বহু শাস্ত্র এবং গুরূপাসনা করিয়া যে সমস্ত উপদেশ পাইবে ভ্রমরের ন্যায় তাহার মধ্য হইতে কেবল সার ভাগ মাত্র গ্রহণ করিবে।

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে ও এই ভাব অবিকল ব্যক্ত আছে।

সত্য ত্রেতাদি যুগভেদ।

সত্যত্রেতাদি যুগভেদ সম্বন্ধে শাস্ত্রে প্রধানতঃ দুই প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যে মতটী অধিক প্রচলিত সেইটীই প্রথমে লিখিলাম; দ্বিতীয় মতটী শেষে দেখাইব। প্রথম মত এই যে;—

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিশ্চৈব চতুর্য্যুগম্।

বি· পু· ৬।১।৫।

যুগ চতুষ্টয়ের নাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি।

ন তেষু বর্ষতে দেবো ভৌমান্যম্ভাংসি তেষু বৈ।
কৃতত্রেতাদিকা নৈব তেষু স্থানেষু কল্পনা ॥

বি. পু. তৃতীয়াংশ, ২অ. ৫৩।

সে সমুদায় স্থানে বারি বর্ষণ হয় না, কেবল মাত্র ভৌম জলেই যেখানকার প্রজাগণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, সেখানে সত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগের ব্যবস্থা নাই।

চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিশ্চান্যত্র ন কচিৎ ॥

বি. পু. তৃতীয়াংশ। ২অ. ১৯।

হে মহর্ষে! কেবল এই ভারতবর্ষেই সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ আছে, অন্য কোন বর্ষে এরূপ যুগভেদ নাই।

চতুর্যুগসহস্রে তু ব্রহ্মণো দ্বে দ্বিজোত্তম!॥

বি. পু. ৬।১।৪।

চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন হইয়া থাকে।

অর্থাৎ সহস্রবার এইরূপ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির (ঋতু পরিবর্ত্তনের ন্যায়) পরিবর্ত্তন হইয়া গেলে তবে কল্পশেষে প্রলয় হইবে।

চতুর্যুগাণ্যশেষাণি সদৃশানি স্বরূপতঃ।
আদ্যং কৃতযুগং মুক্ত্বা মৈত্রেয়ান্তে তথা কলিম্॥

বি. পু. ৬।১।৬।

হে মৈত্রেয়! কল্পের প্রথমপ্রবৃত্ত সত্যযুগ ও শেষপ্রবৃত্ত কলিযুগ ব্যতীত আর সমুদায় চতুর্যুগ প্রায় এক রূপই হইয়া থাকে।

মগ্নোহথ জাহ্নবীতোয়াদুত্থায়াহ সুতো মম।
ব্যাসঃ সাধুঃ কলিঃ সাধুরিত্যেবং শৃণ্বতাং ততঃ॥

বি. পু. ৬।২।৬।

পরে আমার পুত্র উক্ত বেদব্যাস স্নানানন্তর জাহ্নবীজল হইতে উত্থিত হইয়া মুনিগণকে বলিতে লাগিলেন, কলি যুগই সাধু, কলিযুগই অতি উৎকৃষ্ট।

যৎকৃতে দশভির্বর্ষৈস্ত্রেতায়াং হায়নেন যৎ।
দ্বাপরে যচ্চ মাসেন অহোরাত্রেণ তৎকলৌ॥

সত্যযুগে দশবৎসরে যে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহা ত্রেতাযুগে এক বৎসরে, দ্বাপর যুগে এক মাসে এবং কলিযুগে এক দিবারাত্রেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

যুগভেদ সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রকার মত এই যে, যুগভেদ আপনা হইতে হয় না। রাজার দোষে বা রাজার গুণে সকল সময়েই উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট যুগ সকল প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। দেশের রাজা যখন যে প্রকার আচার, ব্যবহার, নীতি, চরিত্র ও ধর্ম্মভাব সম্পন্ন হন তখন সেই প্রকার যুগই দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে; সুতরাং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি প্রভৃতি যুগ সকল যে পর্য্যায় ক্রমে নির্দ্দিষ্ট কাল স্থায়িরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে তাহা নহে।

যথা, পাণ্ডবজননী কুন্তি এক সময় শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন;—

কালো বা কারণং রাজ্ঞো রাজা বা কালকারণং।
ইতি তে সংশয়ো মাভূদ্রাজা কালস্য কারণং॥

ম. ভা. উদেযাগপর্ব্ব, ভগবদযান পর্ব্বাধ্যায় ১৩২।১৬।

হে কৃষ্ণ! কাল বশতঃ ভাল মন্দ রাজার উৎপত্তি হয়, অথবা রাজা হইতেই বিশেষ বিশেষ কালের সৃষ্টি হইয়া থাকে, এরূপ সন্দেহ তুমি করিও না। একমাত্র রাজাই ভাল মন্দ কালের কারণ ইহা নিশ্চয় জানিও।

রাজা কৃতযুগস্রষ্টা ত্রেতায়াঃ দ্বাপরস্য চ।
যুগস্য চ চতুর্থস্য রাজা ভবতি কারণং॥

ম. ভা. উদেযাগপর্ব্ব, ভগবদযান পর্ব্বাধ্যায় ১৩২।১৭।

রাজাই সত্য যুগের স্রষ্টা, রাজাই ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের প্রবর্ত্তক এবং রাজাই কলিযুগের কারণ।

কৃতস্য করণাদ্রাজা স্বর্গমত্যন্তমশ্নুতে।
ত্রেতায়াঃ করণাদ্রাজা স্বর্গং নাত্যন্তমশ্নুতে॥

প্রবর্ত্তনাৎ দ্বাপরস্য যথাভাগমুপাশ্নুতে।
কলেঃ প্রবর্ত্তনাদ্রাজা পাপমত্যন্তমশ্নুতে॥
ততো বসতি দুষ্কর্মা নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ।

মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ভগবদ্যান
পর্ব্বাধ্যায় ১৩২।১৮—২০।

যে রাজা তাঁহার রাজ্যে সত্য যুগ প্রবর্ত্তিত করেন, তিনি দীর্ঘকাল স্বর্গ সুখ ভোগ করেন, যিনি ত্রেতাযুগ প্রবর্ত্তিত করেন, তিনি অপেক্ষাকৃত অল্পকাল স্বর্গসুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন।

যে রাজা দ্বাপর যুগের প্রবর্ত্তক হন, তাঁহারও কিছুদিন স্বর্গ সুখ ঘটে, কিন্তু যিনি কলিযুগের সৃষ্টি করেন, তাঁহাকে অত্যন্ত পাপগ্রস্ত হইতে হয়, এবং তাঁহার নরকবাসের সীমা থাকে না।

যোগবাশিষ্ঠের নির্ব্বাণ প্রকরণে লিখিত আছে, যখন বশিষ্ঠদেব "ভুষণ্ডী" নামক প্রসিদ্ধ দীর্ঘজীবী কাকের নিকট যাইয়া তাহাকে পৃথিবীর অতীত ইতিহাস জিজ্ঞাসা করেন, তখন সেই প্রাচীনতম বায়স তাঁহাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, "আমি সত্য যুগের মধ্যেও অনেক সময় কলিযুগের আচরণ দেখিয়াছি এবং কলিযুগের ভিতরেও অনেক সময় সত্য যুগের আচার ব্যবহার নিরীক্ষণ করিয়াছি।" ইত্যাদি।

যোগবাশিষ্ঠের উপশম প্রকরণেও এইরূপ লিখিত আছে যে, রাজাই সদাচার অসদাচার প্রভৃতির একমাত্র কারণ; যথা,—

সর্ব্ব এবাভবন্ ভব্যা রাজা হ্যাচারকারণং।

যো. বা. উপ. প্রকরণ।

এবং ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে লিখিয়াছেন যে, হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর পর বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের অধিকার কালে (তাঁহার দেখা দেখি) সমস্ত দৈত্যগণই আসুরিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া পরম বৈষ্ণব হইয়াছিল।

ভগবান্ শিব তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে একস্থানে লিখিয়াছেন,—

ক্ক যমঃ ক্ক তপো বিষ্ণুঃ ক্ক কলিঃ কর্ম্মহিংসকঃ।
সর্ব্বঞ্চ মানসং ক্লেশং সদা সত্যং বিভাবয়েৎ॥

মুণ্ডমালা তন্ত্র ১ম পটল।

যম, বিষ্ণু, আহুতি দান, তপস্যা, কলিযুগ, সত্যযুগ এ সকল কিছুই সত্য নয়, কেবল মনের পীড়াদায়ক মাত্র। অতএব ওসকল মিথ্যা চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা কেবল এক সত্য বস্তুরই ভাবনা কর।

এই যুগভেদ উপলক্ষে মনুষ্যদিগের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধেও অনেক প্রকার মত শাস্ত্রের মধ্যে বর্ণিত আছে। সাধারণতঃ শতবৎসর পরমায়ুরই উল্লেখ শাস্ত্রে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্জিকাকারগণ এসম্বন্ধে যেরূপ লিখেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাঁহারা বলেন সত্যযুগে মনুষ্যমাত্রেরই লক্ষবৎসর পরমায়ু ছিল। ত্রেতাযুগে সকলেরই দশ হাজার বৎসর, দ্বাপরে সহস্র বৎসর, এবং কলিতে শত বৎসর পরমায়ু। ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন সত্যযুগে মনুষ্যদিগের পরমায়ুসঙ্খ্যা চারিশত বৎসর ছিল, পরে প্রত্যেক যুগে আয়ুসংখ্যা একশত বৎসর করিয়া হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। যথা,—

অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ॥

মনু ১।৮৩।

সত্যযুগে সকলে রোগশূন্য ছিল, যে যাহা কামনা করিত সমুদয় সম্পন্ন হইত, সকলের চারিশত বৎসর পরমায়ু ছিল; পরে ত্রেতাদি যুগত্রয়ে একশত বৎসর করিয়া সকলের পরমায়ুর হ্রাস হইতে লাগিল। (অর্থাৎ ত্রেতায় তিন শত বৎসর, দ্বাপরে দুই শত বৎসর এবং কলিতে এক শত বৎসর পরমায়ু)।

কিন্তু রামায়ণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে সগররাজা ত্রিশ হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। *। তৎপরে অংশুমান্ রাজা হইয়া বত্রিশ হাজার বৎসর জীবিত ছিলেন †। তৎপরে দিলীপও ত্রিশ হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন ‡। আবার দেখিতে পাওয়া

* বাল্মীকি রামায়ণ, বালকাণ্ড ৪১।২৬।

† বা. রা. বালকাণ্ড ৪২।৪।

‡ বা. রা. ঐ ৪২।৮।

যায়, রাজা দশরথ বিশ্বামিত্রকে বলিতেছেন ;—"দেখুন, আমার ষাট হাজার বৎসর বয়স হইয়াছে এই বয়সে অতি ক্লেশে আমি রামকে পাইয়াছি, আপনি সেই রামকে লইয়া যাইবেন না *।" ইত্যাদি।

ভগবান্ কুল্লুকভট্ট, মনুসংহিতা হইতে উদ্ধৃত ঐ শ্লোকটীর টীকায় মনুষ্যের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধীয় উপরের লিখিত বিভিন্ন প্রকার মতভেদ সমূহের এইরূপে মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে, রামায়ণাদিতে যে ত্রিশ বা বত্রিশ হাজার বৎসর পরমায়ুর উল্লেখ আছে তাহা মনুষ্যমাত্রেরই পক্ষে যে সে সময়ে স্বাভাবিক ছিল তাহা নহে। ব্যক্তি বিশেষে অধিক আয়ুষ্কর ক্রিয়াবিশেষের ফলে ওরূপ দীর্ঘজীবী হইতেন মাত্র। আর শতবৎসর আয়ুর কথা যে সর্ব্বত্র লিখিত আছে তাহার অর্থ যে ঠিক্ একশত বৎসর তাহা নহে; শতশব্দ সে সকল স্থলে বহুত্বপর, অথবা কলিপর মাত্র বুঝিতে হইবে। ভগবান্ কুল্লুকভট্টের মতে মনুসংহিতায় চারিশত, তিনশত, দুইশত, এবং একশত, ভেদে চারিযুগে যে মনুষ্যের চারিপ্রকার আয়ুষ্কাল নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাই ঠিক্। বস্তুতঃ ভগবান্ কুল্লুকভট্ট যেরূপ মীমাংসা করিয়াছেন তাহাই যে ঠিক্ এরূপ আমরা বিবেচনা করিতে পারি না। কারণ কেবল মাত্র শত বৎসরের উল্লেখ সকল স্থানে থাকিলে ঐরূপই বহুপর বা কলিপর বুঝিতে পারা যাইত; কিন্তু সকল স্থানে সে প্রকার নাই, স্থানে স্থানে স্পষ্ট একশত বুঝায় এরূপ শ্লোকও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, ছান্দোগ্য উপনিষদের এক স্থানে এইরূপ লিখিত আছে ;—

এতদ্ধর্ম্ম বৈ তদ্বিদ্বানাহ মহিদাস ঐতরেয়ঃ স কিং ম এতদুপতপসি যোঽহমনেন ন প্রেষ্যামীতি সহ ষোড়শং বর্ষশতমজীবৎ প্রহষোড়শং বর্ষশতং জীবতি য এবং বেদ।

ছা. উ. ৩।১৬।৭।

* বা. রা. ঐ ২০ সর্গ।

এই প্রকার যজ্ঞজ্ঞানসম্পন্ন মহিদাস ঐতরেয় বলিয়াছিলেন যে, হে রোগ! তুমি কেন আমায় বৃথা উপতাপ প্রদানকর। আমি তোমার এই উপতাপেতে মরিব না। তিনি একশত ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন এবং যিনি এই প্রকার জানেন তিনি একশত ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করেন।

অতএব যখন বেদেতে এরূপ একশত ষোড়শ বৎসর ধরিয়া লিখিতেছেন তখন ইহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

পুরাণাদিতেও যে এ ভাবের শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা নহে। প্রহ্লাদও একস্থানে তাঁহার ভ্রাতাগণকে মনুষ্যের জীবন কালের অল্পতা বুঝাইবার জন্য এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

স্বর্গ ও নরক।

আমাদিগের শাস্ত্রে স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে অনেক প্রকারের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক প্রকার পাপে এক এক প্রকার নরকে গমন হয়, এক এক প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল এক এক প্রকার স্বর্গে যাইয়া সম্ভোগ করিতে হয়, ইত্যাদি প্রকার বর্ণনা শাস্ত্রে অনেক আছে; কিন্তু আবার এপ্রকার মতও অনেক দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বর্গ ও নরক কোন স্থানবিশেষে আবদ্ধ নাই, উহা কেবল আমাদিগের মানসিক অবস্থার তারতম্য মাত্র।

যাঁহারা অহর্নিশ পরমেশ্বরের সঙ্গে থাকিয়া পরমেশ্বরের আনন্দ উপভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে স্বর্গাদি দেবলোক সকলকেও শাস্ত্রে নরক রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা,—

জপকার্য্যে কি কি প্রকার দোষ বা ত্রুটী হইলে জাপকেরা নরকে গমন করেন, সেই বিষয়টী ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন, জাপকেরা যে শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত

হইয়াও সামান্য দোষ বা দুর্ব্বলতা বশতঃ নরকে গমন করেন, সে নরক কিরূপ? তাহাতে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট স্বর্গাদি দেবলোকের বর্ণনা করেন। যুধিষ্ঠির স্বর্গাদি দেবতাস্থান সকলকে নরকরূপে কহিতে শুনিয়া ভীষ্মকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীষ্ম কহিলেন পরমাত্মার স্থান হইতে উক্ত স্বর্গাদি লোক সকল অনেক অংশে নিকৃষ্ট এইজন্য জাপকদিগের সম্বন্ধে ঐ সকল স্থানকে নরকরূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। যথা,—

কীদৃশং নরকং যাতি জাপকো বর্ণয়স্ব মে।
কৌতুহলং হি মে রাজংস্তদ্ভবান্ বক্তুমর্হসি॥

ম. ভা. মো. ধ. ২৫।১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জাপকেরা কিরূপ নরকে গমন করেন তাহা শুনিতে আমার নিতান্ত কৌতুহল উপস্থিত হইতেছে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

কৌতূহলের কারণ টীকাকার লিখিয়াছেন,—

কৌতূহলং, শুভকর্ত্তুরপি অশুভনিরয়প্রাপ্তিরিত্যাশ্চর্য্যং।

জপরূপ শুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত লোকদিগের অশুভ নরক প্রাপ্তি হয় এই কৌতূহল।

ভীষ্ম কহিলেন,—

দিব্যানি কামরূপাণি বিমানানি সভাস্তথা।
আক্রীড়া বিবিধা রাজন্ পদ্মিন্যশ্চৈব কাঞ্চনাঃ॥
চতুর্ণাং লোকপালানাং শুক্রস্যাথ বৃহস্পতেঃ।
মরুতং বিশ্বদেবানাং সাধ্যানামশ্বিনোরপি॥
রুদ্রাদিত্যবসূনাঞ্চ তথান্যেষাং দিবৌকসাং।
এতে বৈ নিরয়াস্তাত স্থানস্য পরমাত্মনঃ॥

ম. ভা. মো. ধ. ২৫।৪—৬।

লোকপাল চতুষ্টয়, শুক্র, বৃহস্পতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎ, বিশ্বদেব, সাধ্যগণ, রুদ্র, আদিত্য, বসুসকল এবং অন্যান্য দেবতাগণের যে সমুদায় দিব্য কামরূপ বিমান্, সভা, বিবিধ ক্রীড়াকানন, এবং কাঞ্চনময় কমল সুশোভিত সরোবর প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু আছে, তৎসমুদায়ই নরকরূপে উল্লিখিত হইয়াছে কারণ পরমাত্মার স্থান হইতে ঐ সকল বস্তু অনেকাংশে নিকৃষ্ট।

এতে বৈ নিরয়াঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বএব যথাক্রমম্।
তস্য স্থানবরস্যেহ সর্ব্বে নিরয়সংজ্ঞিতাঃ॥

ম. ভা. মো. ধ. ২৫। ১১।

ঐ সমুদায় স্থান ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি অপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়াই নিরয়পদ বাচ্য হইয়া থাকে।

বিষ্ণুসংস্মরণাৎ ক্ষীণঃ সমস্তক্লেশসঞ্চয়ঃ।
মুক্তিং প্রয়াতি স্বর্গাপ্তিস্তস্য বিঘ্নোঽনুমীয়তে॥

বি. পু. ২। ৬। ৩৮।

বিষ্ণু অর্থাৎ পরমেশ্বরকে ভক্তিভাবে হৃদয়ে স্মরণ করিলে মনুষ্যগণ সমস্ত ক্লেশ এবং ক্লেশমূলক রাগাদি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে এবং মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। সে অবস্থায় স্বর্গ প্রাপ্তি কেবল বিঘ্নরূপে অনুমিত হইয়া থাকে। (সুতরাং সে স্বর্গও তখন সাধকের পক্ষে নরকের রূপান্তর মাত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে)।

তস্মাদ্ দুঃখাত্মকং নাস্তি ন চ কিঞ্চিৎ সুখাত্মকম্।
মনসঃ পরিণামোঽয়ং সুখদুঃখাদিলক্ষণঃ॥

বি. পু. ২। ৬। ৪৫।

অতএব স্বর্গ বা নরক কোন বস্তুই দুঃখাত্মক বা সুখাত্মক বলিয়া পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট নাই। সুখ বা দুঃখ কেবল অন্তঃকরণের পরিণাম মাত্র।

যস্মেকমেব দুঃখায় সুখায়েৰ্ষ্যোদ্ভবায় চ।
কোপায় চ যতস্তস্মাদ্ বস্তু বস্ত্বাত্মকং কুতঃ ॥
বি. পু. ২।৬।৪৩।

যখন একমাত্র বস্তুই মনের অবস্থা অনুসারে কখনও দুঃখের কারণ, কখনও সুখের কারণ, কখনও ঈর্ষ্যোৎপাদক, কখনও ক্রোধোদ্দীপক হইয়া থাকে, তখন সুখ বা দুঃখ যে কোন বস্তুবিশেষে নিহিত আছে, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
নরকস্বর্গসংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তম ॥
বি. পু. ২।৬।৪২।

হে দ্বিজোত্তম! যাহা কিছু মনের প্রীতিকর, তাহাই স্বর্গ এবং যাহা তাহার বিপরীত, তাহাই নরক। অতএব স্বর্গ ও নরক কোন স্থানবিশেষে বা বস্তুবিশেষে বদ্ধ নহে, পুণ্য ও পাপের নামান্তরই স্বর্গ ও নরক।

শাস্ত্রবর্ণিত স্বর্গ ও নরকাদি বৃত্তান্ত সমস্তই যে মিথ্যা এবং কল্পিত, তাহা এই শ্লোকের টীকায় ভগবান্ শ্রীধরস্বামী নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা,—

ইদানীং বিদুষামেব যোগ্যং ব্রহ্মজ্ঞানাত্মকং সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তমুররী-কৃত্য পূর্ব্বোক্তস্য স্বর্গনরকতৎসাধনাদিসর্ব্বপ্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বমাহ, মনঃ-প্রীতীতি সার্দ্ধৈঃ পঞ্চভিঃ। তদ্বিপর্য্যয়ঃ মনোদুঃখকরঃ। অতঃ স্বপ্নগতমনঃপ্রীতিদুঃখকরবস্তুবৎ স্বর্গনরকৌ মিথ্যৈবেতি ভাবঃ। মিথ্যাভূতনরকস্বর্গহেতুত্বাৎ পাপপুণ্যে অপি মিথ্যৈব ইত্যাশয়েনাহ, নরকেতি। আয়ুর্ঘৃতমিতি সাধনে সাধ্যবদুপচারাৎ পাপপুণ্যএব নরকস্বর্গসংজ্ঞে ইত্যুক্তম্। ৪২।

পাপাচরণ করিলে মনুষ্য মৃত্যুর পরে যে নরক নামক বিশেষ কোন একটি যন্ত্রণাপূর্ণ স্থানে গমন করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিবে, এবং পুণ্যানুষ্ঠান করিলেও যে সেইরূপ স্বর্গ নামক কোন একটি নির্দ্দিষ্ট

স্থানে গিয়া সুখভোগ করিবে, তাহা নহে। স্বর্গ ও নরক নামক কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। ও সকল শাস্ত্রকারদিগের কল্পনা-মাত্র। শাস্ত্রকারদিগের ওপ্রকার কল্পনা করিবার উদ্দেশ্যও ছিল। সে উদ্দেশ্য অজ্ঞান ব্যক্তিগণকে নরকের ভয় এবং স্বর্গের লোভ দেখাইয়া সৎপথে রক্ষা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করা মাত্র।

তাই বলিয়া যেন কেহ এরূপ বিবেচনা না করেন যে, অনুষ্ঠিত পাপ-পুণ্যের ফলাফল কাহাকেও ভোগ করিতে হইবে না। বস্তুতঃ স্বর্গ নরক নামে কোন পৃথক্ স্থান না থাকিলেও পাপ পুণ্যের ফল সকলকেই ভোগ করিতে হইবে।

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পাপাচরণ করে, এবং সর্ব্বদা পাপ সংসর্গে থাকিয়া পাপচিন্তা ও পাপচর্য্যায় জীবন অতিবাহিত করে, তাহার পক্ষে এই পৃথিবীই নরকস্বরূপ, তাহার নিজ জীবই সর্ব্বদা চতুর্দ্দিকে নরকের গন্ধ বিস্তার করিয়া থাকে। তাহার হৃদয়েই অশান্তিরূপ ঘোর নরকাগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে। সে নিজে যদিও অচৈতন্য থাকায় অনেক সময় আপনাকে নরকস্থ বা পশুভাবগ্রস্ত বলিয়া বুঝিতে পারে না, তথাচ জ্ঞানী সাধু মহাত্মারা স্পষ্ট দেখিতে পান যে, সে সর্ব্বদাই নরকের মধ্যে বসতি করিতেছে, নরকের অপবিত্র অস্বাস্থ্যকর বায়ু তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত বহিতেছে, সে স্বর্গের অধিকারী, অমৃতের অধিকারী হইয়া ও নরকের জীব হইয়া রহিয়াছে, এবং দেবভাব বা মনুষ্যভাবের পরিবর্ত্তে পশুভাব ও পিশাচভাবের সেবা-তেই জীবন ক্ষয় করিতেছে। যাহা হউক, সময়ে সময়ে তাহারও যে চৈতন্যের উদয় হয় না, তাহা নহে; সে অনেক সময় আপনার অবস্থা বুঝিতে পারে, এবং হয়ত একেবারেই সংশোধিত হইয়া যায়।

অন্যত্র একস্থানে এই ভাবটী বর্ণিত হইয়াছে; যথা,—

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি।
সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি।
পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন॥

যে মনুষ্য যেমন কর্ম্ম করে বা যেমন আচরণ করে, তাহার সেইরূপ গতি হয়; যিনি সাধুকর্ম্ম করেন, তিনি সাধু হন, অর্থাৎ ক্রমশঃ সাধুপথের দিকে তাঁহার গতি হয়; আর যে পাপকর্ম্ম করে, সে পাপী হয়, অর্থাৎ তাহার দেবভাব সকল ম্লানভাব ধারণ করে, তাহার পশুবৃত্তি সমস্ত উত্তেজিত হইয়া তাহাকে ক্রমে অধিকতর পাপে নিমগ্ন করে, এবং মনুষ্যত্বের পরিবর্ত্তে তাহাকে পশুত্বে লইয়া যায়; সে তখন পশুদিগের সহিত সমভাব ধারণ করে। পুণ্যকর্ম্মের ফলে আত্মা পবিত্র হয়, পাপকর্ম্মের ফলে আত্মা পাপময় হইয়া উঠে। *।

ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ১৯শ অধ্যায়ের ৪২শ ও ৪৩শ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে এইরূপ লিখিত আছে; যথা,—

"স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ"।

ভা. ১১। ১৯। ৪২।

"নরক স্তম উন্নাহো"।

ভা. ১১। ১৯। ৪৩।

সত্ত্ব গুণের উদয় হওয়াই স্বর্গ এবং তমোগুণ প্রবল হওয়ার নামই নরক।

ভগবান্ শ্রীধরস্বামী উক্ত শ্লোকদ্বয়ের টীকাতে এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—

সত্ত্বগুণস্যোদয়ঃ উদ্রেকঃ স্বর্গঃ নেন্দ্রাদিলোকঃ ॥ ৪২ ॥

তমস উন্নাহ উদ্রেকঃ স নরকঃ ন তামিস্রাদিঃ ॥ ৪৩ ॥

---

* অধ্যাপক নিউম্যান লিখিয়াছেন,—

"Every baser passion, when victorious over a nobler, degrades whole soul, and weakens every nobler passion. Hence the nobler passions are in natural alliance, and so in some sense are the baser: and these are in conflict with those until virtue is perfected."

Theism. p. 109.

সত্ত্বগুণের উদ্রেক হওয়াই প্রকৃত স্বর্গ; ইন্দ্রাদি লোক স্বর্গ নহে। তমোগুণের উদ্রেক হওয়াই প্রকৃত নরক; তামিস্র, অন্ধতামিস্র প্রভৃতি লোক সকল নরক নহে।

শাস্ত্রবিশেষে যদিও স্বর্গের বর্ণনা আছে, তথাচ তাহা যে নিত্য-কালের জন্য নহে, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য মাত্র মনুষ্যেরা তাহা সম্ভোগ করিতে পায়, ইহাও সর্ব্বত্র এক বাক্যে লিখিত হইয়াছে। চির-দিনের জন্য স্বর্গে বাস কাহারও হইবে না, কিছু দিন স্বর্গভোগ করিয়া আবার এই মনুষ্য লোকে, অথবা ইহা অপেক্ষা হীনতর লোকে আসিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে *। যে পর্য্যন্ত না মুক্তি হইবে, সে পর্য্যন্ত কাহারও এইরূপ জন্মমরণ ও স্বর্গনরকাদি-রূপ সুখদুঃখের নিবৃত্তি হইবে না।

একারণ শাস্ত্রে জ্ঞানবান্ লোকদিগের পক্ষে স্বর্গকামনা নিষিদ্ধ। জ্ঞানী ব্যক্তিরা কেবল মুক্তি লাভের জন্য ইচ্ছা † করেন, ইহাই শাস্ত্রকারদিগের ইচ্ছা ও উপদেশ।

---

* বেদে এইরূপ লিখিত আছে; যথা,—

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেন ভূত্বেমং লোকং হীনতরঞ্চাবিশন্তি॥

মু. উ. ১।২।১০।

অজ্ঞান কর্ম্মকাণ্ডনিরত ব্যক্তিগণ ইষ্টাপূর্ত্ত (যাগ যজ্ঞাদির নাম ইষ্ট, এবং পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, সেতুনির্ম্মাণ প্রভৃতির নাম পূর্ত্ত) কর্ম্ম সকল-কেই বরিষ্ঠ বলিয়া মানে, এবং অজ্ঞানতাবশতঃ অন্য শ্রেয়ঃ আর দেখিতে পায় না; তাহারা কর্ম্মফল ভোগের জন্য স্বর্গপৃষ্ঠে গমন করিয়া পশ্চাৎ এই লোক বা ইহা অপেক্ষাও হীনতর লোকে গমন করে।

† শাস্ত্রে যদিও জ্ঞানবানের পক্ষে সকলপ্রকার ইচ্ছা বা কামনা নিষিদ্ধ, তথাচ মুক্তি, অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য যে কামনা, তাহা নিষিদ্ধ নহে। অধিক কি উহাদ্বারা জীবগণ বদ্ধতা প্রাপ্ত না হইয়া মুক্ত

আরও পণ্ডিতগণ স্বর্গসুখ বা বিষয়সুখকে প্রকৃত সুখের মধ্যেই গণ্য করেন নাই। অধিক কি, ইন্দ্রত্বভোগসম্বন্ধেও তাঁহারা এইরূপ লিখিয়াছেন যে, শূকরাদি নিকৃষ্ট পশুগণ তাহাদের সেই পশু-জীবনে সচরাচর যে সুখ ভোগ করে, স্বর্গের প্রধান দেবতা ইন্দ্র তাঁহার ইন্দ্রত্ব ভোগ করিয়াও তদপেক্ষা অধিক সুখ কিছুই প্রাপ্ত হন না। যথা, পরম বিবেকী কবিবর শিহ্লন মিশ্র লিখিয়াছেন ;—

ইন্দ্রস্যাশুচিশূকরস্য চ সুখে দুঃখে চ নাস্ত্যন্তরং
স্বেচ্ছাকল্পনয়া তয়োঃ খলু সুধা বিষ্ঠা চ কাম্যাশনং।
রম্ভা চাশুচিশূকরী চ পরমপ্রেমাস্পদং মৃত্যুতঃ
সংত্রাসোঽপি সমঃ স্বকর্ম্মগতিভিশ্চান্যোন্যভাবঃ সমঃ॥

শা. শ. ৩৭ শ্লোক।

দেবরাজ ইন্দ্র এবং অশুচি শূকর, এতদুভয়ের মধ্যে সুখ দুঃখ ভোগ বিষয়ে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। তাহাদের ইচ্ছা এবং কল্পনা অনুসারে বিষ্ঠা এবং অমৃত উভয়ই উভয়ের কাম্য আহার। ইন্দ্র রম্ভাসম্ভোগে যেরূপ আনন্দ অনুভব করেন, শূকর শূকরীসম্ভোগেও সেইরূপ সুখ বা আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। উভয়ের মৃত্যুভয়ও সমান। অতএব স্বস্বকর্ম্মফলনিবন্ধন ইহাদের পরস্পরের সুখদুঃখাদি যে কিছু ভাব, তাহা উভয়েরই সমান। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের এক স্থানে এই ভাব অবিকল প্রকাশিত আছে।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিয়াছিলেন ;—

সর্ব্বত্র পঞ্চভূতানি ষষ্ঠং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
পাতালে ভূতলে স্বর্গে রতিমেতি কুধীরধীঃ॥

যো. বা. স্থিতিপ্রকরণ।

ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই জন্য শাস্ত্রকারেরা উক্ত কামনাকে প্রকৃত কামনা শব্দে উল্লেখ করেন নাই। যথা,—

"অকামো বিষ্ণুকামো বা।" ইত্যাদি।

পাতালে ভূতলে বা স্বর্গে সর্ব্বত্রই এই পঞ্চভূত মাত্র আছে, ষষ্ঠ কোথাও নাই; অতএব এপ্রকার স্বর্গাদিকে উত্তম বস্তু কল্পনা করিয়া যে ব্যক্তি তাহাতে রতি বা লালসা করে, সে কুবুদ্ধি। *

মুক্তিলাভের কয়টী পথ আছে?

পূর্ব্বে সমুদ্রে যঃ পন্থা ন স গচ্ছতি পশ্চিমং।
একঃ পন্থা হি মোক্ষস্য তন্মে বিস্তরতঃ শৃণু॥

ম. ভা. মো. ধ. ৯১।৪।—

পূর্ব্ব সমুদ্রে যাইবার যে পথ আছে, তাহাদ্বারা যেমন পশ্চিম সমুদ্রে যাওয়া যায় না, সেইরূপ মোক্ষ ধামে যাইবারও যে একটী মাত্র পথ আছে, তাহাব্যতীত অন্য পথে যাইলে মুক্তিলাভ হয় না। ইহা আমি তোমার নিকট বিস্তারিতরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

---

* সুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবি খাজা হাফেজ বলিয়াছিলেন,—

"উপদেশক! তুমি আর কত দিন উদ্যানের ফল ও দুগ্ধসরোবরের প্রলোভনে শিশুর ন্যায় আমাকে ভুলাইতে চাহিবে?"

সুপ্রসিদ্ধ খাজা হাফেজের প্রবচনাবলী—"দেওয়ান হাফেজ" নামক মূল পারস্য গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত।

তিনিআর এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"হাফেজ! যদি তোমার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ থাকে, তুমি নরকের যন্ত্রণা ও স্বর্গের আনন্দ হইতে দূরে থাক।"

খাজা হাফেজের প্রবচনাবলী "দেওয়ান হাফেজ" নামক মূল পারস্য গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত।

একোহংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

শ্বেতাশ্বতর ৬।১৫ শ্রুতি।

এই ত্রিভুবনের মধ্যে পরমেশ্বরই এক মাত্র হংস *, অর্থাৎ বন্ধন-মোচনকর্ত্তা; এই পরমেশ্বরই মনুষ্যগণের অজ্ঞান ও পাপাদির দাহক অগ্নিস্বরূপ, তিনি স্বচ্ছ জলের ন্যায় মনুষ্যগণের নির্ম্মল অন্তঃকরণে অবস্থিত থাকেন। তাঁহাকে জানিতে পারিলেই মনুষ্য মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তদ্ব্যতীত মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার (অর্থাৎ মুক্তি লাভের) আর দ্বিতীয় পথ নাই।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং †
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

শ্বেতাশ্বতর ৩।৮ শ্রুতি।

---

* হংস শব্দের অর্থ ভগবান্ শঙ্করস্বামী এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—"একঃ পরমাত্মা হন্ত্যবিদ্যাদি বন্ধকারণমিতি হংসঃ"।

† বেদাহমেতমজরং পুরাণং
সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য
ব্রহ্মবাদিনোঽভিবদন্তি নিত্যম্ ॥

শ্বেতাশ্বতর ৩।২১ শ্রুতি।

আমি সেই তিমিরাতীত অর্থাৎ অজ্ঞানাতীত জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ পুরুষকে জানিয়াছি। তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। তাঁহাকে জানাভিন্ন মুক্তি অর্থাৎ পরম পদ প্রাপ্তির আর পথ নাই।

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি
অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি॥

শ্বেতাশ্বতর ৩। ১০ শ্রুতি।

যিনি এই জগতের কার্য্য কারণ শৃঙ্খলার অতীত, অর্থাৎ যিনি সকল কারণের মূল কারণ স্বরূপ, যিনি অরূপ এবং অবিকারী; তাঁহাকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন এবং অন্য সকল লোক (যাঁহারা তাঁহাকে জানিতে না পারেন, তাঁহারা) বিবিধ দুঃখে পতিত থাকেন।

যোবা এতদক্ষরং গার্গ্য-
বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।
অথ য এতদক্ষরং গার্গি
বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥

বৃহদারণ্যক ৩।৯।১০ শ্রুতি।

হে গার্গি! যিনি এই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া এলোক হইতে অবসৃত হন, তিনি অতি কৃপাপাত্র দীন, আর যিনি সেই অবিনাশী পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হইয়া এলোক হইতে অবসৃত হন, তিনি ব্রাহ্মণ।

অজ্ঞানসর্পদষ্টস্য ব্রহ্মজ্ঞানৌষধং বিনা।
কিমু বেদৈশ্চ শাস্ত্রৈশ্চ কিমু মন্ত্রৈঃ কিমৌষধৈঃ॥

বি. চু. ৬৩।

ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ঔষধ ব্যতিরেকে অজ্ঞানসর্পদষ্ট ব্যক্তিগণের বেদাদি শাস্ত্রে, মন্ত্রে বা ঔষধে কি হইবে? অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন কিছু-তেই কিছু হইবে না।

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন,—

আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চেন্নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিং॥

প্রাণতোষিণীধৃত তন্ত্রবচন।

আহার সংকোচ করিয়া ক্লেশ স্বীকারই করুন, অথবা ইচ্ছামত আহারাদি করিয়া স্থূলকায় পুরুষই হউন, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন না।

ব্রহ্মজ্ঞানাদৃতে দেবি কর্ম্মসংন্যাসনং বিনা।
কুর্ব্বন্ কল্পশতং কর্ম্ম ন ভবেন্মুক্তিভাগ্ জনঃ॥

ম. নি. ত. ৮। ২৮৭।

হে দেবি! মনুষ্যগণ যদি ক্রিয়া-বিহীন এবং ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন না হয়, তবে শত কল্প পর্য্যন্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও তাহারা কখনও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না।

অপরোক্ষং চিদানন্দং পূর্ণং ত্যক্ত্বা ভ্রমাকুলং।
পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চ কৃত্বা মূঢ়া ভ্রমন্তি বৈ॥

শি. সং. ১৭৫।

প্রত্যক্ষ স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া মূঢ় লোক সকল বৃথা কেবল প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ ইত্যাদি বাক্য লইয়া বাদানুবাদ করিয়া বেড়ায় *।

---

* আদিতঃ প্রত্নস্য রেতসঃ। উদ্বয়ন্তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি।

ছা. উ. ৩। ১৭। ৭

তপোদানং জপস্তীর্থং নাত্যন্তং দুঃখশান্তয়ে।
তত্ত্বাবদ্দুঃখশাস্ত্যর্থং জ্ঞানং প্রকটয়াম্যহম্‌॥

যো. বা. মু. ব. প্রকরণ।

ব্রহ্মা কহিলেন, তপস্যা, দান, জপ বা তীর্থ ইহারা আত্যন্তিক দুঃখ শান্তির অর্থাৎ মুক্তিলাভের উপায় নহে। দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ অর্থাৎ মুক্তি কেবল জ্ঞানের দ্বারা সাধিত হয়। সেই জন্য আমি জ্ঞান পথ প্রকাশ করিয়াছি।

ত্রয়োধর্ম্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথম স্তপ-এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলে বাসী তৃতীয়োঽত্যন্ত-মাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদনং সর্ব্বত্র তে পুণ্যলোকা ভবন্তি ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি।

ছা. উ. ২।২৩।১।

ধর্ম্মের তিনটী বিভাগ। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, ইহারা প্রথম বিভাগ। তপ দ্বিতীয় বিভাগ। এবং ব্রহ্মচারী হইয়া আচার্য্যকুলে বাস ও চিরজীবন আচার্য্যকুলে বাস করিয়া জীবন ক্ষয় করা তৃতীয় বিভাগ। এই প্রকার ধর্ম্মাচারী সকলের পুণ্যলোক লাভ হয়। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মসংস্থ হন, তাঁহাদের অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ মুক্তিলাভ ঘটে।১।

তমেব বিদ্বানত্যেতি মৃত্যুং পন্থা ন চেতরঃ।
জ্ঞাত্বা দেবং পাশহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্ন জন্মভাক্‌॥

প. দ. যোগানন্দ.৮।

যে বীজভূত পুরাতন অবিনাশী ব্রহ্মের উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ অজ্ঞান অন্ধকারের পরপারে আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া, দেবতাদিগকে অতিক্রম করিয়া, সকল দেবতা হইতে জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া সকলের উপরে অথচ সকলের সহিত আমাদের হৃদয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি।

তাঁহাকে জানিয়াই লোকে মৃত্যুর পথ হইতে রক্ষা পায় অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে, মুক্তিলাভের অন্য পথ আর নাই। সেই দেবকে জানিলেই সংসারবন্ধন শিথিল হয়, ক্লেশের হ্রাস হয়, এবং পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হয়।

অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা।
ভ্রান্তা এবাখিলাস্তেষাং ক্ব মুক্তিঃ কেহ বা সুখং॥

পং দং চিত্রদীপ. ২১৭।

যে পর্য্যন্ত মনুষ্যগণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে না পারে, সে পর্য্যন্ত তাহারা সকলেই ভ্রান্তরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। সে অবস্থায় তাহাদিগের মুক্তিই বা কোথায়, আর সুখই বা কোথায়?

উত্তমাধমভাবশ্চেত্তেষাং স্যাদস্তু তেন কিং।
স্বপ্নস্থরাজ্যভিক্ষাভ্যাং ন বুদ্ধঃ স্পৃশ্যতে খলু॥
তস্মান্মুমুক্ষুভির্নৈব মতির্জীবেশবাদয়োঃ।
কার্য্যা কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বং বিচার্য্য বুধ্যতাঞ্চ তৎ॥

পং দং চিত্রদীপ. ২১৮—২১৯।

যদিও ব্রহ্মবিদ্যা-বিহীন ব্যক্তিদিগের মধ্যেও কেহ কেহ অন্যান্য বহুতর শাস্ত্র বা বিদ্যা অভ্যাস করিয়া বা অন্য কোনরূপ উপাসনা দ্বারা উত্তম, মধ্যম বা অধম অবস্থার ভাব প্রাপ্ত হন তাহাতেই বা তাঁহাদের কি? (কারণ তাহাতে প্রকৃত বস্তু কিছুই লাভ হয় না।) যেমন স্বপ্নাবস্থায় রাজ্যলাভ বা ভিক্ষাবৃত্তি জাগ্রত অবস্থার পক্ষে কিছুই নহে, উহাও সেইরূপ। ২১৮।

অতএব যিনি যথার্থ মুক্তি কামনা করেন, তিনি জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে বৃথা বিবাদ করিবেন না; তিনি প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়টী মনে মনে বিচার করুন এবং বুঝিবার জন্য চেষ্টা করুন। ২১৯।

নিত্যোঽনিত্যানাং * চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

শ্রুতি।

সকল অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি একমাত্র নিত্য, চেতন পদার্থ সকলের যিনি একমাত্র চেতয়িতা, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূর্ণ করেন; তাঁহাকে যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি আত্মস্থ জানিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেন, কেবল তাঁহারাই নিত্য শান্তি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হন, অন্যে তাহা প্রাপ্ত হয় না।

গঙ্গামৃত্যু, কাশীমৃত্যু প্রভৃতিতেও জীবের মুক্তি হয় এ প্রকার বচন সকলও শাস্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; এ প্রকার বচন সকল লিখিবার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, এ সকল অবস্থাতেও যে ব্রহ্মজ্ঞানলাভভিন্ন অন্য উপায়ে জীবের মুক্তি হইবে না তাহা শাস্ত্রকারেরা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন।

বস্তুতঃ মোক্ষ বা মুক্তি আর কিছুই নহে। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই মুক্তি, ব্রহ্মসাধনে সিদ্ধ হওয়ার নামই মুক্তি। ব্রহ্মেতে চিত্ত সংলগ্ন বা বিলীন করার নামই মুক্তি †।

সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ
একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ॥

রা. বে. ত. সা.

সেই একমাত্র দেবতা যিনি এই জগতের সকল পদার্থে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত আছেন, তিনিই কেবল এই সংসারের স্থিতি, বন্ধ ও মোক্ষের একমাত্র কারণ জানিবে।

---

* পূর্ণপ্রজ্ঞ প্রভৃতি দ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ 'নিত্যোঽনিত্যানাং' না লিখিয়া 'নিত্যোনিত্যানাং' লিখিয়াছেন।

† আমার 'মুক্তি' নামক পুস্তকের প্রথম প্রস্তাব পাঠ কর।

পরমেশ্বর কি স্বয়ং জগৎকার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছেন, অথবা তাঁহার ইচ্ছায় এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে?

আত্মা বা ইদমগ্রেঽভূৎ স ঐক্ষত সৃজাইতি।
সঙ্কল্পেনাসৃজল্লোকান্ স এতানিতি বহ্বৃচাঃ॥

প. দ. দ্বৈতবিবেক, ৩।

ঋক্ শাখাধ্যায়ীরা কহেন যে, এই পরমাত্মা ঈশ্বরই অগ্রে ছিলেন। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং তাঁহার সংকল্প মাত্রে এই সমস্ত লোক সৃষ্ট বা উৎপন্ন হইল।

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।
নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ।
স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি ॥১।
স ইমাঁল্লোকানসৃজত——॥২।

(ঋগ্বেদীয়) ঐত, উপ, ১।১—২ শ্রুতি।

সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র আত্মা (অর্থাৎ পরমাত্মা) বিদ্যমান ছিলেন। অন্য কিছুই ছিল না। তিনি সৃষ্টি কামনা করিয়া তপস্যা করিলেন। ১।

তপস্যা করিয়া তিনি এই সমস্ত ভূলোক ও দ্যুলোকের সৃষ্টি করিলেন। ২।

বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহ্নের্জায়ন্তেঽক্ষরতস্তথা।
বিবিধাশ্চিজ্জড়া ভাবা ইত্যাথর্ব্বণিকী শ্রুতিঃ॥

প. দ. ৪।৬।

অথর্ব্ববেদোক্ত মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত আছে যে, প্রবল অগ্নিরাশি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ সকল উৎপন্ন বা নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পরমেশ্বর হইতে নানা প্রকার চেতন জীব ও অচেতন জড়পদার্থ সকল উৎপন্ন বা নির্গত হইয়াছে। *

বহুঃ স্যামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি কামতঃ।
তপ স্তপ্ত্বাসৃজৎ সর্ব্বং জগদিত্যাহ তৈত্তিরিঃ॥ †

প. দ. ৪।৫।

---

* যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবোপযান্তি॥

মু. উ. ২।১।১ শ্রুতি।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
* * * * * * * *
যথা পুরুষাৎ স্বভাবাৎ কেশরোমাণি
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

মু. উ. ১।১।৭ শ্রুতি।

উর্ণনাভ যেমন ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার উদর হইতে তন্তু সৃজন করে, এবং ইচ্ছা হইলে সেই তন্তু আপনার উদর মধ্যে সংহরণ করিয়া থাকে, পুরুষের গাত্র হইতে যেমন স্বভাবতঃ কেশ রোম সকল উদ্গত হয়, সেইরূপ পরমেশ্বর হইতে এই জগৎ নির্গত হয়, এবং প্রলয় কালে তাঁহাতেই লীন বা প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

† সোঽকাময়ত। বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি।
স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত।
যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২য় বল্লী ৬ষ্ঠ অনুবাক্।

পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন, আমি প্রজা সৃষ্টি করিয়া বহু হইব। তিনি তপস্যা করিলেন, তপস্যা করিয়া এই সমস্ত সৃজন করিলেন। এই জগতে যাহা কিছু আছে তিনি সে সমস্ত সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার অন্তর্যামিরূপে বা সর্ব্বব্যাপিরূপে তাহাতে সম্যক্ প্রবেশ করিলেন।

আমি প্রজা সকল সৃষ্টি করিয়া বহু হইব এই প্রকার সংকল্পরূপ তপস্যা করিয়া পরমেশ্বর সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় উপনিষদে এইরূপ ব্যক্ত আছে।

ইদমগ্রে সদেবাসীদ্বহুত্বায় তদৈক্ষত।
তেজোঽবন্নাণ্ডজাদীনি সসর্জ্জেতি চ সামগাঃ ॥ *

প. দ. ৪।৬।

সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে পূর্ব্বে কেবল একমাত্র সৎস্বরূপ পরমেশ্বর ছিলেন, তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন, এবং অগ্নি, জল, অন্ন ও স্বেদজ অণ্ডজাদি জীব সকল সৃজন করিলেন।

পরব্রহ্মেতে এই বিশ্বসংসার যে অব্যাকৃত বা বীজভাবে নিহিত ছিল, ছান্দোগ্য উপনিষদে এরূপ ভাবও ব্যক্ত আছে; মনু ১।৫ টীকা দেখ।

জগদব্যাকৃতং পূর্ব্বমাসীদ্ব্যাক্রিয়তেঽধুনা।
দৃশ্যাভ্যাং নামরূপাভ্যাং বিরাড়াদিষু তে স্ফুটাঃ ॥

---

* অসদেবেদমগ্র আসীৎ। তৎ সদাসীৎ। তৎ সমভবৎ। ইতি (পুনস্তত্রৈব।)

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং। তদ্ধৈকে আহুঃ॥

অসদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়েতেতি॥ কুতস্তু খলু সৌম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েত ইতি। সত্ত্বেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্॥ তদৈক্ষত বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি॥ তত্তেজোঽসৃজত॥ তত্তেজো ঐক্ষত বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি॥ তদপোঽসৃজত॥

তা আপ ঐক্ষন্ত বহুঃ স্যাম্ প্রজায়েমহীতি॥ তা অন্নমসৃজন্ত॥ ইত্যাদি।

কণাদ সূত্রের (১।১।১২) ভারদ্বাজ বৃত্তিভাষ্যে ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতি এবং তাহার ব্রাহ্মণ বচন।

বিরাম্মনুর্নরাগাবঃ খরাশ্বাজাবয়স্তথা।
পিপীলিকাবধিদ্বন্দ্বমিতি বাজসনেয়িনঃ॥

প. দ. ৪।৮।

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় * শ্রুতিতে এইরূপ লিখিত আছে যে সৃষ্টির পূর্ব্বেও এই জগৎ অব্যাকৃত অর্থাৎ বীজভাবে ঈশ্বরের মধ্যে

---

* বৃহদারণ্যক উপনষদ্ শুক্ল যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, এবং ঐতরেয় এই দশ খানি প্রধান এবং প্রাচীন উপনিষদের মধ্যে একমাত্র কেবল ঐতরেয়োপনিষদ্ ঋগ্বেদের অন্তর্গত। কঠোপনিষদ্ এবং তৈত্তরীয়োপনিষদ্ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। ঈশোপনিষদ্ এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ শুক্ল যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। কেনোপনিষৎ এবং ছান্দোগ্যোপনিষদ্ সামবেদের অন্তর্গত। এবং প্রশ্নোপনিষদ্, মুণ্ডকোপনিষদ্ ও মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ অথর্ব্ব বেদের অন্তর্গত। এই দশ উপনিষদ্ ব্যতীত আরও যে বহুসংখ্যক উপনিষদ্ আছে তাহার মধ্যেও দুই একখানির এই দশোপনিষদের মধ্যে উল্লেখ দেখা যায়।

যজুর্ব্বেদ শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই প্রকার হওয়ার কারণ সম্বন্ধে শুক্ল যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যাকর্ত্তা ভগবান্ মহীধর এইরূপ বলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য যখন বৈশম্পায়নের নিকট যজুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন, সেই সময় এক দিন বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্যের উপর অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন যে, "আমার নিকট তুমি যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছ তাহা আমাকে ফিরাইয়া দিয়া অন্যত্র গমন কর।" যাজ্ঞবল্ক্যও অতীব ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার সেই অধীত বেদ উদ্গীরণ করিয়া দিলেন এবং সূর্য্যের উপাসনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে নূতন বেদ প্রাপ্ত হইলেন। এই নূতন বেদের নামই শুক্ল যজুর্ব্বেদ এবং অপর খানি উচ্ছিষ্ট হইয়া মলিন হইয়াছিল, এজন্য তাহার নাম কৃষ্ণযজুঃ হইল। যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর আদেশে বেদ বমন করিয়া দিলে বৈশম্পায়নের অপর শিষ্যেরা তাঁহার আদেশে তিত্তিরি পক্ষীর বেশ ধারণ করিয়া তাহা পুনর্গ্রহণ করেন।

অবস্থিত ছিল *, এক্ষণে কেবল তাহার বিকাশ মাত্র হইয়াছে, সুতরাং যাহা সামান্যভাবে অবস্থিত ছিল, তাহাই কেবল বিকাশ ভাব প্রাপ্ত হইয়া অনেক প্রকার নামরূপসম্পন্ন বিরাট্, মনু, মনুষ্য, গো, গর্দ্দভ, অশ্ব, ছাগ, মেষ, ও পিপীলিকাদি দ্বন্দ্ব রূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

সৃষ্টি সম্বন্ধীয় এই সকল মত হইতেই বোধ হয় শাস্ত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈত-বাদের সৃষ্টি হইয়াছে। অন্ততঃ এই সকল মতের উপর দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ প্রকাশক মত সকল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। পরমেশ্বর জগৎ সৃজনের ইচ্ছা করিলেন এবং তাঁহার সঙ্কল্প মাত্রে জগৎ উৎপন্ন হইল। অথবা সৃষ্টির পূর্ব্বেও জগৎ অব্যাকৃত ভাবে পরমেশ্বরে নিহিত ছিল, সৃষ্টির পরে কেবল তাহার বিকাশ মাত্র হইয়াছে ; এই সকল মত দ্বৈতাদ্বৈতভাবমিশ্রিত † বা সম্পূর্ণরূপে দ্বৈতভাবপূর্ণ।

সৃষ্টি সম্বন্ধীয় এ প্রকার মত হইতে "অহং ব্রহ্ম"রূপ পূর্ণ অদ্বৈতবাদ মত কখনও জন্মিতে পারে না।

যে সকল মতে অগ্নি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপত্তির সহিত ব্রহ্ম হইতে জগদুৎপত্তির উপমা দেওয়া হইয়াছে, অথবা যে সকল মতে

---

* যথাণ্ডান্তর্মহাসর্পো জগদস্তি তথাত্মনি।
ফলপুষ্পলতাপত্রশাখাবিটপমূলবান্।
বৃক্ষবীজে যথা বৃক্ষস্তথেদং ব্রহ্মণি স্থিতং ॥

যোগবাশিষ্ঠ এবং পং. দ. ১৩।১৭

শ্লোক (যোগ বাশিষ্ঠ হইতে উদ্ধৃত)।

যেমন কারণাবস্থায় অণ্ডের মধ্যে মহাসর্প সংক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিত থাকে এবং ক্ষুদ্রবীজের মধ্যে যে প্রকার ফল, পত্র, লতা, পুষ্প, শাখা স্কন্ধ ও মূল বিশিষ্ট বৃক্ষ অব্যক্তভাবে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ কারণাবস্থায় অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ব্রহ্মেতে বীজভাবে অবস্থিত ছিল (সময়ে তিনি ইঁহাকে প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র।)

† "মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ" নাম গ্রন্থে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ নামক প্রস্তাব দেখ।

বলে যে পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন 'আমি একা আছি বহু হইব', সেই সকল মত হইতেই বোধ হয় ক্রমে ক্রমে ঐ প্রকার অদ্বৈতবাদ মতের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হওয়ার উপমা মনুও দিয়াছেন, কিন্তু মনুসংহিতা এবং মুণ্ডকোপনিষদ্ এতদুভয় গ্রন্থেই পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। যথা,

মনু ১২।১৩ এবং মু. উ. ৩।১।১-২।

'আমি এক্ষণে একা আছি প্রজা সৃষ্টিকরিয়া বহু হইব', এইরূপ আলোচনা করিয়া পরমেশ্বর জগৎ সৃজন করিলেন,—একথারও ভাব এরূপ নহে যে তিনি স্বয়ং জগৎ রূপে পরিণত হইলেন।

যখন "সৃজন করিলেন," "উৎপন্ন হইল" ইত্যাদি রূপ কথা সকল রহিয়াছে তখন উহাতে সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদপ্রকাশক মত কখন স্পষ্টরূপে আসিতে পারে না।

যাহাহউক পরমেশ্বর যে স্বয়ং জগৎরূপে বা জীবরূপে পরিণত হয়েন নাই তাহা বেদান্তশাস্ত্রের মধ্যেও অনেক স্থলে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত আছে; যথা বেদান্তসারের অধিকরণমালা ২।১।৯ অধিকরণ।

মায়াভির্ব্বহুরূপত্বং ন কার্ৎস্ন্যান্নাপি ভাগতঃ।
যুক্তোঽনবয়বস্যাপি পরিণামোঽত্র মায়িকঃ॥

তিনি তাঁহার মায়া অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তিদ্বারা নামরূপবিশিষ্ট এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি স্বয়ং জগৎ কার্য্যরূপে পরিণত হয়েন নাই; অধিক কি তাঁহার একটী ক্ষুদ্র অংশদ্বারাও তিনি এই জগৎকার্য্যরূপে পরিণত হয়েন নাই।

"ন কার্ৎস্ন্যান্নাপি ভাগতঃ"—সম্পূর্ণ রূপেও নয়, অংশ রূপেও নয়। "পরিণামোঽত্র মায়িকঃ"—তবে যে পরিণামী কারণ রূপে তাঁহাকে কহা হয় তাহা কেবল মায়িক পরিণাম মাত্র। অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার মায়া বা শক্তি হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হওয়ায় তাঁহার শক্তিকে ইহার উপাদান বা পরিণামী কারণরূপে কহা হয় মাত্র।

যোগবাশিষ্ঠাদি গ্রন্থেও এইরূপ লিখিত আছে ; যথা,—

সত্যং সর্ব্বগতং শান্তমস্ত্যনন্তং মনোময়ং ।

তস্য শক্তিসমুল্লাসমাত্রং জগদিদং স্থিতং ॥

যো. বা. স্থিতি প্রকরণ।

সত্যস্বরূপ, সর্ব্বগত, শান্ত, অনন্ত, মনঃ স্বরূপ পরমেশ্বরের শক্তির স্ফুরণ উল্লাস বা প্রতিবিম্বমাত্ররূপে এই জগতের স্থিতি জানিবে।

তিনি নিজে জগৎ নহেন। তবে যদিও কোন স্থানে তিনিই সমস্ত এরূপ বলা হইয়া থাকে তাহারও অর্থ স্বতন্ত্র। যথা,—

অনাময়মনাভাসমনামকমকারণং ।

ন সন্নাসন্নমধ্যান্তং ন সর্ব্বং সর্ব্বমেব চ ॥

যো. বা. উ. প্রকরণ।

তিনি অনাময়, অনাভাস, নাম ও কারণবিহীন, 'অস্তি' 'নাস্তি' উভয় শব্দের অবাচ্য অর্থাৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম স্বরূপ, আদি অন্ত ও মধ্য বিহীন অর্থাৎ অনন্ত; তিনি এই জগতের কিছুই নহেন অর্থাৎ তিনি জগতে কোন বস্তুরূপে স্বয়ং পরিণত নহেন, অথচ সমস্তই তিনি অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা এবং শক্তিই এজগতের যাহা কিছু; সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতভাব মিশ্রিত।

সৃষ্টিসম্বন্ধে বেদোক্ত যে সকল মত দেখান হইল তাঁহাতে সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদ অপেক্ষা দ্বৈতাদ্বৈতমিশ্রিত ভাব, এমন কি বরং পুর্ণ দ্বৈতবাদ মতেরই অধিক পোষকতা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যুক্তিতেও সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদ মত আনিতে পারে না। দ্বৈতাদ্বৈতমিশ্রিত ভাব বা প্রেমপূর্ণ দ্বৈতবাদ মতই যুক্তিদ্বারা সপ্রমাণ হয়।

কোন কোন অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত বলেন, যে উপাস্য উপাসক ভাবে পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেও সমাধি সাধনের উচ্চাবস্থায় প্রত্যেক সাধকেরই অদ্বৈতভাবের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। বস্তুতঃ সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে আমরা এক্ষণে অক্ষম। কারণ তাহা

আমাদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ অনধিকারচর্চ্চা। তবে বেদান্ত শাস্ত্র এবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহাই দেখান যাইতেছে। বেদান্ত শাস্ত্র বলেন সিদ্ধ বা মুক্তাবস্থাতেও জীব সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্ম হয়েন না। ব্রহ্মের শক্তি, ক্ষমতা, সর্ব্বব্যাপিত্ব * এসমস্ত কিছুই জীবে বর্ত্তে না। জীব কেবল ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মের সহিত আনন্দ উপভোগ করেন মাত্র। বেদান্ত সারের অধিকরণমালার টীকায় টীকাকার লিখিয়াছেন যে তাঁহাদিগের সে প্রকার ক্ষমতা থাকিলে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বা জগৎ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইতেন, কেহ বা নূতন জগৎ সৃজন করিতে চাহিতেন। সুতরাং তাহাতে জগদ্ব্যবস্থা রক্ষা হইত না। যথা,—

অন্যথা অনেকেশ্বরত্বে সতি ক্বচিৎ সিসৃক্ষতি ক্বচিৎ সঞ্জিহীর্ষতীতি জগদ্ব্যবস্থা ন সিধ্যেৎ।

বে. সা. ৪।৪।৭ অধিকরণের টীকা।

তবে সিদ্ধাবস্থায় কি হয়? তাহাও বলিতেছেন,—

ঈশ্বরোহি উপাসনয়া তোষিতঃ তেষাং ভোগমাত্রসিদ্ধয়ে স্বারাজ্যং দদৌ মুক্তিঞ্চ তত্ত্ববিদ্যোৎপাদনেন দত্তবান্।

বে. সা. ৪।৪।৭ অধিকরণের টীকা।

---

* "প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি।"

বে. সূ. ৪।৪।১৫।

প্রদীপের যেমন প্রকাশের দ্বারা গৃহেতে ব্যাপ্তি হয়, স্বরূপের দ্বারা হয় না, মুক্তপুরুষদিগেরও সেইরূপ প্রকাশ বা জ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্তি হয় স্বরূপের দ্বারা হয় না। কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞান এবং স্বরূপ এতদুভয়ের দ্বারাই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হন।

পরমেশ্বর উপাসনায় তুষ্ট হইয়া মুক্তদিগের ভোগের জন্য তাঁহাদিগকে আনন্দ দেন, এবং তত্ত্ববিদ্যা উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে মুক্তি দেন।

বেদান্ত সূত্রকার লিখিয়াছেন,

ভোগমাত্র সাম্যলিঙ্গাচ্চ।

বে. সূ. ৪।৪।২১।

কেবল ভোগমাত্রেতে মুক্ত জীবদিগের ঈশ্বরের সহিত সাম্য হয়, সৃষ্টি কর্ত্তৃত্বে সাম্য নহে।

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণতাদসন্নিহিতত্বাচ্চ।

বে. সূ. ৪।৪।১৭।

জগদ্‌ব্যাপার অর্থাৎ জগতের কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে মুক্তদিগের কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ সৃষ্টি প্রকরণে লিখিত আছে যে কেবল ঈশ্বরেরই সে ক্ষমতা আছে, জীবেতে সে ক্ষমতা সন্নিহিত নাই এবং কোন কালে সন্নিহিত হয়ও না।

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বেদান্তদর্শনের নামে যে প্রকার রুক্ষ অদ্বৈতবাদ মত এদেশে প্রচারিত হইয়াছে, মূল বেদান্ত দর্শনে সে প্রকার নাই। দ্বৈতাদ্বৈত মিশ্রিতভাবই বেদান্তদর্শনে বিরাজিত; বস্তুতঃ ঐ ভাবটীই যথার্থ পারমার্থিক ভাব। (দক্ষ স্মৃতি ৭। ৪৯। কু. ত. ৫। ১। ১১০।) আমার "মুক্তি" পুস্তকে "দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ" নামক প্রস্তাব দেখ।

বর্ত্তমান সময়ের অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতেরা যে মায়াবাদ-শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন সে সম্বন্ধে ভগবান্ শিব (যে যে শাস্ত্র তামস তাহার বর্ণন উপলক্ষে) পার্ব্বতীকে এইরূপ বলিয়াছিলেন; যথা,—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব কথিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা।

অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগর্হিতম্‌।
পরমাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে।
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে।
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্‌।
ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশকারণাৎ।

সাঙ্খ্য প্রবচন ভাষ্যের ভূমিকায়
বিজ্ঞান ভিক্ষুধৃত পদ্মপুরাণের বচন।

মায়াবাদ শাস্ত্রও বৌদ্ধ শাস্ত্রাদির ন্যায় অসৎ শাস্ত্র। বাহিরে যদিও আস্তিক শাস্ত্রের ন্যায় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা নাস্তিক শাস্ত্র মাত্র। উহাও এক প্রকার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্র। কলিতে ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করত শ্রুতিবাক্য সকলের লোকনিন্দিত বিরুদ্ধ অর্থ অবলম্বন করিয়া আমিই এই শাস্ত্র আবিষ্কার ও প্রচার করিয়াছি। কলিযুগে নিখিল জগতের নাশই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই শাস্ত্রে আমি জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে অভেদ বা একত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছি। কলিযুগে এই জগতের নাশের ইচ্ছাতেই বেদের অযথার্থ অর্থের সহিত আমি সেই মায়াবাদ রূপ মহাশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছি। বাস্তবিক ইহা অবৈদিক অর্থাৎ বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য উহা নহে; উহা কেবল বেদমূলকমাত্র অর্থাৎ বেদকে অবলম্বন করিয়া উহার সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব দর্শন শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত-প্রবর জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ নামক গ্রন্থে উল্লিখিত শিববাক্য কয়েকটী সম্বন্ধে তাঁহার নিজের এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন; যথা,—

"এই সকল বচনকে অপ্রমাণ বা কল্পিত বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? কারণ যদি কল্পিতই হইত, তাহাহইলে কখনই

ব্রহ্মমীমাংসার ও সাংখ্য সূত্রাদির ভাষ্যকার পণ্ডিতপ্রধান বিজ্ঞান ভিক্ষু স্বীয় ভাষ্যে ঐ সকল বচন উদ্ধৃত করিতেন না। যাহাহউক 'বেদা বিভিন্নাঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ'' ইত্যাদি।

বা. স. দ. স. সাঙ্খ্যদর্শন, ঈশ্বরের বাক্য।

বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ প্রভৃতি বিষয়গুলি লইয়া শঙ্করস্বামী, রামানুজাচার্য্য, মধ্বস্বামী, ও বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ অনেক বাদানুবাদ করিয়া গিয়াছেন।

ইহাঁরা কেহ কাহারও সমকালবর্ত্তী লোক ছিলেন না। ইহাঁরা প্রত্যেকেই আপন আপন মতানুসারে বেদান্ত সূত্র সকলের এক এক রূপ ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাঁদিগের মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শঙ্করস্বামী, রামানুজাচার্য্য, মধ্বস্বামী, ও বল্লভাচার্য্য।

উল্লিখিত মহাপুরুষগণ আপন আপন রুচি বা অভিপ্রায় অনুসারে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত বেদান্ত সূত্র সকলের এক এক প্রকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

ভগবান্ শঙ্কর স্বামী যে মত প্রচার করেন এবং যে ভাবে দশোপনিষদের ও বেদান্ত সূত্র সকলের ভাষ্য রচনা করেন, তাহাতে তাঁহার মতকে সকলে অদ্বৈতবাদ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ভগবান্ শঙ্কর স্বামীই সুপ্রসিদ্ধ মায়াবাদ মত প্রচার করিয়া যান। শঙ্করের মতে এক মাত্র ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই সত্য, তদ্ভিন্ন জীব ও জগৎ সমস্তই অসত্য বা ভ্রম। তাঁহার মতে স্বতন্ত্র জীবাত্মা বলিয়া কোন বস্তু নাই, উহা পরমাত্মার অবিদ্যাকল্পিত স্বতন্ত্র উপাধিবিশেষ মাত্র; ভ্রম-

বশতঃ আমরা উহাকে স্বতন্ত্র একটী জীব বলিয়া মনে করিয়া থাকি। যাহাকে আমরা আমি বা আমার আত্মা বলি, প্রকৃত পক্ষে তাহা কিছুই নহে, তাহা অবিদ্যাবচ্ছিন্ন স্বয়ং পরমাত্মা অথবা কেবল পরমাত্মারই প্রতিবিম্ব ; সুতরাং আত্মা বলিয়া যদি কোন বস্তু স্বীকার করিতে হয় তাহাহইলে তাহা শঙ্করের মতে প্রতিবিম্বস্বরূপ জীবাত্মাকে না বলিয়া মূল আত্মাস্বরূপ ব্রহ্মকেই বলা উচিত। শঙ্কর জীবাত্মার আর কিছু মাত্র স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দেন নাই। তিনি উহাকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন, অথবা ব্রহ্মের সহিত এক করিয়া ধরিয়া একটী মাত্র বস্তুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীবই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই জীব; কেবল উপাধি এবং অবস্থাভেদ মাত্র। ব্রহ্ম অবিদ্যা বা মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া ভ্রমবশতঃ (স্বপ্নদর্শনের ন্যায়) আপনাকে আপনি জীব বলিয়া মনে করিতেছেন। এই জগৎ যাহা সম্মুখে দেখিতেছি উহাকে কেবল ভ্রমবশতঃ ঐ প্রকার দেখিতেছি; বস্তুতঃ জগৎ নাই। অবিদ্যা বা মায়া ব্রহ্মেতে এইরূপে মিথ্যা জগৎ কল্পনা করিয়া জীবরূপী ভ্রমাচ্ছন্ন ব্রহ্মকে কেবল প্রতারণা করিতেছে মাত্র। যখনই জীব অর্থাৎ অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম এ সমস্ত মায়ার কার্য্য জগদ্ব্যাপারকে ইন্দ্র-জালের ন্যায় মিথ্যাকার্য্য বলিয়া জানিতে পারিয়া আপনাকে আপনি ব্রহ্মরূপে নিশ্চয় করেন, তখনই তাঁহার মুক্তিলাভ বা স্বপ্ন-নিবৃত্তি ঘটে।

ভগবান্ রামানুজাচার্য্য যে ভাবে বেদান্ত সূত্র সকলের এবং প্রধান প্রধান উপনিষদাদির ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং অন্যান্য গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মত নামে সকলে অভিহিত করিয়া থাকেন। এইমতে জগৎ এবং জীব চির-কালই অর্থাৎ অনাদি কাল হইতেই ঈশ্বরের মধ্যে আছে ; সৃষ্টির পূর্ব্বেও ইহারা তাঁহার মধ্যে ছিল, এক্ষণেও ইহারা তাঁহার মধ্যে আছে এবং অনন্ত কালই ইহারা তাঁহার মধ্যে থাকিবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ এবং জীব পরমেশ্বরের মধ্যে অব্যাকৃত অর্থাৎ বীজভাবে ছিল, এক্ষণে ব্যাকৃত অর্থাৎ বিকাশভাবে আছে এইমাত্র প্রভেদ। সুতরাং

সৃষ্টির পূর্ব্বেও পরমেশ্বর জগৎ এবং জীববিশিষ্ট ছিলেন, এক্ষণেও তিনি জগৎ এবং জীববিশিষ্ট হইয়া আছেন এবং চিরকালই এইরূপ জগৎ এবং জীববিশিষ্ট হইয়া থাকিবেন। শ্রীমান্ রামানুজাচার্য্যের মতে এইরূপ বিশিষ্ট কথাটী থাকাতেই তাঁহার মতকে সকলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। *

ভগবান্ রামানুজাচার্য্যের মতে পদার্থ তিন প্রকার, চিৎ, অচিৎ এবং ঈশ্বর। চিৎ শব্দে জীব এবং অচিৎ শব্দে জড় পরমাণু বুঝায়। এই চিৎ এবং অচিৎ চিরকালই পরমেশ্বরের মধ্যে তাঁহার অঙ্গরূপে অবস্থিতি করে, অথচ চিৎ, অচিৎ এবং ঈশ্বর এই তিনের মধ্যেই পরস্পর ভেদ থাকে। সৃষ্টির পূর্ব্বেও উহারা ঐ প্রকারে অতি সূক্ষ্মভাবে তদীয় অঙ্গরূপে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে তাঁহার ইচ্ছায় উহারা বিকাশ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবান্ রামানুজাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর শব্দ উচ্চারণ করিলেই তদ্দ্বারা জগৎ এবং জীববিশিষ্ট ঈশ্বর বুঝাইবে। পরমেশ্বর চিৎ এবং অচিৎ এতদুভয়েরই নিয়ামক ও

---

* ভগবান্ রামানুজাচার্য্য যেরূপ জীব এবং জগৎকে অনাদিকাল হইতে নিত্য বলেন, ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনও সেইরূপ বলিয়া থাকেন। তবে এই উভয় মতের মধ্যে পার্থক্য এই যে ভগবান্ রামানুজাচার্য্য যেরূপ জড় এবং জীবকে অনাদি কাল হইতে পরমেশ্বরেরই মধ্যে তদীয় অঙ্গরূপে অবস্থিত বলেন, মহর্ষি গোতম ও কণাদ তাহা না বলিয়া জড় এবং জীবকে পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র ভাবে নিত্যকাল অবস্থিত বলিয়া স্বীকার করেন।

ইঁহারা যে কারণে জগৎ এবং জীবের নিত্য সত্তা স্বীকার করেন তাহা এইরূপ,—

"নাবস্তুতো বস্তুসিদ্ধিঃ"।

"নাভাবাদ্ভাবোৎপত্তিঃ"।

অবস্তু হইতে বস্তু জন্মিতে পারে না, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না। ইত্যাদি—ন্যায়, ৪।১।১৪—১৮।

কর্ত্তা এবং তিনি উহাদিগের উভয়েরই মধ্যে চিরকাল অন্তর্যামিরূপে অবস্থিতি করেন। জীবাত্মা অতি সূক্ষ্ম, ভগবদারাধনা এবং তৎপদ-প্রাপ্ত্যাদিই তাহার স্বভাব এবং কার্য্য। জড়বস্তু সকল ভোগায়তন ও ভোগোপকরণ সামগ্রী মাত্র।

যদিও বেদে এরূপ বচন লিখিত আছে যে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইয়াছে, তথাচ তাহার অর্থ তাঁহারা এইরূপ বলেন,—

"ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ।"

কণাদ. ৯।১।১। সূত্র।

জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে যে জড় পরমাণু প্রভৃতি জগৎ উপাদান সকল বর্ত্তমান ছিল, তাহাদের ক্রিয়া বা গুণসকল তখন কার্য্যে পরিণত হয় নাই, এইজন্য তাহাদিগকে অসৎশব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে জগতের বিকাশাবস্থায় জগৎ যে ভাবে (কার্য্য-ভাবে) আছে, পূর্ব্বে ইহা সে ভাবে ছিল না কেবল অতি সূক্ষ্ম কারণ-ভাবে বর্ত্তমান ছিল, এই অভিপ্রায়েই বেদাদি শাস্ত্রে জগৎ ছিল না, অসৎ মাত্র ছিল এইরূপ বলা হইয়াছে।

এই সূত্রের গঙ্গাধর কবিরাজকৃত ভারদ্বাজ বৃত্তিভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে,—

"নৈতদসদ্বস্তুসামান্যাভাবঃ। দ্বিবিধোহভাবঃ ॥

ভাবসামান্যপ্রতিষেধঃ। ভাবেষ্বিতরেতরপ্রতিষেধশ্চ ॥

সৎবস্তু কিছুই ছিল না, এ কথা বলা বেদের অভিপ্রায় নহে। অভাব শব্দে দুই প্রকার অভাব বুঝায়। এক সৎবস্তু মাত্রেরই অভাব, আর এক সৎবস্তুর পরপরবর্ত্তী পরিণতি সকলের অভাব। এখানে পর-পরবর্ত্তী পরিণতি সকলেরই অভাব বুঝিতে হইবে।

মহাত্মা থিওডোর পার্কার এ সম্বন্ধে একস্থানে এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—

Creation itself, the non-existent coming into existence, is something unintelligible to us. But this we know, that the Infinite God must be a perfect Creator, the sole and undisturbed author of all that is in Nature.

Theodore parkar's "Theism Atheism and popular Theology."—*Speculative Theism regarded as a theory of the universe.* p. 40.

রামানুজাচার্য্যের পূর্ব্বে ভগবান্ বৌধায়নাচার্য্য এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। বৌধায়নাচার্য্য মহোপনিষদের মতানুসারে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে বেদান্ত সূত্র সকলের এক খানি বৃত্তি রচনা করেন। মহাত্মা রামানুজাচার্য্য ঐ বিস্তৃত বৃত্তিকে সংক্ষেপ করিয়া উহারই মতানুসারে বেদান্ত সূত্র সকলের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যপ্রচারিত মায়াবাদ সম্বন্ধে মহাত্মা রামানুজাচার্য্য অনেক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। সে সমস্তগুলি লেখা এ ক্ষুদ্র প্রস্তাবে অসম্ভব। যাহাহউক সংক্ষেপে তাহার দুই একটী কথা মাত্র এস্থলে বলিতেছি।

ভগবান্ রামানুজাচার্য্য বলেন, আলোক এবং অন্ধকার যেরূপ একত্রে থাকিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরের অজ্ঞান-রূপ মায়া বা অবিদ্যা কখনও থাকিতে পারে না; এবং তাহাহইলে বেদবচনও মিথ্যা হয়। যথা,—

তর্হ্যঙ্গীকারবচনং নিরর্থকং সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি।

রা. বে. ত. সা.।

যদি পরমেশ্বরে মায়া অর্থাৎ অজ্ঞানতার সত্তা স্বীকার করিতে হয়, তাহাহইলে বেদে যে ব্রহ্মকে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহা নিরর্থক হয়। * আর যদি পরমেশ্বর হইতে মায়ার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার কর, তাহাহইলেও পরমেশ্বরের যে (সজাতীয় বা বিজাতীয় উভয় প্রকারের দ্বিতীয়বস্তুবিহীন) অদ্বিতীয়ত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব লক্ষণ বেদে কথিত হইয়াছে তাহা মিথ্যা হয়। যথা,—

---

* তিনি আরও লিখিয়াছেন,

ঈশ্বরস্য তু যঃ "সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ, যস্য স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ, যো বেত্তি যুগপৎ সর্ব্বং প্রত্যক্ষেণ সদা স্বতঃ" ইত্যাদি শ্রুতি-বিরোধাৎ কথঞ্চিদপি বক্তুং ন শক্যতে কথং তর্হি তস্য দ্বৈতদর্শনং উপদেশাদি ব্যবহারাশ্চেতি নিরূপণীয়ং।

লক্ষণবাক্যমপি তৎ অপার্থং স্যাৎ। সজাতীয় বিজাতীয় ব্যাবৃত্ত্যর্থং হি লক্ষণং।

ব্র. বে. ত. সা.।

রামানুজ স্বয়ং যদিও জীব এবং জগতের নিত্য সত্তা স্বীকার করিয়াছেন, তথাচ তিনি পরমেশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব খণ্ডন করেন নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি পরমেশ্বর হইতে জগৎ বা জীবের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে উহারা এক প্রকার পরমেশ্বরেরই অঙ্গস্বরূপ। তিনি বলেন ব্রহ্ম কথাটী বলিলেই তদ্দ্বারা তিনটী সত্তা মিশ্রিত একটী সত্তা বুঝাইবে। যথা, তিনি বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ।

স. স. দ. স. ধৃত রামানুজবচন।

(অনাদিকাল হইতে) ঈশ্বর, চিৎ এবং অচিৎ, অর্থাৎ ঈশ্বর, জীব এবং জড় এই তিনটী সত্তাসংযুক্ত যে একটী সত্তা তাঁহাকেই হরি বা পরমেশ্বররূপে জানিবে।

ভগবান্ মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহ নামক গ্রন্থে রামানুজদর্শন নামক প্রস্তাবে উক্তভাবটী এইরূপে লিখিয়াছেন; যথা,—

এষ হি তস্য সিদ্ধান্তঃ চিদচিদীশ্বরভেদেন ভোক্তৃভোগ্যনিয়ামকভেদেন ব্যবস্থিতাস্ত্রয়ঃ পদার্থা ইতি।

স. স. দ. স. রামানুজ দর্শন।

এক পরমেশ্বরের মধ্যে চিৎ, অচিৎ এবং ঈশ্বরভেদে অর্থাৎ ভোক্তৃ, ভোগ্য ও নিয়ামক ভেদে তিনটী পদার্থই অনাদিকাল হইতে ব্যবস্থিত আছে জানিবে।

রামানুজাচার্য্য আরও লিখিয়াছেন যে, মায়া শব্দে যে অজ্ঞান অর্থ করা হইয়াছে তাহা ঠিক নহে। কারণ বেদাদি শাস্ত্রে মায়া শব্দে পরমেশ্বরের শক্তিকেই বুঝায়, ভ্রমকে বুঝায় না।

ভগবান্ মধ্বস্বামীর সম্বন্ধে সর্ব্বদর্শন সংগ্রহকার লিখিয়াছেন, ভগবান্ মধ্বস্বামী আনন্দতীর্থ-কৃত বিস্তৃত ভাষ্যের মতানুসারে

সংক্ষেপে দশোপনিষৎ ও বেদান্ত সূত্র সকলের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ইহাঁর আর দুইটী নাম পূর্ণপ্রজ্ঞ ও মধ্যমন্দির।

কেহ কেহ এরূপ অনুমানও করেন, যে আনন্দতীর্থ এক জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহেন, এই মধ্বস্বামীরই পূর্ব্বে আনন্দতীর্থ নাম ছিল। তখন তিনি শঙ্করাচার্য্যের মতস্থ এক জন শিষ্য ছিলেন। পশ্চাৎ দ্বৈতবাদের প্রতি তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস হওয়ায়, উক্ত অদ্বৈতবাদ মতের সহিত আনন্দতীর্থ নামটীকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যাহাহউক বেদাদির মধ্যে অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক যে সমস্ত বচন আছে, ইনি সে সকলগুলিকে দ্বৈতবাদ প্রতিপাদকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইঁহার মতে "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো", এই শ্রুতি বচনটীতে জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে যে কোনরূপ ভেদ ভাব নাই, এরূপ বুঝায় না। তিনি বলেন "তত্ত্বমসি" এই বাক্যটীতে কর্ম্মধারয় সমাস না হইয়া ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইবে। অর্থাৎ "তৎ, ত্বম্, অসি" না হইয়া "তস্য, ত্বম্, অসি" হইবে। সমাস হইলে বিভক্তির লোপ হয় এজন্য 'তস্য' না হইয়া 'তৎ' হইয়াছে মাত্র। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই শ্রুতির অর্থ তিনি এইরূপ বলেন; যথা,— 'একং' অর্থাৎ একমাত্র, 'এব' অর্থে অন্য হইতে স্বতন্ত্র, (অথবা 'এব' অর্থে তিনি রূঢ় পদার্থ অর্থাৎ তাঁহার একত্বকে বহুভাগে বিভক্ত বা ভঙ্গ করা যায় না; অথবা তিনি স্বরূপতঃ অনেক হইতে পারেন না। ইত্যাদি।)—'অদ্বিতীয়' শব্দের অর্থ "ন দ্বিতীয়" অর্থাৎ দ্বিতীয় শব্দে জড়জীবাদি যে সমস্ত সৃষ্ট বস্তু বুঝায় তিনি তাহা নহেন। "ব্রাহ্মণাৎ অন্য অব্রাহ্মণ" ব্রাহ্মণ হইতে যে অন্য তাহাকে যেমন অব্রাহ্মণ বলা যায়; সেইরূপ "দ্বিতীয়াৎ অন্য অদ্বিতীয়" অর্থাৎ দ্বিতীয়পদবাচ্য সৃষ্ট পদার্থ মাত্র হইতে তিনি অন্য অর্থাৎ স্বতন্ত্র এই অর্থে অদ্বিতীয়। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই শ্রুতি বচনটীর অর্থ তিনি যেরূপ বলিয়াছেন তাহা ইতিপূর্ব্বে "নিরাকার পরমেশ্বরকে জানা যায় কি না?" নামক প্রস্তাবে দেখান হইয়াছে। বেদে লিখিত আছে, "ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত জানা হয় বা সমস্ত জানিতে পারা যায়," ইহার অর্থ তিনি বলেন, "যেমন গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তিদিগকে জানিলে গ্রাম জানা

হয় সেইরূপ।" অথবা "যেমন পিতাকে জানিলে পুত্রকে জানিতে আর অপেক্ষা থাকে না সেইরূপ"।

ভগবান্ মধ্বস্বামী স্বতন্ত্র এবং অস্বতন্ত্র ভেদে দুই প্রকার তত্ত্ব স্বীকার করেন। সর্ব্বপ্রকার দোষবিবর্জ্জিত অশেষ সদ্‌গুণের আশ্রয়-স্বরূপ ভগবান্ পরমেশ্বরই স্বতন্ত্র তত্ত্ব; এবং জীবগণ অস্বতন্ত্র তত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরায়ত্ত। পরমেশ্বর ও জীবকে তিনি সেব্য সেবক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—

"যাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের অভেদ চিন্তাকে উপাসনা কহিয়া থাকেন এবং সেই উপাসনার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের পরলোকে কিছুমাত্র সুখলাভ হয় না, প্রত্যুত তাঁহাদিগকে ঘোরতর নরকে পতিত হইতে হয়। দেখ যদি ভৃত্যপদবীস্থ কোন ব্যক্তি রাজপদের অভিলাষ করে, অথবা "আমি রাজা" এইরূপ ব্যক্ত করে, তাহাহইলে ভূপতি তাহার বিলক্ষণ দণ্ড বিধান করেন, আর যে ব্যক্তি স্বীয় অপকর্ষ দ্যোতন-পূর্ব্বক নৃপতির গুণোৎকীর্ত্তন করে, রাজা পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে সমুচিত পারিতোষিক প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব ঈশ্বরের গুণোৎকর্ষাদির সমুৎকীর্ত্তনরূপ সেবা ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই অভি-লষিত ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।"

বা. স. দ. স- পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "কেবল মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরাই জীবপ্রেরক বিষ্ণুকে জীব হইতে পৃথক্ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে না, কিন্তু সুবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে বিষ্ণু ও জীবের পরস্পর ভেদ আছে, ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীত হইয়া থাকে।"

বা. স. দ. স. পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন।

বেদেতে যে মায়া বা অবিদ্যা শব্দ আছে রামানুজাচার্য্যের ন্যায় ভগবান্ পূর্ণপ্রজ্ঞের মতেও তাহা পরমেশ্বরের ইচ্ছা বা সৃষ্টিশক্তি মাত্র; উহা অদ্বৈতবাদীদিগের কল্পিত ভ্রম বা অজ্ঞান নহে। ভগবান্ পূর্ণপ্রজ্ঞ রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মত স্বীকার করেন নাই। তাঁহার

মতে জগৎ এবং জীব ঈশ্বরের সৃষ্ট। প্রপঞ্চ শব্দের অর্থ তিনি বলেন প্রকৃষ্টরূপে পঞ্চভেদ। যথা, (১) জীবেশ্বর ভেদ, (২) জড়েশ্বর ভেদ, (৩) জড়জীব ভেদ, (৪) জীবগণের পরস্পর ভেদ, (৫) জড়পদার্থ সকলের পরস্পর ভেদ। ঐ প্রপঞ্চ তাঁহার মতে সত্য এবং অনাদি সিদ্ধ।

ভগবান্ পূর্ণপ্রজ্ঞ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রকেই মোক্ষলাভের জন্য যত্ন করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞান অর্থাৎ বিষ্ণুর সর্ব্বোৎকর্ষ জ্ঞান এবং পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ ব্যতিরেকে অন্য উপায়ে মোক্ষলাভ ঘটে না। তিনি বলেন, অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতেরা যে ব্যাসকৃত বেদান্ত সূত্র সকলের আপনাদের মতপ্রতিপোষক অর্থ করেন তাহা কেবল কূটার্থ মাত্র।

ভগবান্ বল্লভাচার্য্য বেদভাষ্যকার ভগবান্ বিষ্ণুস্বামীর মতানুসারে বেদান্তসূত্র সকলের এক খানি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করস্বামীর মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ যেরূপ জগৎকে "সর্পরজ্জুর" সহিত উপমা দেন, অর্থাৎ তাঁহারা যেরূপ বলেন যে সত্য জগৎ নাই কেবল ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে সর্পদর্শন বা শুক্তিতে রজতদর্শনের ন্যায় ব্রহ্ম আপনাতে আপনি মিথ্যা জগৎ দর্শন করিতেছেন মাত্র, ভগবান্ বল্লভাচার্য্য তাহা না বলিয়া অর্থাৎ সেরূপ মায়া স্বীকার না করিয়া ব্রহ্ম স্বয়ংই যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগৎ ও জীবরূপে পরিণত হইয়াছেন এইরূপ কহিয়া থাকেন। সর্প এবং সর্পের কুণ্ডল যেরূপ এক; সুবর্ণ এবং সুবর্ণের কুণ্ডল যেরূপ স্বতন্ত্র বস্তু নহে; ব্রহ্ম জীব এবং জগৎও সেই রূপ তাঁহার মতে একই বস্তু স্বতন্ত্র বস্তু নহে। এইরূপ কেবল এক এবং অবিমিশ্র ব্রহ্ম বস্তু স্বীকার করা প্রযুক্ত ভগবান্ বল্লভাচার্য্যের মতকে সাধারণতঃ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ মত নামে অভিহিত করা হয়। ফলতঃ এই চারিজন মহাপুরুষই বেদকে মূল স্বরূপে অবলম্বন করিয়া আপন আপন মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন।*

* অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আমেরিকা দেশীয় পণ্ডিত মহাত্মা থিওডোর পার্কার এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—

There are two classes of philosophers often called Atheists; but

প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা।

অতি প্রাচীনকালে ভারতসমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না। কালক্রমে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিই প্রধান হইলেন এবং শূদ্রেরা তাঁহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি দ্বিজ নামে অভিহিত হইতেন এবং তাহার চিহ্নস্বরূপ তাঁহারা উপবীত ব্যবহার করিতেন। ব্রাহ্মণদিগের উপবীত শুক্লবর্ণের ছিল। ক্ষত্রিয়গণ তৎপরিবর্ত্তে রক্তবর্ণের এবং বৈশ্যগণ পীতবর্ণের উপবীত ব্যবহার করিতেন *। ব্রাহ্মণেরা যদিও সাধারণতঃ পার্থিব সুখ ভোগের আশা হৃদয়ে রাখিতেন না, মোক্ষ সুখ ও পারলৌকিক সুখের আশায় তপশ্চর্য্যাতেই জীবন অতিবাহিত করিতেন, তথাচ

better and justly called Pantheists. One of these says, " There are only material things in existence," resolving all into matter ; " The sum-total of these material things is God." That is material Pantheism. If I mistake not, Mr. Comte of Paris, and the anonymous author of the "Vestiges of the Natural History of Creation," with their numerous co-adjutors, belong to that class.

The other class admits the existence of spirit, sometimes resolves everything into spirit, and says, " The sumtotal of finite spirit that is God. " There are spiritual Pantheists. Several of the German philosophers, if I understand them, are of that stamp.

" Theism, Atheism and Popular Theology."
Speculative Theism regarded as a theory of the universe. P. 108.

* ভা. ১১।১৭।৮. ম. ভা. মো. ধ. ১৪।১০। ইত্যাদি।

† গৌতমসংহিতা ১ম অধ্যায়।

"কাষায়মপি একে।
যবার্কং ব্রাহ্মণস্য মাঞ্জিষ্ঠ হারিদ্রে ইতরয়োঃ॥" (গৌ. স.)
রক্তচন্দনতোয়েন মার্জ্জয়েৎ ক্ষত্রজাতয়ঃ।
হারিদ্রৈর্ম্মার্জ্জয়েৎ বৈশ্য ইতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ॥
গায়ত্রী তন্ত্র ৪র্থ ব্রাহ্মণ পটল।

*"এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণদিগের উপবীত কার্পাসসূত্র-নির্ম্মিত, ক্ষত্রিয়দিগের উপবীত শণসূত্রনির্ম্মিত, এবং বৈশ্যদিগের উপবীত মেষলোমনির্ম্মিত ছিল।"

মনু ২। ৪৪।

সকল বিষয়ে তাঁহারাই দেশের এক প্রকার কর্ত্তা বা প্রভু ছিলেন। তাঁহারা অরণ্যে থাকিয়াও রাজন্যবর্গের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। অধিক কি রাজন্যবর্গকে তাঁহারা অনেক সময় দেশরক্ষার্থ আপনাদের নিয়োজিত দাসরূপে বিবেচনা করিতেন * এবং রাজা অত্যাচারী হইলে তাঁহারা সেই রাজাকে সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিয়া অন্য ব্যক্তিকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেন †। ক্ষত্রিয় রাজাদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের অনেক সময় বিবাদও উপস্থিত হইত কিন্তু সে সকল বিবাদে ব্রাহ্মণেরাই প্রায় জয়ী হইতেন ‡। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরা সকল প্রকার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারিতেন, কিন্তু শিক্ষকতার কার্য্য, আইন প্রস্তুত করণ, বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করণ প্রভৃতি কার্য্য সমূহে ব্রাহ্মণদিগকেই বিশেষরূপে নিযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেকেই বিবাহ করিয়া গৃহী হইতেন; কেহ কেহ বিবাহাদি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন না করিয়া পরিব্রাজকরূপেই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতেন ¶। পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ বিবাহ না করিয়া আজীবন অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতেন এরূপ দেখা যায়। ভাঃ ৪র্থ স্কন্ধ। ইঁহাদিগকে সচরাচর ব্রহ্মদায়িনী শব্দে অভিহিত করা হইত।

ব্রাহ্মণদিগকে একে একে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস ভেদে চারি প্রকার আশ্রম ধর্ম্ম পালন করিতে হইত। তখন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম অর্থাৎ ছাত্র অবস্থা শেষ না হইলে কেহ বিবাহ করিতে পারিতেন না। অধ্যয়ন শেষ হইলে গুরুকে দক্ষিণা দান করত তাঁহার অনুমতি লইয়া ব্রত স্নানানন্তর সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে হইত।

---

* ভা. ১।১৮।৩৩—৩৪।

† রাজা বেণ এবং তৎপুত্র পৃথুরাজের ইতিহাস দেখুন। রাজা নহুষ, নিমি, সুদাস, সুমুখ প্রভৃতিরও ইতিহাস এইরূপ।

‡ বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের বিবাদ, পরশুরামের একবিংশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করণ। ইত্যাদি।

¶ ভৃগু, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গৃহী ছিলেন। কপিল, শুক, নারদ প্রভৃতি পরিব্রাজক ছিলেন।

যাঁহারা দারপরিগ্রহের বাসনা না করিতেন, তাঁহারা নিজ নিজ ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অনুসারে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পরেই একেবারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন, অথবা অরণ্যে যাইয়া বানপ্রস্থাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিতেন; কিম্বা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া আজন্ম গুরুকুলেই বাস করিয়া থাকিতেন। যথা,—

অনুজ্ঞাতো ধনং দত্ত্বা গুরবে দক্ষিণাস্ততঃ।
গার্হস্থ্যাশ্রমকামস্তু গার্হস্থ্যাশ্রমমাবসেৎ॥
বানপ্রস্থাশ্রমং বাপি চতুর্থঞ্চেচ্ছয়াত্মনঃ।
তত্রৈব চ গুরোর্গেহে দ্বিজো নিষ্ঠামবাপ্নুয়াৎ॥
বা. পু. ১৪ অধ্যায়।

গুরুর অনুমতি অনুসারে তাঁহাকে দক্ষিণাস্বরূপ ধন দান করত শিষ্য গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন। অথবা আপনার ইচ্ছামতে সন্ন্যাসধর্ম্ম বা বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিবেন, কিম্বা সেই খানেই (সেই গুরুর গৃহেই) নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিরূপে অবস্থিতি করিবেন।

ত্রয়ীং সাঙ্গোপনিষদং যাবদর্থং যথাবলম্॥
দত্ত্বা বরমনুজ্ঞাতো গুরোঃ কামং যদীশ্বরঃ।
গৃহং বনং বা প্রবিশেৎ প্রব্রজেত্তত্র বা বসেৎ॥
ভা. ৭। ১২। ১৩—১৪।

শিক্ষাকল্পব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ সকলের সহিত বেদের সংহিতা ভাগ ও উপনিষদ্ রূপ বেদশিরোভাগ পাঠ করিয়া এবং তাহার অর্থ বিচার করিয়া যদি শক্তি থাকে গুরুকে তাঁহার প্রার্থনানুরূপ দান করিবে। পরে তাঁহার আজ্ঞা লইয়া নিজ ইচ্ছা অনুসারে গৃহে বা বনে প্রবেশ অথবা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে; কিম্বা সেই স্থানেই বসতি করিবে।

বৈখানসোবাপি ভবেৎ প্রব্রজেদ্বা যথেচ্ছয়া।
পূর্ব্বসঙ্কল্পিতং যাদৃক্ তাদৃক্ কুর্য্যান্মহীপতে॥
বি. পু. ৩। ১০। ১৫।

কিম্বা ঐরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক বনবাসী হইবেন, অথবা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া যথা ইচ্ছা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন। যিনি যেরূপ করুন পূর্ব্বে সংকল্প করিতে হইবে।

এই শ্লোকের টীকায় ভগবান্ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন,—এতচ্চ দৃঢ় বৈরাগ্যাভাবে দ্রষ্টব্যম্। তত্রাপি দৃঢ়বিরক্তৌ তু যতিঃ স্যাদেব। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" ইতি শ্রুতেঃ।

পূর্ব্বকালে চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে অনুলোম বিবাহ প্রথা সম্যক্রূপে প্রচলিত ছিল, প্রতিলোম বিবাহও যে একেবারে ছিল না তাহা নহে *।

---

* আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতির কন্যাকে বিবাহ করার নাম অনুলোম বিবাহ এবং আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতির কন্যাকে বিবাহ করার নাম প্রতিলোম বিবাহ। ব্রাহ্মণের যদি চারিবর্ণেরই বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান থাকিত তাহাহইলে,তাঁহার সম্পত্তি নিম্নলিখিত প্রকারে বিভাগ হইত; যথা,—সমস্ত সম্পত্তিকে দশ ভাগে বিভাগ করিয়া তাহার চারি ভাগ ব্রাহ্মণী স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান পাইতেন, তিন ভাগ ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান পাইতেন, দুই ভাগ বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান এবং এক ভাগ শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান পাইতেন।

বি. স. ১৮ অধ্যায়।

স্মৃতি শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, "সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা-ভবন্তি অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ।" (বি. স. ১৬ অধ্যায়)। (যাজ্ঞবল্ক্য ১। ৯০।) প্রতিলোম বিবাহের সন্তানদিগের সম্বন্ধেও এইরূপ লিখিত আছে যে, তাহারা চণ্ডালাদি হীন জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু দৃষ্টান্ত স্থলে প্রায়ই দেখা যায় যে অসবর্ণ বিবাহের সন্তানেরা অনেকেই পিতৃবর্ণ লাভ করিয়াছিলেন। যথা, এক সত্যবতীর গর্ভে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয় জাতি কর্তৃকই সন্তান উৎপাদিত হইয়াছিল এবং সেই উভয় সন্তানই পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে ভগবান্ ব্যাসদেবের জন্ম হয়; ব্যাস পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ

বিধবাবিবাহেরও দুই একটী দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় *। সাধারণতঃ বিধবাদিগের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ অথবা মৃত স্বামীর সহগমন এই দুই প্রথাই প্রচলিত ছিল †। দেশের শাসন প্রণালী ঠিক্ বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ছিল না। সমগ্রদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকায় দেশ মধ্যে অনেক রাজা ছিলেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে এক এক জন প্রবল হইয়া চক্রবর্ত্তীর পদ প্রাপ্ত হইতেন। রাজা কর্ত্তৃক প্রত্যেক রাজ্যে গ্রামাধ্যক্ষ, দশগ্রামাধ্যক্ষ, বিংশতিগ্রামাধ্যক্ষ, শতগ্রামাধ্যক্ষ, সহস্রগ্রামাধ্যক্ষ, ও দেশাধ্যক্ষ নামক শাসনকর্ত্তা বা বিচারপতি সকল নিযুক্ত হইতেন। গ্রামাধ্যক্ষ গ্রামের চৌর্য্যাদি সমস্ত দোষেরই প্রতিকার করিতেন। তিনি না পারিলে বা অন্যায় করিলে দশগ্রামাধ্যক্ষ তাহা সম্পন্ন করিতেন; এইরূপে শতগ্রামাধ্যক্ষ, দেশাধ্যক্ষ, শেষে রাজা স্বয়ং তাহার সুব্যবস্থা বা সদ্বিচার করিতেন ‡।

বিচার কার্য্যে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি যদি উৎকোচ গ্রহণ করিতেন বা কোন প্রকার পক্ষপাত দোষে দোষী হইতেন, তাহা হইলে রাজা

হইয়াছিলেন, আবার শান্তনু রাজার ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ, বিচিত্র-বীর্য্য প্রভৃতি যে সন্তানগণ জন্মেন তাঁহারাও পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া বংশাবলী ক্রমে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত এ প্রকার দৃষ্টান্ত আরও অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

* অর্জ্জুন মণিপুরের রাজার বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বরের সংবাদ চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইয়াছিল।

† মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণম্বা।

‡ বিষ্ণুসংহিতা, ৩য় অধ্যায়। মনু ৭। ১১৫। যথা;—

গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা।

বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেবচ॥

তাঁহার প্রতি অত্যন্ত কঠিন দণ্ড প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইতেন*। পূর্ব্বকালে ভারত সমাজে উকীল, মোক্তার, বারিষ্টার প্রভৃতির ন্যায় কোন সম্প্রদায় বিশেষের অস্তিত্ব দেখা যায় না। ক্ষত্রিয় বিচারপতি বিচার করিতেন এবং এক এক জন ব্রাহ্মণ ব্যবস্থাপক তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। ক্ষত্রিয় বিচারপতিগণকে ব্রাহ্মণ ব্যবস্থাপকের মত লইয়া কার্য্য করিতে হইত †। গ্রামাধ্যক্ষদিগের বেতনস্বরূপে জমি বা গ্রাম ‡ দেওয়া হইত। এবং তাঁহাদের কার্য্যপর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত গুপ্তচর নিযুক্ত করা হইত §। বালক অনাথ ও স্ত্রীধন সকল রাজা রক্ষা করিতেন $। শ্রোত্রিয় (অর্থাৎ বেদপাঠনিরত) ব্রাহ্মণেরা রাজাকে কোন প্রকার কর দিতেন না। অধিকন্তু রাজার নিকট হইতে তাঁহারা অনেক সময় প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই প্রাপ্ত হইতেন। রাজা যে সকল নিধি প্রাপ্ত হইতেন তাহার অৰ্দ্ধেক ব্রাহ্মণদিগকে দিতেন ¶। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরা রাজাকে তাঁহাদের যে যে বিষয়ের আয়ের চতুর্থাংশ দিতেন তাহারও অৰ্দ্ধেক ব্রাহ্মণেরা পাইতেন। ব্রাহ্মণদিগের বধদণ্ড ছিল না, যে সকল অপরাধে অন্য জাতী-

---

* কুটশাসনকর্ত্তৃংশ্চ রাজা হন্যাৎ কুটলেখ্যকারাংশ্চ।

বি. স. ৩য় অধ্যায়।

যে কার্য্যকেভ্যোঽর্থমেব গৃহ্নীয়ুঃ পাপচেতসঃ।
তেষাং সর্ব্বস্ব মাদায় রাজা কুর্য্যাৎ প্রবাসনং॥

মনু ৭। ১২৪।

কুটসাক্ষিণাং উৎকোচোপজীবিনাং সভ্যানাঞ্চ সর্ব্বস্বাপহারঃ কার্য্যঃ।

বি. স. ৫ম অধ্যায়।

† মনু।

‡ মনু ৭। ১১৮—১১৯।

§ মনু ৭। ১২২।

$ বালানাথস্ত্রীধনানি চ রাজা পরিপালয়েৎ।

বি. স. ৩য় অধ্যায়।

¶ বি. সং.। ৩য় অধ্যায়।

য়েরা বধদণ্ড প্রাপ্ত হইতেন, ব্রাহ্মণদিগকে সেই সকল অপরাধে চিহ্নিত করিয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা হইত। যথা,

অথ মহাপাতকিনো ব্রাহ্মণবর্জ্জং সর্ব্বে বধ্যাঃ স্বদেশাদ্ব্রাহ্মণং কৃতাঙ্কং বিবাসয়েৎ।

বি. স. ৩য় অধ্যায়।

মহাপাতকীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগকে বাদ দিয়া অন্য সকলকেই বধ করিবে। ব্রাহ্মণদিগকে চিহ্নিত করিয়া স্বদেশ হইতে দূর করিয়া দিবে।

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যা করিলে মস্তকবিহীন পুরুষচিহ্ন কপালে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইত। সুরাপায়ী হইলে তাহার ললাটে সুরাধ্বজ অঙ্কিত করা হইত। ব্রাহ্মণ চোর হইলে তাহার কপালে কুক্কুর পদের চিহ্ন এবং গুরুপত্নী (বিমাতা, জ্যেষ্ঠা ভগ্নী প্রভৃতি) গমন করিলে তাহার ললাটে যোনি চিহ্ন অঙ্কিত করা হইত। যথা,—

"ব্রহ্মহত্যায়াং অশিরস্কং পুরুষং ললাটে কুর্য্যাৎ। সুরাধ্বজং সুরাপানে। শ্বপদং স্তেয়ে। ভগং গুরুতল্পগমনে।

বি. স. ৩য় অধ্যায়।

ক্ষেত্রজাত ধান্যের ($\frac{1}{6}$) ছয় ভাগের * একভাগ রাজা পাইতেন। স্বদেশীয় পণ্য দ্রব্যের ($\frac{1}{10}$) দশভাগের একভাগ এবং ভিন্নদেশজাত পণ্য দ্রব্যে ($\frac{1}{20}$) বিংশতি অংশের একাংশ রাজার প্রাপ্য ছিল।

---

* বি. সং. ৩য় অধ্যায়। ধান্যের কর সকল ভূমিতে ($\frac{1}{6}$) ছয় ভাগের এক ভাগ ছিল না, যে সকল ভূমিতে অধিক পরিশ্রমে অল্প ধান্য জন্মিত, তাহার কর ($\frac{1}{8}$ বা $\frac{1}{12}$) আট ভাগের এক ভাগ বা দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ ছিল। যথা,—"ধান্যানামষ্টমোভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা।"

মনু ৭। ১৩০।

শিল্পী এবং কর্ম্মজীবীরা তাহাদের মাসের মধ্যে একদিনের কার্য্য * বা কার্য্যের আয় রাজাকে দিত। যাহারা শাকাদি সামান্য দ্রব্যের ব্যবসায় করিয়া খাইত, তাহাদিগের নিকট হইতেও রাজা বাৎসরিক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর লইতেন। (মনু ৭। ১৩৭)

ব্রাহ্মণেরা কর দিতেন না ; তাঁহারা যে পুণ্য সঞ্চয় করিতেন রাজা ধর্ম্মতঃ তাহার অংশ প্রাপ্ত হইতেন।

বর্ত্তমান সময়ের রেজেষ্টারী আপীসের ন্যায় পূর্ব্বকালেও দলীল রেজেষ্টারীর নিয়ম ছিল। তখন তিন প্রকার লেখ্য (দলীল) ছিল। যথা,—

অথ লেখ্যং ত্রিবিধং রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ।

লেখ্য ত্রিবিধ। সসাক্ষিক, অসাক্ষিক এবং রাজসাক্ষিক।

রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকং। যত্র ক্বচন যেন কেন চিল্লিখিতং সাক্ষিভিঃ স্বহস্তচিহ্নিতং সসাক্ষিকং। স্বহস্তলিখিতমসাক্ষিকং।

বি. স. ৭ম অধ্যায়।

রাজাধিকরণে তথাকার নিযুক্ত কায়স্থের † অর্থাৎ লেখকের হস্তলিখিত এবং তথাকার অধ্যক্ষের কর চিহ্নিত যে লেখ্য, তাহাই রাজসাক্ষিক লেখ্য।

---

* কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ।
একৈকং কারয়েৎ কর্ম্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ॥

মনু ৭। ১৩৮।

† কায়স্থদিগের সম্বন্ধে ভগবান্ ব্যাস তাঁহার স্মৃতিতে অতি ভয়ঙ্কর মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি এতদূর পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন যে কায়স্থের মুখ দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার সূর্য্য দর্শন না করিলে সেই মুখদর্শনজনিত পাপক্ষয় হয় না।

যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তির হস্তলিখিত এবং সাক্ষিগণের নিজ নিজ হস্তের স্বাক্ষরিত যে লেখ্য তাহাই সসাক্ষিক লেখ্য।

যিনি লিখিয়া দিতেছেন তাঁহার নিজ হস্তে লিখিত যে লেখ্য তাহাই অসাক্ষিক লেখ্য।

কৃষিকার্য্য সকল যাহাতে বৃষ্টি নিরপেক্ষ হইয়া চলিতে পারে এজন্য পূর্ব্বকালের হিন্দু রাজগণ রাজকোষ হইতে অর্থব্যয় করিয়া সকল স্থানে জলের সুবিধা করিয়া দিতেন। কৃষকদিগকে রাজকোষ হইতে শত শত মুদ্রা পাদিক সুদে কর্জ্জ দেওয়া হইত। পথ ঘাট সকলের প্রতি রাজাদিগের বিশেষ লক্ষ্য ছিল এবং ঋষিরাও সে সকল বিষয়ের সর্ব্বদা তত্ত্ব লইতেন। যথা দেবর্ষি নারদ একসময় যুধিষ্ঠিরের সভায় আসিয়া তাঁহাকে নিম্ন লিখিত প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কচ্চিদ্রাষ্ট্রে তড়াগানি পূর্ণানি চ বৃহন্তি চ।
ভাগশো বিনিবিষ্টানি ন কৃষির্দৈবমাতৃকা॥

ম. ভা. স. প. লোকপাল পর্ব্বাধ্যায় ৫। ৭৭।

জলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ সকল রাজ্যের সকল স্থানে খনন করা আছে ত? কৃষিকার্য্য ত বৃষ্টির উপর নির্ভর করে না?

কচ্চিন্ন বীজং ভক্তঞ্চ কর্ষকস্যাবসীদতি।
পাদিকঞ্চ শতং বৃদ্ধ্যা দদাস্যৃণমনুগ্রহম্॥

ম. ভা. স. প. লোকপাল পর্ব্বাধ্যায় ৫।৭৮।

কৃষকেরা শস্যের বীজ অভাবে অথবা আহারীয় অভাবে ত অবসন্ন হয় না? তাহাদিগকে পাদিক সুদে অনুগ্রহ করিয়া শত মুদ্রা ঋণ দেওয়া হয় ত?

কচ্চিদগ্নিভয়াচ্চৈব সর্ব্বং ব্যালভয়াত্তথা।
রোগরক্ষোভয়াচ্চৈব রাষ্ট্রং স্বং পরিরক্ষসি॥

ম. ভা. স. প. লোকপাল পর্ব্বাধ্যায় ৫।১২৩।

অগ্নিভয়, সর্পভয়, রোগভয়, রাক্ষসভয় প্রভৃতি হইতে আপনার রাজ্যকে রক্ষা করিয়া থাক ত? *

কচ্চিদন্ধাংশ্চ মূকাংশ্চ পঙ্গূন্ ব্যঙ্গানবান্ধবান্।
পিতেব পাসি ধর্ম্মজ্ঞ তথা প্রব্রজিতানপি॥

ম. ভা. স. প. লোকপাল পর্ব্বাধ্যায়—৫।১২৪।

হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি অন্ধ, মূক, পঙ্গু, বিকৃতাঙ্গ, আত্মীয়স্বজনবিহীন ব্যক্তিসকলকে এবং সন্ন্যাসধর্ম্মে অবস্থিত মহাত্মাদিগকে পিতার ন্যায় যত্নসহকারে পালন † করিয়া থাক ত?

কচ্চিন্নগরগুপ্ত্যর্থং গ্রামা নগরবৎ কৃতাঃ।
গ্রামবচ্চ কৃতা ঘোষাস্তে চ সর্ব্বে ত্বদর্পণাঃ॥

ম. ভা. স. প. লোকপাল পর্ব্বাধ্যায় ৫।৮১।

নগর সকলকে রক্ষা করিবার জন্য গ্রাম সকলকে নগরের ন্যায় এবং ঘোষপল্লী সকলকে গ্রামের ন্যায় করা হইয়াছে ত? সেই সকল স্থানের প্রজারা তোমার প্রতি অনুরক্ত আছে ত?

বর্ত্তমান সময়ের ধনীদিগের ন্যায় পূর্ব্বকালের রাজারা সূর্য্যোদয়ের পর একপ্রহর বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেন না। তাঁহারা শেষরাত্রে নিদ্রাহইতে উত্থিত হইয়া ধর্ম্মার্থের চিন্তা করিতেন। যথা,—

---

* যে রাজা আপনার রাজ্যের দস্যুভয় নিবারণ করিতে না পারিতেন তাঁহার সম্বন্ধে মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ এইরূপ লিখিয়াছেন যে, সে রাজা জীবিত নাই, মরিয়া গিয়াছেন, এইরূপ সকলে জানিবে।

মনু ৭।১৪৩।

† শক্তিতো ২পচমানেভ্যো দাতব্যং গৃহমেধিনা।

মনু ৪।৩২।

যে সকল সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ পাক করেন না তাঁহাদিগকে গৃহস্থগণ অবশ্য অবশ্য যথাশক্তি অন্নাদি দান করিবেন।

কচ্চিদ্দ্বৌ প্রথমৌ যামৌ রাত্রেঃ সুপ্ত্বা বিশাম্পতে।
সংচিন্তয়সি ধর্ম্মার্থৌ যাম উত্থায় পশ্চিমে॥

ম. ভা. স. প. লোকপাল পর্ব্বাধ্যায় ৫।৮৫।

পূর্ব্বকালে ভারতক্ষেত্রে মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত এবং যন্ত্রমুক্ত ভেদে চারিজাতীয় অস্ত্র ছিল। মুক্ত অস্ত্র; যথা, চক্র ইত্যাদি। অমুক্ত অস্ত্র; যথা, তরবারি প্রভৃতি। মুক্তামুক্ত; যথা, শল্য ইত্যাদি। যন্ত্রমুক্ত; যথা, তীর, গোলা প্রভৃতি। পূর্ব্বকালে ধনুর্ব্বেদ ব্যতীত আরও "যুদ্ধশাস্ত্রম্", "যুদ্ধ জয়ার্ণব", "শুক্রনীতি", "যন্ত্র সূত্র" প্রভৃতি বহুবিধ সামরিক গ্রন্থ এদেশে প্রচলিত ছিল।

ধনুর্ব্বেদের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এখানে লিখিলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যথা,—"এবং ধনুর্ব্বেদঃ পাদচতুষ্টয়াত্মকো বিশ্বামিত্রপ্রণীতঃ। তত্র প্রথমো দীক্ষাপাদঃ দ্বিতীয়ঃ সংগ্রহপাদঃ তৃতীয়ঃ সিদ্ধিপাদঃ চতুর্থ প্রয়োগপাদঃ। তত্র প্রথমে পাদে ধনুর্লক্ষণং, অধিকারিনিরূপণঞ্চ কৃতম্। তত্র ধনুঃশব্দশ্চাপে রূঢ়োঽপি চতুর্ব্বিধায়ুধবাচী বর্ত্ততে। তচ্চ চতুর্ব্বিধম্ মুক্তম্, অমুক্তম্, মুক্তামুক্তম্, যন্ত্রমুক্তঞ্চ। তত্র মুক্তং চক্রাদি। অমুক্তং খড়্গাদি। মুক্তামুক্তং শল্যাবান্তরভেদাদি। যন্ত্রমুক্তং শরগোলাদি *। তত্র মুক্তমস্ত্রমিত্যুচ্যতে, অমুক্তং শস্ত্রমিত্যুচ্যতে। তদপি ব্রাহ্ম বৈষ্ণব পাশুপত প্রাজাপত্যাগ্নেয়াদিভেদাদনেকবিধম্।

(মধুসূদন সরস্বতী কৃত মহিম্নস্তোত্রটীকা "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" আষাঢ় ১৭৯৯।)

---

* শুক্রনীতি নামক গ্রন্থে "লঘু নালীক" ও "বৃহন্নালীক" নামক যে যন্ত্রদ্বয়ের বর্ণনা দেখা যায় তাহা ঠিক্ বর্ত্তমান সময়ের বন্দুক ও কামানের ন্যায়। ঐ গ্রন্থে গোলা, গুলি, বারুদ প্রভৃতিরও বর্ণনা এবং প্রস্তুতকরণ প্রণালী অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত আছে। তাহাতে দেখা যায় বারুদকে তখন অগ্নিচূর্ণ শব্দে কহা হইত।

রাজপুরুষগণ ধনুর্ব্বেদ যেরূপ যত্নের সহিত শিক্ষা করিতেন যন্ত্রসূত্র সকলও সেইরূপ যত্নের সহিত অভ্যাস করিতেন। নারদ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

কচ্চিদভ্যস্যতে সম্যক্ গৃহে তে ভরতর্ষভ।
ধনুর্বেদস্য সূত্রং বৈ যন্ত্রসূত্রঞ্চ নাগরম্॥

হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! তুমি গৃহে থাকিয়া ধনুর্বেদসূত্র এবং নাগর যন্ত্রসূত্র সকল সম্যক্ প্রকারে অভ্যাস কর ত?

পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে যে ইন্দ্রপ্রস্থ নামক নগর নির্ম্মাণ করেন, তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

তীক্ষ্ণাঙ্কুশশতঘ্নীভির্যন্ত্রজালৈশ্চ শোভিতম্।
আয়সৈশ্চ মহাচক্রৈঃ শুশুভে তৎপুরোত্তমম্॥

ম. ভা. আ. প. রাজ্যলাভ পর্ব্বাধ্যায় ২০৯। ৩৪।

তাঁহারা লৌহ নির্ম্মিত মহাচক্র, তীক্ষ্ণাঙ্কুশ, শতঘ্নী প্রভৃতি যন্ত্র সমূহ দ্বারা সেই সুন্দর নগরীকে উত্তমরূপে সজ্জিত করিলেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে ইষ্টক ছিল কি না, অনেকে সন্দেহ করেন। যদিও প্রাসাদ, ছাদ প্রভৃতির অনেক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তথাচ সে সকল প্রকৃত ইষ্টকনির্ম্মিত ছিল কি না, তাহা অনেকে নিশ্চয় করিতে পারেন না। আমরা বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণের মধ্যে ইষ্টকের স্পষ্ট উল্লেখ অনেক স্থলে দেখিয়াছি। রাজা দশরথের যজ্ঞোপলক্ষে যে সকল রাজগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অবস্থিতির জন্য ইষ্টক নির্ম্মিত অনেক বাটী প্রস্তুত করা হইয়াছিল। যথা,—

ইষ্টকা বহুসাহস্রী শীঘ্রমানীয়তামিতি।
ঔপকার্য্যাঃ ক্রিয়ন্তাং চ রাজ্ঞো বহুগুণান্বিতাঃ॥

বা. রা. বালকাণ্ড ১৩। ৯।

সত্বর বহু সহস্র ইষ্টক আনয়ন কর। রাজাদিগের বাসোপযোগী বিবিধ উপকরণসম্পন্ন গৃহসকল নির্ম্মাণ কর। ইত্যাদি।

ইষ্টকাশ্চ যথান্যায়ং কারিতাশ্চ প্রমাণতঃ।
চিতোঽগ্নির্ব্রাহ্মণৈস্তত্র কুশলৈঃ শিল্পকর্ম্মণি॥

বা. রা. বালকাণ্ড ১৪। ২৮.

শিল্পনিপুণ ব্রাহ্মণগণ, শাস্ত্রানুসারে প্রমাণানুরূপ ইষ্টক সকল নির্ম্মাণ করিয়া, তদ্দ্বারা অগ্নিকুণ্ড রচনা ও তাহাতে অগ্নি স্থাপন করিলেন। ইত্যাদি।

যে সকল গুরুতর দোষে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা যায় সে সকল দোষ ব্যতীত অন্য কারণে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে তখন স্বামীর সমস্ত আয়ের তিনভাগের একভাগ সেই স্ত্রীকে দিতে হইত। (যাজ্ঞবল্ক্য—৩য় অধ্যায়।)

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা সঞ্চয়বিহীন হইয়া থাকিতেন পূর্ব্বকালে তাঁহারাই সমাজে অধিক সম্মানভাজন হইতেন।

সুবর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রনির্ম্মিত মুদ্রা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত থাকিতে দেখা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদেও নিষ্ক নামক মুদ্রার উল্লেখ আছে। রামায়ণেও এইরূপ লিখিত আছে যে রাম বনগমনের সময় ব্রাহ্মণদিগকে শত শত সুবর্ণ নিষ্ক এবং বহুমূল্য বস্ত্রাদি বিতরণ করিয়াছিলেন।

অতিথিসৎকারপ্রথা প্রাচীন ভারতবর্ষে অত্যন্ত প্রবল ছিল. অতিথিকে অগ্রে ভোজন না করাইয়া কেহ আপনি আহার করিতেন না। অতিথিকে তাঁহারা দেবতার ন্যায় পূজনীয় জ্ঞান করিতেন *। যদি

---

* মাতৃদেবোভব। পিতৃদেবোভব। আচার্য্যদেবোভব। অতিথিদেবোভব।

• তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, শিক্ষাধ্যায়, ১ম বল্লী, ১২ অনুবাক্।

মাতা, পিতা, আচার্য্য এবং অতিথি ইহাঁদিগকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে।

"দেবোভব" পদের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, "দেবতাবদুপাস্যা এতে ইত্যর্থঃ।

আপনা হইতে অতিথি আসিয়া উপস্থিত না হইত তাহাহইলে তাঁহারা আহারের পূর্ব্বে বাটীর বাহিরে যাইয়া দেখিতেন কোন অভ্যাগত ব্যক্তি উপস্থিত আছে কি না†। অধিক কি গৃহস্থগণের পক্ষে অতিথি-সৎকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম তাঁহারা আর কিছুই লেখেন নাই ‡।

পূর্ব্বকালে দাসদাসীগণ গৃহস্বামীর পূর্ব্বে আহার করিতে পাইত। সকলের আহার হইলে গৃহস্থদম্পতী সর্ব্বশেষ অবশিষ্টান্ন ভোজন করিতেন।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে সুরাপান প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। ঋষিরা তখন যজ্ঞে সোমরস পান করিতেন। কিন্তু সুরাপানের অশেষ দোষ প্রত্যক্ষ করিয়া পরে তাঁহারাই আবার সুরাপান করা মহাপাতক বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শুক্রাচার্য্য সুরাপায়ীদিগের সম্বন্ধে এইরূপ শাপপ্রদান করেন যে, যে ব্যক্তি সুরাপান করিবে সে ব্রহ্মহত্যার পাতকী হইবে। যাহা হউক ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেই সুরাপান প্রথা বিশেষ রূপে প্রচলিত থাকিতে দেখা যায়। যদুবংশীয়েরা সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন প্রভৃতি অনেকে মাধ্বিক মধু পান করিতেন। বলদেব সুরাপানে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। বোধ হয় যুদ্ধের সময় সৈনিক পুরুষদিগের মধ্যে সে সময় সুরাপানের নিয়ম ছিল। অধিক কি সমগ্র দেবশক্তি হইতে উদ্ভবা দেবী ভগবতী যৎ-

---

† ততো গোদোহমাত্রং বৈ কালং তিষ্ঠেদ্ গৃহাঙ্গণে।
অতিথিগ্রহণার্থায় তদূর্দ্ধং বা যথেচ্ছয়া॥

বি. পু. ৩।১১।৫৬।

অন্নপ্রস্তুত হইলে অতিথি গ্রহণের জন্য, গোদোহন করিতে যে সময় অতিবাহিত হয়, অন্ততঃ সেই পরিমাণ সময় অথবা তদপেক্ষা অধিককাল বাটীর বাহিরে যাইয়া অবস্থিতি করিবে।

‡ শঙ্খ সংহিতা ৫ম অধ্যায়।

কালে মহিষাসুরের সহিত সংগ্রাম করেন তখন তিনিও যুদ্ধাবস্থায় মধ্যে মধ্যে সুরাপান করিয়াছিলেন এপ্রকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় *।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ের বিষয়সুখপ্রধান † বাহ্য সভ্যতা অপেক্ষা তাঁহাদের সে সময়ের নীতি-প্রধান বা আধ্যাত্মিকভাবপ্রধান ‡ সভ্যতা যে অনেক পরিমাণে উচ্চদরের বস্তু ছিল তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহা হউক একটী বিষয় অতীব আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় যে, তাঁহারা আপনারা এ প্রকার উন্নত হইয়াও দেশের সাধারণ লোকদিগের উন্নতির জন্য কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করেন নাই। অধিকন্তু তাহারা (সেই সমস্ত শূদ্রজাতীয়েরা) যাহাতে কোনকালেও উন্নতি লাভ করিতে না পারে এরূপ কঠোর নিয়ম সকল প্রচার করিয়াছিলেন।

---

* গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহং।
ময়া ত্বয়ি হতে হত্রৈব গর্জ্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ॥
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, মহিষাসুর বধ প্রকরণ, ৩।৩৮

অরে মূর্খ! আমার মধুপান সমাপন পর্য্যন্ত ক্ষণকাল তুই গর্জ্জন কর, এই রণভূমিতে আমি তোকে শীঘ্রই বিনাশ করিব; তখন দেবতারাও আবার গর্জ্জন করিবেন।

† Material civilization.

‡ Moral civilization.

সম্পূর্ণ।